পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No. 21 Sunday, 21 December, 2025 ❋ ৩১ বর্ষ, ২১ সংখ্যা ❋ ৫ পৌষ ১৪৩২, রবিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

মোদির সভায় যাওয়ার পথে মুর্শিদাবাদের তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কান্দি, ২০ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় যোগ দিতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে আসা তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে। শুক্রবার রাতেই মুর্শিদাবাদ থেকে প্রায় ৪০ জনের একটি দল তাহেরপুরে পৌঁছায়। শনিবার ভোরবেলা তাঁরা রেলস্টেশনের কাছে লাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য সারার সময় ধেয়ে আসা ট্রেনের ধাক্কায় লাইনে ছিটকে পড়েন চারজন। আঘাত গুরুতর হওয়ায় ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে দু'জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার শাবলদহ গ্রামে, আর একজনের বাড়ি বড়ঞার মসডড্ডা গ্রামে। তাঁদের নাম মুক্তিপ্রদ সূত্রধর (৫৫), রামপ্রসাদ ঘোষ (৬৫) এবং ভৈরব ঘোষ (৬২)। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জানিয়েছে, ভোররাতে খবর পেয়ে পরিবারের কাছে তা জানানো হয়। ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত মুক্তিপ্রদ সূত্রধরের স্ত্রী বিশাখা সূত্রধর জানান, গ্রাম থেকে একটি বাসে স্বামীসহ প্রায় ৪০ জন রওনা হয়েছিল মোদির সভায় যোগ দিতে। সকালে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের কাছে খবর পেয়ে তিনি জানতে পারেন, ট্রেনের ধাক্কায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনার পর জেলা নেতৃত্বকে শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলার ব্লক তৃণমূল সভাপতি মাহে আলম ও গোলাম মোর্শেদসহ একাধিক নেতা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন এবং সমবেদনা জানান। তাঁরা জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন যাতে পরিবারের পাশে থাকা হয়। রাজনীতিতে বিভেদ থাকতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে আমাদের দায়িত্ব সবার আগে। আমরা পরিবারগুলির পাশে আছি। রেলমন্ত্রীও ঘটনার খতিয়ে দেখতে রিপোর্ট তলব করেছেন পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের কাছে। ট্রেনে দুর্ঘটনা কিভাবে ঘটল, কী নিরাপত্তার অভাব ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তলব করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই ঘটনায় দু ঃখ প্রকাশ করেছেন। যদিও ঘটনা মোদির সভার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত, তবুও তা রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ঘটনাটি দেশের মধ্যে নিরাপত্তা, জনপরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সমন্বিত দায়িত্বের প্রশ্নকে সামনে এনেছে। সব মিলিয়ে, মুর্শিদাবাদের এই দুর্ঘটনা শুধু পরিবারগুলোর জন্য নয়, পুরো এলাকায় শোক ও উদ্বেগের ছাপ ফেলেছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব দ্রুত সাহায্য ও সমবেদনা প্রদান করছে, পাশাপাশি রেলমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ঘটনার স্বচ্ছ তদন্তের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

মৃত্যুকেও রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না, মহুয়াকে কটাক্ষ বিজেপি-র

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.)ঃ তৃণমূল বারবার প্রমাণ করেছে যে শোক, মৃত্যু ও ট্র্যাজেডিকেও তারা নির্লজ্জভাবে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। শনিবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি। এদিন সমাবেশে যোগ দিতে আসা বিজেপির চার সমর্থক ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। এই ঘটনায় তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র দুটি ছবি-সহ এক্সবার্তায় লেখেন, নরেন্দ্র মোদীর অহংকারের বেদিতে ভয়াবহ ট্র্যাজেডি চাপা পড়ে গেল। আজ রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশের জন্য সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে বিজেপি সমর্থকদের আনা হয়েছে। রেললাইনের পাশে সমাবেশ। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তাহেরপুরের কাছে ৩১৮১৪ নম্বর লোকাল ট্রেনের ধাক্কায় ৪ জন নিহত হন। বিজেপি উপেক্ষা করে সমাবেশ চালিয়ে যায়। মহুয়ার সেই বার্তা যুক্ত করে বিজেপি-র তরফে লেখা হয়েছে, এই আচরণ শুধু রাজনৈতিক কুরুচির পরিচয়ই নয়, বরং মর্মান্তিক এই ঘটনার নিহতদের প্রতি চরম অবমাননা ও অশ্রদ্ধার নগ্ন প্রকাশ। সমগ্র ঘটনাটি যেন একেবারেই সেই প্রবাদটির বাস্তব রূপ- মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি। যাদের সহানুভূতি আসলে ভান ও রাজনৈতিক হিসাবনির্ভর, তারাই সবচেয়ে বড় দরদী সেজে সামনে আসে। অতএব, মাননীয়া, আপনার এই কৃত্রিম, সুযোগসন্ধানী ও রাজনৈতিক শোকবার্তা জনসমক্ষে প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকুন। অন্তত মৃতদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার ন্যূনতম শালীনতা ও সংবেদনশীলতা প্রদর্শন করা শিখুন।

লোকসভায় 'বঙ্কিমদা' রেশ বাংলায়

তাহেরপুরে সাবধানী মোদি- বঙ্কিমচন্দ্র হলেন 'ঋষি ও 'বাবু'

নিজস্ব সংবাদদাতা, তাহেরপুর, ২০ ডিসেম্ভর ঃ খারাপ আবহাওয়ার কারণে নদিয়ার তাহেরপুরে নির্ধারিত জনসভা করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূচি অনুযায়ী ৪৫ মিনিটের বক্তব্য রাখার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কলকাতা থেকে মাত্র ১৬ মিনিটের অডিও বার্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন তিনি। তবে সময় কম হলেও বক্তব্যের বিস্তার ছিল বিস্তৃত- উন্নয়ন, কেঃদ্রীয় প্রকল্প, অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, এসআইআর বিতর্ক, ত্রিপুরার সঙ্গে তুলনা থেকে শুরু করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন- সব কিছুরই উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী। কার্যত এই ভাষণেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের বাদ্যি বাজিয়ে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। বক্তব্যের শুরুতেই 'জয় নিতাই' ধ্বনি দিয়ে নদিয়ার ইতিহাস ও হরিনাম সংকীর্তনের প্রসঙ্গ তোলেন মোদি। মতুয়া সমাজের অবদান স্মরণ করে হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বড়মার কথা উল্লেখ করেন তিনি। নদিয়া-মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় এই বার্তাকে রাজনৈতিকভাবে তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কয়েক দিন আগেই বিহারের বিধানসভা ভোটে বিজেপি-জোটের বড় জয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মোদি বলেন, বিহার থেকে গঙ্গা বয়ে এসে বাংলায় পৌঁছয়। আগেও এই মন্তব্য করেছিলেন তিনি, এ দিন ফের তা পুনরাবৃত্তি করে বিহারের ' ও বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টানেন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, আজ বাংলার কোণায় কোণায় মানুষ বলছে- বাঁচতে চাই, বিজেপি চাই। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মোদি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, কেঃদ্রের তরফে অর্থ, সদিচ্ছা বা প্রকল্পের কোনও অভাব নেই। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য টাকা

আছে, ইচ্ছে আছে, প্রকল্প আছে- কোনওটারই কমতি নেই। তবু কাজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, তার দায় চাপান রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের উপর। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, কমিশন আর কাটমানির রাজনীতির কারণে একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, তৃণমূল মোদির বিরোধিতা করুক, বিজেপির বিরোধিতা করুক- সমস্যা নেই। কিন্তু বাংলার উন্নতির বিরোধিতা কেন? এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান মোদি। তাঁর বক্তব্যে ফের উঠে আসে বহুচর্চিত ' ইঞ্জিন সরকার'-এর তত্ত্ব। কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দল ক্ষমতায় থাকলেই উন্নয়ন দ্রুত হয়- এই যুক্তি সামনে এনে তিনি বলেন, বাংলায় একবার বিজেপি সরকার এনে দেখুন, কত দ্রুত উন্নতি হয়। অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও আগের মতোই আক্রমণাত্মক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধার জন্যই তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ত্রিপুরার উদাহরণ টানেন। এক সময় ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ- দুই রাজ্যেই বাম সরকার ছিল বলে উল্লেখ করে মোদির দাবি, ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার আসার পর উন্নয়নের গতি বদলে গেছে। অন্যদিকে বাংলায় বামেরা চলে যাওয়ার পর তৃণমূল নাকি বামেদের সব খারাপ দিক শুধু গ্রহণই করেনি, বরং তা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, মোদির সভাস্থল তাহেরপুরের পুরসভা এখনও বামেদের দখলে- রাজ্যের একমাত্র বামশাসিত পুরসভা হিসেবেই পরিচিত। বক্তব্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের প্রান্তিক এলাকাগুলিকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনতেই জাতীয় স৷কের চার লেনের দু'টি বড় প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর ফলে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাতায়াত আরও সহজ হবে। রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পর্যটনের উন্নতির কথাও মাথায় রাখা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। সাম্প্রতিক 'বন্দে মাতরম' বিতর্কও এ দিনের ভাষণে পরোক্ষভাবে ছুঁয়ে যান মোদি। সংসদে 'বঙ্কিমদা' সম্বোধন নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ দিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'ঋষি বলেই উল্লেখ করেন। বন্দে মাতরম ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়েও বক্তব্য রাখেন তিনি। এ ছাড়াও, সভাস্থলে পৌঁছনোর পথে দুর্ঘটনায় কয়েকজন বিজেপি কর্মীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ তুলে তাঁদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান প্রধানমন্ত্রী। খারাপ আবহাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে উল্লেখ করে তিনি শোকবার্তা দেন। সব মিলিয়ে, সময় কম হলেও রাজনৈতিক বার্তায় ছিল তীব্রতা। ত্রিপুরার উন্নয়নের উদাহরণ, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনুপ্রবেশের অভিযোগ, ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রতিশ্রুতি- সব কিছুর মাধ্যমে মোদি স্পষ্ট করে দিলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির লক্ষ্য এবার সরাসরি ক্ষমতা দখল। আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি বাঙালিদের উদ্দেশে একটাই বার্তা দিলেন- বাংলায় সুযোগ দিয়েই দেখুন।

কাশ্মীরের রাটল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিরাপত্তা সতর্কতা

কাশ্মীর, ২০ ডিসেম্ভর ঃ কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় চেনাব নদীর উপর নির্মীয়মাণ রাটল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরে নিরাপত্তা উদ্বেগ বেড়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পে নিযুক্ত মোট ২৯ জন কর্মীর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে পূর্বে যুক্ত থাকার সন্দেহ প্রকাশ করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। সম্প্রতি এই সংক্রান্ত একটি সতর্কতামূলক চিঠি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড-এর শীর্ষ কর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিশতওয়ার জেলার এসএসপি নরেশ সিং স্বাক্ষরিত ওই চিঠিতে জানানো হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী রাটল প্রকল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ এবং গতিবিধি যাচাই করা হয়েছে। এই যাচাই প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট থানাগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তাতেই উঠে এসেছে, মোট ২৯ জন কর্মী অতীতে নাশকতামূলক বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে। পুলিশের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, জলবিদ্যু প্রকল্পগুলির জাতীয়

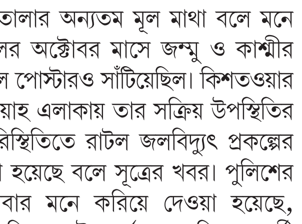

গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এই ধরনের পরিকাঠামো শত্রু রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির নজরে থাকে। ফলে নির্মাণপর্বে কর্মী ও শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা জরুরি। কর্মীদের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখা এবং কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ চোখে পড়লে অবিলম্বে পুলিশকে জানানো- এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এই চিঠির জবাবে MEIL-এর যুগ্ম চিফ অপারেটিং অফিসার হরপাল সিং জানিয়েছেন, পুলিশের দেওয়া তালিকাভুক্ত ২৯ জন কর্মীর উপর কড়া নজর রাখা হবে। তিনি লিখিতভাবে আশ্বাস দিয়েছেন, যদি কোনও শ্রমিক বা কর্মচারীকে রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা প্রকল্পবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকতে দেখা যায়, তাহলে অবিলম্বে কিশতওয়ার জেলা পুলিশকে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হল, পুলিশের দেওয়া তালিকায় থাকা কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে সরাসরি হিজবুল মুজাহিদিনের শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারের পারিবারিক যোগসূত্রের তথ্য মিলেছে। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, তালিকাভুক্ত তিনজন কর্মী কুখ্যাত হিজবুল কমান্ডার জাহাঙ্গীর সরুরির আত্মীয়। জানা গিয়েছে, প্রকল্পে নিযুক্ত মহম্মদ আনোয়ার বাটের ছেলে মহম্মদ ইকবাল হল জাহাঙ্গীর সরুরির ভাই। একইভাবে, শামস দিন নামে এক কর্মী ওই জঙ্গি কমান্ডারের চাচাতো ভাই এবং তনভির আহমেদ সরুরি তাঁর ভাগ্নে। হিজবুল মুজাহিদিনের ' ক্যাটাগরির জঙ্গি কমান্ডার হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীর সরুরিকে কিশতওয়ার অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার অন্যতম মূল মাথা বলে মনে করে নিরাপত্তা বাহিনী। ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ তাঁকে ধরতে কিশতওয়ার অঞ্চলে পোস্টারও সাঁটিয়েছিল। কিশতওয়ার ছাড়াও ডোডা, রামবান এবং ভাদেরওয়াহ এলাকায় তার সক্রিয় উপস্থিতির তথ্য রয়েছে পুলিশের কাছে। এই পরিস্থিতিতে রাটল জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে বারবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। কর্মী যাচাই প্রক্রিয়া, নজরদারি এবং তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে যেকোনও সম্ভাব্য ঝুঁকি আগেভাগেই চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। সব মিলিয়ে, কাশ্মীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে ঘিরে পুলিশের সতর্কবার্তা নতুন করে সন্ত্রাসবাদ ও নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে এনে দিয়েছে। প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা- উন্নয়ন চলবে, তবে কোনও ঝুঁকি নিয়েই নয়।

তাহেরপুরে উন্নয়ন-দাবিকে ঘিরে তৃণমূলের তীব্র পাল্টা তোপ

নিজস্ব সংবাদাতা কলকাতা, ২০ ডিসেম্ভর ঃ বাংলার উন্নয়নে টাকার কোনও ঘাটতি নেই-বিজেপিকে একবার সুযোগ দিলে রাজ্যে দ্রুত উন্নয়নের জোয়ার আসবে। নদিয়ার রানাঘাটের তাহেরপুরে নির্ধারিত সভায় উপস্থিত হতে না পারলেও অডিও বার্তার মাধ্যমে এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই দাবির পালটা দিতে দেরি করেনি শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রী আপনি খালি হাতে এসেছেন। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শনিবার তাহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামতে পারেনি। ফলে সভাস্থলে পৌঁছতে না পেরে কলকাতা থেকে অডিও বার্তায় ভাষণ দেন মোদি। সেই ভাষণে তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেন, তৃণমূল মোদির বিরোধিতা করুক, বিজেপির বিরোধিতা করুক-আপত্তি নেই। কিন্তু রাজ্যের উন্নয়ন কেন আটকে রাখা হচ্ছে? তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের তরফে বাংলার উন্নয়নের জন্য অর্থ, প্রকল্প বা সদিচ্ছার কোনও অভাব নেই। বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে রাজ্যে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদির ভাষণে উঠে আসে ত্রিপুরার প্রসঙ্গও। বিজেপির শাসনে সেখানে উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করে তিনি ইঙ্গিত দেন, পশ্চিমবঙ্গেও একই মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবার সুযোগ দিন, বাংলার উন্নয়নে অর্থ কোনও বাধা হবে না। দ্রুত কাজ হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, প্রধানমন্ত্রী আপনি খালি হাতে এসেছেন। কেন্দ্র বাংলার প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। তৃণমূলের বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু বাংলার বিরোধিতা করবেন না। বাংলার মানুষকে ভাতে মারছেন। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের প্রকৃত সমস্যাগুলি এড়িয়ে গিয়েছেন এবং উন্নয়নের দায় চাপানোর চেষ্টা করছেন। তৃণমূল কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে আসছে। দলের দাবি, একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার প্রাপ্য অর্থ আটকে রেখেছে কেন্দ্র। আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা, একশো দিনের কাজ, জল জীবন মিশন-এই সব প্রকল্পের টাকা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। বিশেষ করে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য প্রায় ৫২ হাজার কোটি টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে বলে দাবি করছে শাসকদল।

রাজ্যের প্রস্তাবে সিলমোহর দিলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্ভর ঃ রাজ্যের প্রস্তাবে সিলমোহর দিলেন রাজ্যপাল। বাংলায় ১০০ দিনের কাজের রাজ্য সরকারের প্রকল্প ' নতুন নাম হল ' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনঃদ বোস অনুমোদন দেওয়ার পর শনিবার এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।কেঃদ্রীয় সরকারের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প ৭ক্সগঙ্ক্ষক বা মনরেগার নাম পরিবর্তন করে ' জি রাম জি' করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ থেকেই এই নামকরণ। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিল পাশ হওয়ার পরই কেঃেদ্রর বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, একটি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের নাম থেকে ' পিতা' মহাত্মা গান্ধীর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা সংসদের সামনে ধরনায় বসেন এবং মুখ্যমন্ত্রীও তীব্র প্রতিবাদ জানান।এরই প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্যের ' প্রকল্পের নাম বদলে মহাত্মা গান্ধীর নামানুসারে ' করা হবে। রাজ্যপালের অনুমোদনের পর তা কার্যকর হতে চলেছে আগামী অর্থবর্ষ থেকেই।নতুন নামের ' প্রকল্পের আওতায় বছরে ১০০ দিনের কাজের সুযোগ থাকবে। যাঁদের জবকার্ড রয়েছে, তাঁরা এই প্রকল্পে কাজ পাবেন। আগামী দিনে আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করাই রাজ্য সরকারের লক্ষ্য। কেঃদ্রর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে এভাবেই মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করল মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ের সরকার।

'প্রভাবশালীদের চাপে অ্যাক্সেস কার্ডের সংখ্যা তিনগুণ বাড়াতে হয়েছিল'শতদ্রুর দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্ভর ঃ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির আগমনকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল, তার নেপথ্যের বড় খেলোয়াড় ছিলেন শতদ্রু দত্ত। শনিবার, ১৩ ডিসেম্বর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যুবভারতী কাণ্ডে ধৃত শতদ্রুকে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপরই শুরু হয় জেরার মেলবন্ধন। তদন্তকারীদের সামনে শতদ্রু দত্ত জানিয়েছেন, যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা হওয়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, মেসি পিঠে হাত দেওয়া বা কাউকে জড়িয়ে ধরা একেবারেই পছন্দ করেননি। এই বিষয়টি বিদেশ থেকে আসা নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের জানিয়ে ছিলেন। তথাপি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব নির্দেশনা কার্যকর হয়নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এত সংখ্যক মানুষ কোথা থেকে আসে এবং কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শতদ্রু জানিয়েছেন, প্রথমে গ্রাউন্ডে দেড়শো জনের জন্য অ্যাক্সেস কার্ড দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রভাবশালীদের চাপের কারণে এই সংখ্যা তিনগুণ বাড়াতে হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে ঘটে কন্ট্রোলের অভাব এবং বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি। ফলে ক্রীড়াঙ্গনের ভিড়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় এবং দর্শক, নিরাপত্তা কর্মী এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে টানাপো৷নে সৃষ্টি হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, লিওনেল মেসির ভারত সফরের জন্য মোট খরচ হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৮৯ কোটি টাকা মেসিকে প্রদান করা হয়েছিল এবং কর বাবদ ১১ কোটি টাকা ভারত সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। এই অর্থের উৎস সম্পর্কে শতদ্রু বলেছেন, মোট বাজেটের ৩০ শতাংশ আসে স্পনসরদের কাছ থেকে, আর ৩০ শতাংশ এসেছে টিকিট বিক্রি থেকে।

বাকি অর্থ কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি। শতদ্রুর জেরার সময় উঠে এসেছে আরও কিছু তথ্য। যুবভারতীতে মেসিকে ঘিরে ভিআইপি ব্যবস্থাপনা এতটা ঘন ছিল যে দর্শকরা গ্যালারিতে বসেও মেসিকে ২০ মিনিট পর্যন্ত দেখতে পাননি। অনুষ্ঠান চলাকালীন দর্শকদের অভিযোগ, ভিআইপি ব্যবস্থাপনা অতিরিক্ত, যা সাধারণ দর্শকদের অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করেছে। এই ঘটনায় শতদ্রুর বিরুদ্ধে দুইটি মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, অশান্তি সৃষ্টিকরণ, ভাঙচুর ও হিংসা ছড়ানো, নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালানো এবং জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯২, ৩২৪ (৪)(৫), ৩২৬ (৫), ১৩২, ১২১ (২), ৪৫, ৪৬ ধারায় মামলা হয়েছে। এছাড়া শতদ্রুর বিরুদ্ধে একাধিক জামিন-অযোগ্য ধারাতেও মামলা করা হয়েছে। জেরার পর প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রশাসনিক ত্রুটি, স্পনসরদের চাপ এবং দর্শক ও ভিআইপি ব্যবস্থাপনার ঘনত্ব মিলিত হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তদন্তকারীরা এই তথ্যকে গুরুত্বসহকারে দেখছে এবং ভবিষ্যতে কোনো বড় ইভেন্টে নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকল্পনা কিভাবে করা হবে, সে বিষয়েও বিশ্লেষণ করবে।

শতদ্রুর জেরার এই বিস্ফোরক দাবিগুলো কেবল যুবভারতী কাণ্ডের প্রেক্ষাপটই নয়, বরং বড় আকারের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্পনসর চাপ এবং দর্শক ব্যবস্থাপনার গুরুত্বকেও সামনে এনেছে। তদন্তকারীরা আরও প্রশ্ন তুলেছে, কেন এত স্পনসর ও ভিআইপি চাপ থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠান ঠিকঠাক পরিচালনা করা যায়নি এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শতদ্রুর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা শুধুমাত্র দর্শকের সংখ্যা বা নিরাপত্তার অভাবের কারণে নয়, বরং প্রভাবশালীদের চাপ এবং তৎপরতার অভাবও একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই তথ্য ভবিষ্যতের ক্রীড়া আয়োজনের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে বিবেচিত হবে।

দায় নির্ধারণে ইউনুস প্রশাসনের উপর চাপ বাড়াল রাষ্ট্রসংঘ

হিংসা, খুন ও সংবাদমাধ্যমে হামলায় উত্তাল বাংলাদেশ

ঢাকা, ২০ ডিসেম্ভর ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার জেরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল রাষ্ট্রসংঘ। ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর দেশজুড়ে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে-তা শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। হিন্দু যুবকের হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা-এই ধারাবাহিক ঘটনার দায় কার, সেই প্রশ্নে এবার সরাসরি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে রাষ্ট্রসংঘ। প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের প্রশাসনের উপর চাপ বাড়িয়ে দ্রুত স্থিতিশীলতা ফেরানো ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, দেশের সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ, দ্রুত এবং স্বচ্ছ তদন্ত জরুরি। একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন, রাজনৈতিক হিংসা ও প্রতিশোধের আবহ আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করতে পারে। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবল অস্থিরতা, অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি-এই দুইয়ের মাঝে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর যে ভাবে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। রাজধানী ঢাকা-সহ বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বিশেষ করে ময়মনসিংহে এক হিন্দু যুবকের হত্যাকাণ্ড আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি সংবাদমাধ্যমের অফিসে আগুন লাগানো ও ভাঙচুরের ঘটনায় সংবাদমাধ্যমের

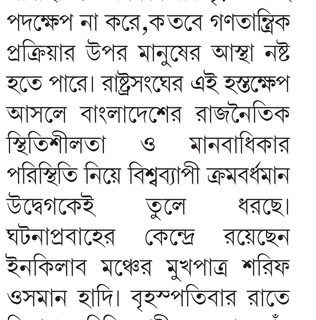

স্বাধীনতা নিয়েও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মানবাধিকার সংগঠনগুলি। সাংবাদিকদের উপর হামলার খবরও রাষ্ট্রসংঘের নজরে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। ভলকার তুর্ক জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যমের সুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদে জীবনযাপনের অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার যদি দৃঢ় ও স্বচ্ছ পদক্ষেপ না করে,ক তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর মানুষের আস্থা নষ্ট হতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের এই হস্তক্ষেপ আসলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকেই তুলে ধরছে। ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রে রয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি। বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় হামলার শিকার হন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় সিঙ্গাপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, মোটরসাইকেলে আসা দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছিল। তবে হামলাকারীরা কারা এবং উদ্দেশ্য কী-তা এখনও স্পষ্ট নয়। বুধবার রাতেই ইউনুস প্রশাসনের প্রেস উইং হাদির শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে সতর্ক করেছিল। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই দেশজু৷ে ক্ষোভ ও বিক্ষোভ ছ৷িয়ে পড়ে। সেই বিক্ষোভ দ্রুতই হিংসাত্মক রূপ নেয়। সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা, ভাঙচুর এবং বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসংঘের বার্তা স্পষ্ট- বাংলাদেশ সরকারেরই দায়িত্ব দেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সংখ্যালঘু ও সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হিংসার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা। নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে ইউনুস প্রশাসন এই চ্যালেঞ্জ কতটা দক্ষতার সঙ্গে সামলাতে পারে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

ভারতের সশস্ত্র সীমা বলের প্রতিষ্ঠা দিবসে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

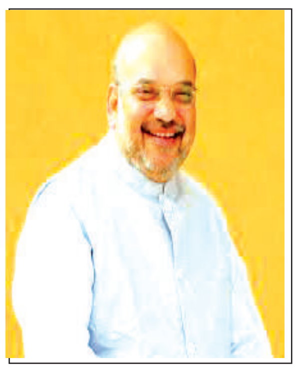

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ ভারতের সশস্ত্র সীমা বলের প্রতিষ্ঠাদিবসে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এসএসবি কর্মী এবং তাদের পরিবারবর্গকে প্রতিষ্ঠা দিবসের শুভেচ্ছা। আমাদের সীমান্ত রক্ষা করা থেকে শুরু করে সংকটের সময়ে নাগরিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত, ভারতের সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) সর্বদা জাতিকে গর্বিত করেছে। কর্তব্য পালনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক পৃথক এক্সবার্তায় লিখেছে, ৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমরা নেপাল ও ভুটানের সাথে ভারতের সীমান্তের অবিচল রক্ষক, সশস্ত্র সীমা বলকে শ্রদ্ধা জানাই।

হাওড়া বিভাগে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বরঃহাওড়া বিভাগে ব্যান্ডেল-কাটোয়া শাখায় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রবিবার (২১শে) থেকে ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত ১০ দিনের জন্য ২১০ মিনিটের ট্রাফিক ব্লকের ফলে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সূচী বদলাবে।২১.১২.২০২৫ থেকে ২৪.১২.২০২৫ পর্যন্ত ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৪৯ এবং কাটোয়া থেকে৩৭৭৪৮ ইএমইউ লোকাল বাতিল।২৭.১২.২০২৫, ৩০.১২.২০২৫ এবং ৩১.১২.২০২৫ তারিখে ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৪১ এবং কাটোয়া থেকেঃ ৩৭৭৪২ ইএমইউ লোকাল বাতিল।২২.১২.২০২৫ এবং ২৩.১২.২০২৫ তারিখে ৩৭৯২৪ কাটোয়া - হাওড়া লোকাল ট্রেনের সময়সূচী ১৪ঃ৪৫ টার পরিবর্তে বিকাল ৩ঃ০০ টায় হবে।তাছাড়া, ১৩৪২১ নবদ্বীপ ধাম - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (২৯.১২.২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু) এবং ১৩৪৩১ নবদ্বীপ ধাম - বালুরঘাট এক্সপ্রেস (২৭.১২.২০২৫, ২৮.১২.২০২৫, ৩০.১২. ২০২৫ এবং ৩১.১২. ২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু) পথে ২০ মিনিটের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা হবে।অন্যদিকে মল্লারপুর ও তারাপীঠ রোড এবং নলহাটি ও স্বাধীনপুর স্টেশনের মধ্যে সেতু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওই অংশে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে।পূর্ব রেলের তরফে ২১.১২.২০২৫ তারিখে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের জন্য ট্রেনের নিম্নলিখিত সূচী অনুসরণ করা হবে। ২১.১২.২০২৫ তারিখে মেমুযাত্রীবাহী ট্রেন বাতিলঃ রামপুরহাট থেকেঃ৬৩৫৮৪, ৬৩০২৬। বর্ধমান থেকেঃ৬৩৫৮১, ৬৩০৬৩। তিনপাহাড় থেকেঃ ৬৩০৬৪।২১.১২.২০২৫ তারিখে ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হবেঃ ৬৩০০৭ কাটোয়া - রামপুরহাট মেমু আজিমগঞ্জ অবধি চলবে ১৩১৮৭ শিয়ালদহ - রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস রামপুরহাটের বদলে সাঁইথিয়া যাবে। ১৩১৮৮ রামপুরহাট - শিয়ালদা মা তারা এক্সপ্রেস রামপুরহাটের বদলে সাঁইথিয়া থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে বলেন।

দিল্লির বাতাস দূষিতই, একিউআই ৪০০-র উর্ধ্বে

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বরঃবায়ুদূষণে নাজেহাল অবস্থা দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে। শনিবারও দিল্লির বাতাসের গুণগতমান থাকল উদ্বেগজনক পর্যায়ে। বিভিন্ন স্থানে বাতাসের গুণগতমান (একিউআই) ছিল ৪০০-র উর্ধ্বে। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, কর্তব্য পথ, অক্ষরধাম, নজফগড়, আর কে পুরম, আনন্দ বিহার প্রভৃতি এলাকা এদিনও বায়ুদূষণের কবলে ছিল।শনিবার সকালে দিল্লির তুলারাম মার্গে একিউআই ছিল ৪০৩, বারাপুল্লাহ ফ্লাইওভারে ৩৮০, অক্ষরধাম এলাকায় ৪২০। দূষণের পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শীতকালীন অধিবেশনের ইতি, সংসদে সৌজন্যের আবহে বিভিন্ন দলের সাংসদদের সঙ্গে স্পিকারের আলাপচারিতা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হতেই গত শুক্রবার সংসদ ভবনে তৈরি হলো এক ভিন্ন ছবি। দীর্ঘ বিতর্ক, উত্তেজনা ও তর্কাতর্কির পর অধিবেশন সমাপ্তির দিনে স্পিকারের কক্ষে বিভিন্ন দলের সাংসদদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ আলাপচারিতায় বসতে দেখা গেল লোকসভার স্পিকারকে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, ক্যাবিনেট মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু ও চিরাগ পাসোয়ানসহ একাধিক শীর্ষ নেতা। বিরোধী শিবিরের তরফে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেও সেখানে দেখা যায়। রাজনাথ সিংয়ের পাশেই বসে থাকতে দেখা যায় তাঁকে, যা সংসদের রাজনৈতিক উত্তাপের বাইরে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্তের ইঙ্গিত দেয়।গত শুক্রবার সংসদের দুই কক্ষই অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্য দিয়েই চলতি বছরের শীতকালীন অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে। লোকসভা ও রাজ্যসভা-উভয় কক্ষেই স্পিকার ও চেয়ারম্যানের ঘোষণার মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর রাজ্যসভাও অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি করা হলে সংসদের ১৯ দিনব্যাপী শীতকালীন অধিবেশন শেষ হলো।এই শীতকালীন অধিবেশন ছিল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট ১৯ দিনের অধিবেশনের মধ্যে ১৫ দিন ছিল কার্যকরী বৈঠকের দিন। এই সময়ের মধ্যেই সংসদে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল উত্থাপিত ও পাস হয়েছে। সরকারি পক্ষের দাবি, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করাই ছিল এই অধিবেশনের মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে বিরোধীরা বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে, সংসদের ভিতরে-বাইরে প্রতিবাদও হয়েছে।তবুও অধিবেশনের শেষ দিনে স্পিকারের কক্ষে যে দৃশ্য দেখা গেল, তা সংসদীয় গণতন্ত্রের সৌজন্যমূলক দিকটিকেই সামনে আনল। রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের সাংসদদের একসঙ্গে বসে কথা বলা, হাসিমুখে মতবিনিময়-এই মুহূর্ত সংসদের দৈনন্দিন উত্তেজনার বাইরে এক ভিন্ন বার্তা দিল। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিরোধী সাংসদদের একই পরিসরে উপস্থিতি সংসদীয় রীতিনীতি ও পারস্পরিক সম্মানের প্রতিফলন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।এভাবেই তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা ও আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শেষ হলো সংসদের চলতি বছরের শীতকালীন অধিবেশন। নতুন অধিবেশনের অপেক্ষায় এখন সংসদ, আর রাজনৈতিক মহলে শুরু হযে .গেছে পরবর্তী অধিবেশনের প্রস্তুতি ও কৌশল নির্ধারণের পর্ব।

শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও শক্তিশালী করতে এগিয়ে চলেছে দুর্গাপুর এনআইটি

দুর্গাপুর, ২০ ডিসেম্বর ঃ গ্রীন স্টিল গবেষণা থেকে শুরু করে বিক্রম চিপ, ফাইভ-জি ল্যাব ও আনম্যানড এয়ার ভেহিকল (ইউএভি)প্রযুক্তি-বহুমুখী গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে দুর্গাপুরের জাতীয় কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (এনআইটি দুর্গাপুর)। 'ইন ইন্ডিয়া' ও 'ভারত' গঠনের লক্ষ্যে দিশা দেখাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠান। সারা দেশের ৩২টি এনআইটির মধ্যে বর্তমানে সপ্তম স্থানে রয়েছে এনআইটি দুর্গাপুর। পাশাপাশি, ২০২৫ সালের এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংযে.তারা ৪৯তম স্থান অর্জন করেছে।শনিবার সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগের দিন অর্থা শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান এনআইটি দুর্গাপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক অরবিন্দ চৌবে।তিনি জানান, ২০৭০ সালের মধ্যে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী কার্বন নিরপেক্ষ দেশ গড়ার যে লক্ষ্য ভারত সরকার নিয়েছে, সেই লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে এনআইটি দুর্গাপুর। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি ক্যাম্পাসে রুফটপ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করেছে। এর ফলে তাপবিদ্যু নির্ভরতা যেমন কমবে, তেমনই আগামী ২৫ বছরে বছরে গড়ে প্রায় ১.১৮ কোটি টাকা সাশয়. হবে।এছাড়াও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার করে ইস্পাত উপাদনের গবেষণায় সাফল্য পেয়েছে এনআইটি দুর্গাপুর। ইতিমধ্যেই গ্রীন স্টিল উৎপাদনের লক্ষ্যে সেল-এর দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হযেছে। একই সঙ্গে পাটচাষকে উৎসাহিত করতে পাটের তন্তু ও রাসায়নিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে রাস্তা নির্মাণের গবেষণাতেও কাজ চলছে।দেশীয় প্রযুক্তিংতে আনম্যানড এয়ার ভেহিকল (ড্রোন) তৈরির গবেষণায়ও অংশ নিচ্ছে এনআইটি দুর্গাপুর।তবে গত কয়েক বছরে এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে কিছুটা পিছিয়ে পড়ার কারণও ব্যাখ্যা করেন ডিরেক্টর অরবিন্দ চৌবে। তিনি জানান, বর্তমানে প্রায় ৪,৮০০ জন পড়ুয়ার বিপরীতে অনুমোদিত ২৮৫টি ফ্যাকাল্টি পদের মধ্যে কর্মরত আছেন ২৩০ জন। আদর্শভাবে ১৫ জন পড়ুয়ার জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা হলেও এখানে সেই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২২১, যার প্রভাব র‍্যাঙ্কিংয়ে পড়ছে।তিনি আরও বলেন, আগে গবেষণার পেটেন্ট কম ছিল। এখনও পেটেন্ট বাড়ানোর উপর বিশেষ জোর দেওযা.হযেছে। ১০০টি পেটেন্ট হলে তার খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করবে। গত আট মাস প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী চেয়ারম্যান ছিলেন না। এক মাস আগে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ হয়েছে। ফ্যাকাল্টি রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হযেছে এবং আগামী জানুযারি মাসে নিয়োগ সম্পন্ন হবে।অধ্যাপক চৌবে দাবি করেন, গত বছর সারা দেশের ৩২টি এনআইটির মধ্যে আমরা নবম স্থানে ছিলাম। এ বছর সপ্তম স্থানে উঠে এসেছি। এনআইআরএফ-এ ৪৪ থেকে ৪৯-এর মধ্যে কোনও কারিগরি প্রতিষ্ঠান নেই, মাত্র এক পয়েন্টের ব্যবধানে আমরা পিছিয়ে আছি। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও এনআইটি শিলচর আমাদের পিছনে রয়েছে।চলতি শিক্ষাবর্ষে এনআইটি দুর্গাপুরে ১,৪৬১ জন শিক্ষার্থী স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হযেছেন। চলতি বছরে ৩০টি পেটেন্ট জমা পড়েছে। পাশাপাশি প্লেসমেন্ট হার ৭২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮২.৭ শতাংশে পৌঁছেছে।তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আগামী বছরে এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিংয়ে আমরা ৩৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে জায়গা করে নিতে পারব।

বাংলাদেশের অশান্তি নিয়ে 'প্ররোচনামূলক পোস্ট', বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি তৃণমূলের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অশান্ত পরিস্থিতিকে হাতিয়ার করে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস। এই ইস্যুতে বঙ্গ বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক তথা আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও দলের অন্যতম মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশের হিংসার ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা টেনে অশান্তি ছড়ানোর প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনাকে গুরুতর বলে উল্লেখ করে অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে অবিলম্বে পুলিশি পদক্ষেপের দাবি জানান তিনি।কুণাল ঘোষের বক্তব্য, বিজেপির আইটি সেলের প্রধান যে ধরনের পোস্ট করেছেন, তা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতই নয়, বরং রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে বিপজ্জনক। তাঁর কথায়, বাংলাদেশের ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে তুলনা করে যে পোস্ট করা হয়েছে, তা এই রাজ্যকে অপমান করার পাশাপাশি অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। এমন প্ররোচনামূলক আচরণের বিরুদ্ধে পুলিশের উচিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া। তৃণমূলের মতে, এই ধরনের পোস্ট জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং পরিস্থিতিকে অকারণে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে।একইসঙ্গে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়েও দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন কুণাল ঘোষ। তিনি জানান, ওপার বাংলায় যে অশান্তির খবর আসছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ভিডিও দেখে মানবিক দিক থেকে গভীর উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে, যদিও সেগুলির সত্যতা যাচাই করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। যেহেতু বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্তরের, তাই এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে তৃণমূল।কুণালের সাফ বক্তব্য, বাংলাদেশে বিপন্ন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানো উচিত ভারত সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করুক এবং কূটনৈতিক স্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিক। তৃণমূল কংগ্রেস এই বিষয়ে কেন্দ্রের যে কোনও গঠনমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করবে বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু মানুষজন, ভারতীয় নাগরিক এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকেও অত্যন্ত জরুরি বলে উল্লেখ করেন তৃণমূল মুখপাত্র।সব মিলিয়ে বাংলাদেশের অশান্তি, তার প্রেক্ষিতে সমাজমাধ্যমে ছা।য়ে পা।পোস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তার প্রভাব-এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়ে উঠছে। তৃণমূলের অভিযোগ, এই সংবেদনশীল পরিস্থিতিকে ব্যবহার করে রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছে বিজেপি। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও এই অভিযোগের সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। তবে এই বিতর্ক যে রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন করে উত্তাপ ছড়াবে, তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশে দীপুকে খুনের ঘটনায় ধৃত ৭, জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস

ঢাকা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে হিন্দু যুবককে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার সাত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস টুইট করেছেন, ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দীপু চন্দ্র দাস (২৭)-কে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায়,

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) সন্দেহভাজন হিসেবে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত হল- মোঃ লিমন সরকার (১৯), মোঃ তারেক হোসেন, মোঃ মানিক মিয়া (২০), এরশাদ আলী (৩৯), নিজুম উদ্দিন (২০), আলমগীর হোসেন (৩৮) এবং মোঃ মিরাজ হোসেন আকন (৪৬)।ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হয়।শনিবার দেশের সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি ভবন এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশনগুলোতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে।

কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশায় জবুথবু উত্তর প্রদেশ, আগ্রা-অযোধ্যায় শৈত্যপ্রবাহের ছোঁয়া

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃউত্তর প্রদেশ জুড়ে শীতের দাপট ক্রমশ বাড়ছে। আগ্রা ও অযোধ্যায় কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে ঘন কুয়াশা মিলিয়ে কার্যত শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাত থেকে ভোর পর্যন্ত তাপমাত্রার পারদ দ্রুত নামছে, সকালে কুয়াশার আস্তরণে ঢেকে যাচ্ছে শহর ও জনপদ। শীতের এই তীব্রতায় জনজীবনে স্পষ্ট প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, তবুও ধর্মীয় আচার ও দৈনন্দিন কাজকর্ম থেমে নেই।অযোধ্যায় শীতের কাম। সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যাচ্ছে। ভোরের দিকে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ছে চারদিক। এমন আবহাওয়ার মধ্যেও শনিবার সকালে শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দিরে ভগবান রাম লালার দর্শনের জন্য ভক্তদের ঢল নামে। ঠান্ডা উপেক্ষা করেই বহু মানুষ ভোরের আলো ফোটার আগেই মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছে যান। কনকনে শীতের মধ্যেও ভক্তদের এই উপস্থিতি অযোধ্যার ধর্মীয় আবহকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।শীতের প্রকোপে কাঁপছে মোরাদাবাদও। শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে এসেছে প্রায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ভোরের দিকে ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তাঘাটে দৃশ্যমানতা কমে যায়। কাজের তাগিদে বেরোনো মানুষজনকে সাবধানে চলাচল করতে দেখা গেছে। অনেকেই শীত থেকে বাঁচতে উলের পোশাকের সঙ্গে আগুন জ্বালিয়ে তার তাপ নিচ্ছেন। তাজনগরী আগ্রাতেও একই ছবি। শনিবার সকালে শহরটি ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। ঐতিহাসিক তাজমহলের আশপাশেও কুয়াশার পর্দা নেমে আসে, যা পর্যটকদের চলাচলেও প্রভাব ফেলে। এখানেও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভোরের দিকে ঠান্ডা হাওয়ার সঙ্গে কুয়াশা মিলিয়ে শীতের অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শীত থেকে রেহাই পেতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষজনকে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নিতে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে উত্তর প্রদেশের একাধিক জেলায় শীত ও কুয়াশার এই যুগলবন্দিতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে। ভোরের দিকে যান চলাচল ধীরগতির হয়ে প।ছে, দিনের শুরুতে মানুষজনকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতি আরও কিছুদিন বজায় থাকতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলছে, ফলে শীতের প্রস্তুতি ও সতর্কতা অবলম্বন করাই এখন সাধারণ মানুষের ভরসা।

পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গলরাজ শেষ হবেঃপ্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গলরাজ শেষ হবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কলকাতা থেকে অডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'বিহারের জঙ্গলরাজ উপড়ে দিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গেও জঙ্গলরাজ চলছে। এর থেকে বঙ্গের মানুষ মুক্তি চায়। এখানকার বাচ্চারা বলছে, বাঁচতে চাই, বিজেপি চাই।' এ ছাড়াও, এ দিনের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিহার আবারও এনডিএ সরকারকে উন্নযনের জন্য বিশাল জনাদেশ দিয়েছে।।বিহারও বাংলায় বিজেপির জয়ের পথ প্রশস্ত করেছে। বিহার এক কণ্ঠে 'জঙ্গলরাজ'-এর শাসন প্রত্যাখ্যান করেছে। ২০ বছর পরেও, তারা বিজেপি-এনডিএকে আগের চেয়ে বেশি আসন দিয়েছে। এখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গও 'মহাজঙ্গলরাজ' থেকে মুক্তি পাবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির বিরোধিতা করে। তারা বারবার, সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের তীব্র বিরোধিতা করে। আমি বুঝতে পারছি না কেন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আপনারা মোদীর বিরোধিতা করতে পারেন, কিন্তু বাংলার মানুষকে অসন্তুষ্ট করবেন না। তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাদের স্বপ্ন ভেঙে ফেলার পাপ করবেন না। আমি হাত জোড় করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, বিজেপিকে একটি সুযোগ দিন। অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে আগ্রহী অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে।

মনরেগার নাম বদল ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ মনরেগার নাম বদল ইস্যুতে কেন্দ্রকে বিঁধলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী শনিবার বলেন, ২০ বছর আগে ডঃ মনমোহন সিংজি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং সেই সময় সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে মনরেগা পাস হয়েছিল। এটি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের আইনি অধিকার দিয়েছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে শক্তিশালী করেছে। মনরেগা-এর মাধ্যমে, মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের দিকে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। মোদী সরকার দরিদ্রদের স্বার্থকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। সম্প্রতি, সরকার মনরেগা-এর উপর বুলডোজার চালিয়েছে, মনরেগা আনা এবং বাস্তবায়নে কংগ্রেসের একটি বড় অবদান ছিল। এটি ছিল দেশ এবং জনগণের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রকল্প। মোদী সরকার এর মাধ্যমে দরিদ্রদের স্বার্থকে আক্রমণ করেছে।

৬৯ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত মালায়লাম সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীনিবাসন

কোচি, ২০ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় নক্ষত্রের পতন। প্রয়াত জনপ্রিয় মালায়লাম অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক শ্রীনিবাসন। শনিবার সকালে ৬৯ বছর বয়সে কেরলের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। শ্রীনিবাসনের প্রয়াণে মালায়লাম চলচ্চিত্র শিল্পে শোকের ছায়া।শুক্রবার রাতে ত্রিপুনিথুরার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। শনিবার সকালে তিনি মারা যান। কান্নুরের বাসিন্দা শ্রীনিবাসন গত বেশ কযেক্ বছর ধরে কোচিতে থাকতেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি একজন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, ডাবিং শিল্পী এবং প্রযোজকও ছিলেন। তিনি ২০০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয. করেছিলেন, ১৯৭৬ সালে 'মণিমুঝাক্কম' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন বলে খবর সূত্র জানান।

তাহেরপুরে ঘন কুয়াশা, নামতে পারল না প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশার জেরে নদিয়ার তাহেরপুরে নামতে পারল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হেলিকপ্টার। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে দমদম বিমানবন্দরে ফিরে আসে কপ্টার। সেখানেই অডিও বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।শনিবার সকাল ১০ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দের এসে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ দিন নদিয়ার তাহেরপুরে একাধিক প্রশাসনিক সভা এবং জনসভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এ ছাড়াও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করার কথা ছিল। কিন্তু, ব্যাঘাত ঘটালো কুয়াশা। ফলে দমদম বিমানবন্দরে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী।

ফের দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মন্ত্রী মনোরঞ্জন ব্যাপারি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ মাত্র কয়েকটা দিন আর বাকি আছে। এভাবেই এই কটাদিন পার করে দিতে পারলেই হলো। রইল বাকি পরের বারের বিধায়ক টিকিট! সে উনি দিলে দেবেন না দিলে না দেবেন। এর জন্য আমার কোন দু ঃখ আক্ষেপ নেই। শনিবার এভাবে মনের ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মনোরঞ্জন ব্যাপারি।তিনি লিখেছেন, ভাবছিলাম কথা গুলো লিখব না। কিন্তু অনেকেই এত জ্বালাতন করছে যে না লিখেও পারছি না। অনেকে বলছে, বলাগড়ের একই মাঠে দুটি মিটিং হয়ে গেল একটা বিজেপি একটা তৃণমূলের। আপনি বিধায়ক অথচ দুটোর কোনটায় আমন্ত্রণ পেলেন না এটা কেমন কথা!ভাই হে, আমি তৃণমূল বিধায়ক তাই বিজিপির মিটিংয়ে আমন্ত্রণ পাবোনা, আবার পেলেও যাবো না এটা তো জানা কথা। রইল বাকি তৃনমূল! ভাই রে, গত সাড়ে চার বছর ধরে বলাগড়ে আমি যে সব কাজ করেছি আপনাদের কি মনে হয় সেগুলো অঞ্চলের নেতাদের পক্ষে খুব সুখকর আনন্দদায়ক?সরকারের কাছ থেকে যেসব ত্রিপল কম্বল কাপড় চোপড় পেয়েছি সেগুলো আমি কোন আঞ্চলিক নেতার হাতে না দিয়ে নিজে ঘুরে ঘুরে গরীব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করেছি। নেতাদের কাছে ৫০ টা দিলে ৪০ টা নিজের জন্য রেখে দশটা বিলি করার এত কালের যে সুখ, সেই যে সুখ আনন্দ তা থেকে আমি তাদের বঞ্চিত করেছি। এটা একটা অপরাধ।চার বছর এলাকার মাটি কামড়ে পড়ে থেকে রাত রাত জেগে প্রানের মায়া ত্যাগ করে অবৈধ মাটি উত্থনন বালি পাচার অনেকটাই রুখে দিতে সমর্থ হয়েছি।আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই আমি আসবার আগে কোন বছরই মাটির রাজস্ব বাবদ সরকারের রাজস্ব খাতে কুড়ি পঁচিশ লাখ টাকার বেশি জমা পড়ত না। আমার প্রচেষ্টায় সেটা ১ কোটি ৭৫ লক্ষ হয়েছিল। যে টাকা অঞ্চলের নেতাদের পকেটে যেত সেটাকেই বাধ্য করেছিলাম সরকারের ঘরে জমা দিতে। এর ফলে তাবড় তাবড় নেতা আমার উপর ক্ষুব্ধ।গুপ্তিপাড়াতে বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে কি করতে হয়েছিল সেটা তো একটা ইতিহাস হযে রয়েছে। এখনো গুপ্তিপাড়া ঘাটের বহু মানুষ সেই.... আওয়াজ ভুলতে পারেনি। এলাকার গরু পাচার গাজা পাচার রেশনের মাল পাচার জুয়ার বোর্ড সবগুলোর বিরুদ্ধেই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। দিনের পর দিন সবুজদ্বীপ থেকে রাতের অন্ধকারে যেসব বিশাল বিশাল গাছ কেটে পাচার হচ্ছিল সেটাকে আটকেছি।এর ফলে যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা কারা বলাগড়বাসী সমস্ত মানুষ জানে। সেই মানুষরা যদি কোন মিটিং করে - তারা জানে আমার জিভে কোন তালা দেওয়া নেই । ওই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি কি না কি বলে দেব তাতে তারা বিড়ম্বনায় পড়ে যাবে। তাই আমাকে আজকাল আর কোন মিটিংয়ে ডাকা হয় না।আমি অতি তুচ্ছ মানুষ। বিধায়ক হবার মত কোনো যোগ্যতা আমার ছিলনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আমাকে যে দাযিত্ব দিয়েছিলেন নিষ্ঠা সহকারে সততা সঙ্গে সাড়ে চার বছর আমি সেই দাযিত্ব পালন করেছি। দীর্ঘ জীবনের সুনামের গায়ে একটাও কালির আঁচড় লাগতে দেইনি।

রাশিফল

মেষঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র সঙ্কেত দিচ্ছে। এই সময়ে. আপনি কিছু অস্বাভাবিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন, যার জন্য আপনাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে উভয়ভাবেই সংগ্রাম করতে হবে। আপনার চারপাশের লোকেদের সঙ্গে আপনার মিথস্ক্রিয়ায় সতর্ক থাকুন, কারণ ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শুভ দিন হবে।

বৃষঃ আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বিশেষ হতে পারে। এই দিন আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় থাকবে, যা আপনার সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের একটি মসৃণ মাধ্যম প্রতিষ্ঠিত হবে, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। সন্তান হতে পারে আজকে।

কর্কট রাশি ঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। এই রাশিচক্রের বিবাহিত স্থানীয়রা আজ তাদের শ্বশুরবাড়ির কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পাবে বলে মনে হচ্ছে।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ দিন। ইতিবাচক শক্তি আপনার চারপাশে প্রবাহিত হবে, যা আপনাকে আত্মবিশ্বাস এবং উসাহে ভরিয়ে দেবে। এই দিন আপনি যা কিছু করবেন তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর্থিক ব্যয়

কন্যাঃর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপ বাড়বে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। গৃহে শান্তি ও আনন্দের পরিবেশ থাকবে। সন্তান হতে পারে

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি চমকার দিন হবে। এই সময়ে আপনি আপনার চারপাশের পরিবেশ থেকে নতুন শক্তি অনুভব করবেন। আপনি আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য আনার জন্য প্রচেষ্টা করবেন। সংসারে শান্তি হবে।

মকরঃ আপনার ঋগডুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।আপনি মুক্ত মন তুলে ধরে। ব্যবসা মন্দ হতে পারে

বৃশ্চিকঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। সংসারে শান্তি হবে

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন কিছু চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, যার ফলে আপনার জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর মনোযোগ দিতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কুম্ভঃকুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি ইতিবাচকতা এবং অগ্রগতি বয়ে আনবে। এটি আপনার জন্য সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার সময়। আপনার চিন্তাভাবনায় উদ্ভাবন এবং স্বাধীনতার জাদু রয়েছে, যা অন্যদেরও আকর্ষণ করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

মীনঃযেহেতু, আপনি শক্তি নয় ইচ্ছা হারিয়ে ফেলছেন, তাই আপনার প্রকৃত সম্ভাবনা উপলব্ধি করুন। যে ব্যবসায়ীরা কাজের জন্য বাসা থেকে বেরোচ্ছেন তাদের আজ তাদের অর্থ নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ চুরির সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আর্থিক উন্নতি হবে।

আবহাওয়া

কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গে কনকনে ঠান্ডা অধরাই। শীতের আমেজ রয়েছে। সকালের দিকে কুয়াশার দাপটও থাকছে বেশির ভাগ জেলায়। কলকাতা-সহ অনেক জেলাতেই রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আপাতত পাঁচ দিন রাজ্যে তাপমাত্রার হেরফের হবে না। পরের সপ্তাহ থেকে কমবে তাপমাত্রা। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বড়দিন থেকে ফের কমবে তাপমাত্রা। দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পারদ নামতে পারে। তবে জাঁকিয়ে শীত নয়। ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে তাপমাত্রার পারদ থাকতে পারে। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিঙে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পার্বত্য এলাকায় ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর মধ্যে তাপমাত্রা থাকবে বলে মনে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৩মিনিটে হতে পারে।

মহিলা অভিযোগে বহিষ্কার সিপিএমের তরুণ মুখ

তন্ময় হাজরা, ২০ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য সিপিএমে ফের অস্বস্তির ঝড়। মহিলা ঘটিত গুরুতর অভিযোগের ভিত্তিতে দলের আর এক তরুণ নেতাকে বহিষ্কার করা হল। বহিষ্কৃত নেতার নাম ইন্দ্রজিৎ ঘোষ। তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য ছিলেন এবং একই সঙ্গে সিটুর একজন পরিচিত নেতা হিসেবেও রাজ্য রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলেন। শুক্রবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রকাশ্যেই এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। নাটকীয়ভাবে, সেই সময় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রজিৎ ঘোষ নিজেই। বৈঠকে মহম্মদ সেলিম জানান, দলের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি বা আইসিসি-তে যে অভিযোগ জমা পড়েছিল, তারই ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হয়। তদন্ত শেষে আইসিসি স্পষ্টভাবে ইন্দ্রজিতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে গুরুতর বলে উল্লেখ করে বহিষ্কারের সুপারিশ করে। সেই সুপারিশ মেনেই রাজ্য কমিটি এই কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানান তিনি। ইন্দ্রজিৎ ঘোষ কলকাতা জেলা পার্টির কোটায় গত রাজ্য সম্মেলনে রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। আগে তিনি ডিওয়াইএফআইয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে সিটুর অ্যাপ-ক্যাব সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান। শুধু তাই নয়, এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে তিনি সিপিএমের অন্যতম মুখ হিসেবেও পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। রাজপথের আন্দোলন থেকে মঞ্চের ভাষণ-সব জায়গাতেই সক্রিয় উপস্থিতি ছিল তাঁর। কিন্তু সেই পরিচিত মুখের বিরুদ্ধেই উঠে আসে একাধিক ব্যক্তিগত অসদাচরণের অভিযোগ। বেলঘরিয়ার এক তরুণী সিপিএম কর্মীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন ইন্দ্রজিৎ। অভিযোগকারিণীর বাবা-মাও দলের সক্রিয় সদস্য বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অস্বস্তিতে পড়ে দল। প্রাক্তন সাংসদ বংশগোপাল চৌধুরীর পর মহিলা ঘটিত কেলেঙ্কারির অভিযোগে সিটুর আর এক নেতার বহিষ্কার রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক উসকে দিয়েছে। বিশেষ করে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনে দলের ‘মুখ’ হিসেবে যাঁকে সামনে রাখা হয়েছিল, তাঁর বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগে দলীয় শাস্তি-এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা। অনেকেই বলছেন, এই ঘটনায় সিপিএমের ভাবমূর্তিতে বড়সড় ধাক্কা লাগল, যার প্রভাব আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে পড়তে পারে।

টোটোর দাপটে আতঙ্কিত রাস্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ জেলার শহর থেকে মফস্‌সল-সবখানেই এখন একটাই ছবি। শব্দহীন ইঞ্জিনে ছুটে চলা টোটো, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকা দুর্ঘটনার সংখ্যা। চলতি মাসের গোড়ায় ব্যান্ডেলের একটি স্কুল থেকে এক পড়ুয়াকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে খাদিনামোড়ের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়েন এক মহিলা। চুঁচুড়ার শর সরণিতে একটি টোটোর সজোরে ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি ও শিশুটি। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচলেও, দুর্ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছে ওই শিশুটি। এর কয়েক দিন আগেই ভদ্রেশ্বরের চাঁপদানি ডালহৌসি জুটমিলের গেটে টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হয় জুটমিল কর্মী মহেন্দ্র প্রসাদের (৩১)। এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়, বরং ক্রমশ বেড়ে ওঠা এক ভয়াবহ প্রবণতারই প্রতিচ্ছবি। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, টোটো এখন জেলার রাস্তায় চলমান বিভীষিকায় পরিণত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন গতি, অনভিজ্ঞ চালক আর বেআইনি গাড়ির দাপটে প্রতিদিনই কেউ না কেউ জখম হচ্ছেন, কখনও আবার ঝরে যাচ্ছে প্রাণ। সমস্যার মূল রয়েছে টোটো তৈরির প্রযুক্তিতে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী স্থানীয় গ্যারাজ, ঝালাইয়ের দোকান এমনকি সাইকেল সারানোর দোকানেও টোটো বানিয়ে ফেলছেন। কোথাও পুরোনো বাইকের ইঞ্জিন বসানো হচ্ছে, কোথাও বাইকের চাকা লাগিয়ে তৈরি হচ্ছে তথাকথিত টোটো। এই সব গাড়িতে না রয়েছে স্পিডোমিটার, না রয়েছে লুকিং মিরর। ফলে চালক বুঝতেই পারেন না, কত গতিতে তিনি ছুটছেন বা পিছন থেকে কী আসছে। উপরন্তু, সামনে-পিছনে ও পাশে লোহার ফ্রেম বাড়িয়ে গাড়ির আকার বেড়ে যাওয়ায় সামান্য ভুলেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাচ্ছে টোটো। কখনও পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা মারছে অন্য গাড়িতে বা পথচারীর গায়ে। চালকদের অবস্থাও কম ভয়াবহ নয়। অধিকাংশ টোটো চালকের নেই কোনও ড্রাইভিং লাইসেন্স বা প্রশিক্ষণ।

গোয়ার আগুনের প্রভাব কলকাতায়

নিরাপত্তা ও জলসঙ্কটে আইনগত অসহায়তার দাবি প্রকাশ মেয়রের

তরুন সরকার, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ গোয়ার এক নাইট ক্লাবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনার অভিঘাত পড়ল কলকাতার প্রশাসনিক অন্দরে। সেই ঘটনার রেশ ধরে সম্প্রতি কলকাতা পুরসভার অধিবেশনে উঠে এল শহরের বাণিজ্যিক ক্লাব, নাইট ক্লাব, রুফটপ রেস্তরাঁগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন। একই সঙ্গে, শীতের মরসুমে পানীয় জলের সঙ্কট নিয়েও সরব হলেন বিরোধী কাউন্সিলররা। দু'টি পৃথক কিন্তু সমান গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে উত্তর দিতে গিয়ে একাধিকবার ‘সীমাবদ্ধতা’র কথা স্বীকার করলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। অধিবেশনে প্রথমেই শহরের বাণিজ্যিক ক্লাবগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানতে চান, কলকাতা শহরে ঠিক কতগুলি বাণিজ্যিক ক্লাব রয়েছে, আদৌ কি কোনও নাইট ক্লাব পুরসভার নথিতে আছে, এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভার কোনও নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে কি না। তাঁর আরও বক্তব্য, এই সব ক্লাবে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বা আইনশৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই কাঠগড়ায় তোলা হয় কলকাতা পুরসভাকেই। অথচ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরসভার ভূমিকা কতটা, তা স্পষ্ট নয়। বিশ্বরূপ দে বলেন, বিত্তশালী সদস্যদের নিয়ে পরিচালিত ক্লাব, নাইট ক্লাব, বার কিংবা রুফটপ রেস্তরাঁ-সব ক্ষেত্রেই মানুষের ভিড় থাকে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার দায় শেষ পর্যন্ত পুরসভাকেই নিতে হয়। তাই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও পুরসভার স্পষ্ট ভূমিকা থাকা জরুরি। জবাবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, কলকাতা পুরসভার তালিকায় বর্তমানে প্রায় ২৪০টি বাণিজ্যিক ক্লাব রয়েছে। তবে নাইট ক্লাব সংক্রান্ত কোনও পৃথক তথ্য পুরসভার কাছে নেই। এই ধরনের ক্লাব চালানোর অনুমোদন মূলত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে নিতে হয়। মেয়র বলেন, আমাদের হাতে মূলত দু'টি বিষয় রয়েছে-১৯৮০ সালের কলকাতা পুরসভার অ্যাক্ট অনুযায়ী সার্টিফিকেট অফ এনলিস্টমেন্ট এবং বিল্ডিং রুলস। এই দু'টি ছাড়া আমরা আর কোনও ক্ষেত্রে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারি না। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, বিল্ডিং রুলস লঙ্ঘন হলে বা বেআইনি নির্মাণ হলে কলকাতা পুরসভা ব্যবস্থা নিতে পারে, এমনকি প্রয়োজনে ভাঙার নির্দেশও দিতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্লাব পরিচালনার জন্য যে একাধিক লাইসেন্স লাগে-যেমন পুলিশ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, আবগারি লাইসেন্স-সেগুলি পুরসভার আওতাভুক্ত নয়। ফলে আইনগত কারণেই অনেক সময় পুরসভার হাত বাঁধা থাকে বলে স্বীকার করেন মেয়র। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই উত্তর কলকাতার মেছুয়া এলাকায় একটি রুফটপ রেস্তরাঁয় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার পর শহরের সব রেস্তরাঁ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কলকাতা পুরসভা। পরে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে শর্তসাপেক্ষে রুফটপ রেস্তরাঁগুলি আবার খোলা হয়। কিন্তু গোয়ার সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের পর ফের শহরের বাণিজ্যিক ক্লাব ও রুফটপ রেস্তরাঁগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশাসনের নজরে এসেছে বলে সূত্রের খবর। অধিবেশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পানীয় জলের সঙ্কট। সাধারণত গ্রীষ্মকালে কলকাতায় জলকষ্টের অভিযোগ শোনা গেলেও, এ বার শীতের মরসুমেই জলসঙ্কটের অভিযোগ উঠল। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক লিখিত প্রশ্নে জানান, তাঁর ওয়ার্ডের চিনা বাজার, ব্র্যাবোর্ন রোড, বনফিল্ড লেন, সায়নাগো স্ট্রিট, চুরা মার্কেট-সহ বিস্তীর্ণ অফিসপাড়ায় দিনের পর দিন জলের প্রেশার কমে যাচ্ছে। এতে শুধু বাসিন্দারাই নয়, প্রতিদিন কাজের সূত্রে ওই এলাকায় আসা হাজার হাজার মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। জবাবে মেয়র জানান, ওই এলাকায় দ্রুত জনসংখ্যা ও অফিসের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে জলের চাহিদাও বেড়েছে বহুগুণ। বর্তমানে ব্র্যাবোর্ন রোডের দিক দিয়ে যে জল সরবরাহ হয়, তা আর পর্যাপ্ত নয়। তিনি আশ্বাস দেন, টেরিটি বাজারের দিক থেকে নতুন একটি জলের লাইন এনে ওই এলাকায় জল সরবরাহ বাড়ানো হবে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই এই নতুন ব্যবস্থায় জল দেওয়া শুরু হবে বলে জানান মেয়র। উল্লেখ্য, ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতর-মহাকরণ, নব মহাকরণ, রাজভবন, বিধানসভা, কলকাতা হাই কোর্ট, ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ এই এলাকায় যাতায়াত করেন। তাই পানীয় জলের সঙ্কট একটি বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ। পুরসভার জল বিভাগের আধিকারিকদের দাবি, টেরিটি বাজার থেকে নতুন জললাইন চালু হলে আগামী গ্রীষ্মে এই এলাকায় জলকষ্ট আর থাকবে না। নাইট ক্লাবের নিরাপত্তা থেকে পানীয় জলের জোগান-পুরসভার অধিবেশনে উঠে আসা এই দুই ইস্যু ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিল শহরের পরিকাঠামো ও প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা নিয়ে। আইন আর বাস্তবের টানাপোড়েনে কতটা দ্রুত সমাধান মিলবে, সেদিকেই তাকিয়ে এখন কলকাতাবাসী।

‘সেবাশ্রয়-২’-এর মানবিক যাত্রায় অভিষেক, স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন করে আশার আলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বজবজ, ২০ ডিসেম্বর ঃ বজবজে চলা ‘সেবাশ্রয়-২’ স্বাস্থ্য শিবিরের পরিদর্শনে এসে মানুষের পাশে থাকার বার্তাই আরও একবার জোরালো করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের এই শিবিরে তাঁর উপস্থিতি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক সফর নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে চলা একটি মানবিক উদ্যোগের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে উঠল। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের সেবায় নিয়োজিত এই কর্মসূচির এদিন ২০তম দিন পূর্ণ হয়, আর সেই শেষলগ্নে সাংসদের উপস্থিতি শিবিরের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছেই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বজবজে শুরু হওয়া ‘সেবাশ্রয়-২’ ইতিমধ্যেই এলাকার মানুষের কাছে ভরসার নাম হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন অসুস্থ মানুষ, যাঁদের অনেকের পক্ষেই নিয়মিত চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং পরামর্শ দেওয়ার এই উদ্যোগ সাধারণ মানুষের জীবনে বাস্তব স্বস্তি এনে দিয়েছে। শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শিবিরে পৌঁছে প্রথমেই এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, রাজা রামমোহন রায় ও কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁদের অমর অবদানকে স্মরণ করেন তিনি। এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যেন শিবিরের মানবিক দর্শনের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে ওঠে। এরপর শিবির ঘুরে দেখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একে একে রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের অসুস্থতার কথা শোনেন এবং চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। অনেকেরই দীর্ঘদিনের সমস্যা, কারও আবার সাম্প্রতিক অসুস্থতা-প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাংসদ মন দিয়ে কথা বলেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। রোগীদের আশ্বাস দেন যে এই ধরনের পরিষেবা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং প্রয়োজনে তাঁদের আরও উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হবে। তাঁর কথায়, মানুষের স্বাস্থ্যের প্রশ্নে কোনও রকম আপস করা যাবে না, আর সেই লক্ষ্যেই মতো উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সরাসরি সংযোগে শিবিরে থাকা রোগীদের মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে ওঠে। অনেকেই জানান, জনপ্রতিনিধিকে কাছে পেয়ে নিজেদের সমস্যার কথা সরাসরি বলতে পারার সুযোগ পেয়ে তাঁরা আশ্বস্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে চিকিৎসক ও স্বেচ্ছাসেবকদের মনোবলও যে বহুগুণ বেড়ে যায়, তা চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করে যাঁরা এই শিবির চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কাছে সাংসদের উপস্থিতি এক ধরনের স্বীকৃতি হিসেবেই ধরা দেয়। ২০ দিনের এই পথচলায় ‘সেবাশ্রয়-২’ শুধু একটি স্বাস্থ্য শিবিরে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা এক মানবিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। প্রতিদিনই নতুন নতুন মানুষ এখানে চিকিৎসা নিতে আসছেন, আর সেই সঙ্গে বাড়ছে এলাকার মানুষের আস্থা। বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের পর আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে এই কর্মসূচির পরবর্তী গন্তব্য হতে চলেছে বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্র। সেই ঘোষণাও এদিন শিবিরে উপস্থিত অনেকের মধ্যেই নতুন প্রত্যাশা তৈরি করেছে। এলাকার মানুষের মতে, এমন উদ্যোগ তাঁদের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনছে। বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার পাশাপাশি এখানে যে আন্তরিকতা ও সহানুভূতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় শক্তি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই আরও একবার স্পষ্ট হল-রাজনীতি শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই তার আসল উদ্দেশ্য। বজবজে ‘সেবাশ্রয়-২’-এর এই অধ্যায় শেষের পথে হলেও, মানুষের মনে এর মানবিক প্রভাব যে আরও অনেকদিন থেকে যাবে, তা বলাই যায়।

রহস্যজনক মৃত্যু, ব্যক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য হাওড়ায়

অনিকেত নস্কর, ২০ ডিসেম্বর ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট এলাকায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে ওই ব্যক্তিকে বাড়ির বাইরে দেখা না যাওয়ায় প্রতিবেশীদের সন্দেহ দানা বাঁধে। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢুকে তাঁরা যা দেখেন, তাতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ও কৌতূহল ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এবং ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম জয়ন্ত চৌধুরী। বয়স আনুমানিক ৫৬ বছর। তিনি চ্যাটার্জিহাট এলাকার ওই বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে একাই বসবাস করছিলেন। প্রতিবেশীদের দাবি, গত তিন থেকে চার দিন ধরে তাঁকে বাড়ির বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। সাধারণত নিয়মিত বাইরে যাতায়াত করতেন জয়ন্ত। হঠাৎ করে তাঁর অনুপস্থিতি নজরে আসতেই আশঙ্কা বাড়ে এলাকাবাসীর। একাধিকবার দরজায় ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়া না মেলায় শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। শনিবার পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দরজা ভেঙে বাড়ির ভিতরে ঢোকার পর বিছানার উপর জয়ন্ত চৌধুরীর নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে এবং প্রাথমিক তদন্তের পর তা ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে কোনও ধরনের ভাঙচুর বা জোরপূর্বক প্রবেশের স্পষ্ট চিহ্ন মিলেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জয়ন্ত চৌধুরীর পারিবারিক জীবন ছিল বেশ জটিল। প্রায় ১৫ বছর আগে তাঁর ডিভোর্স হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পর তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন। প্রথম দিকে জয়ন্ত তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে হাওড়ার ওই বাড়িতেই থাকতেন। পরে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। এরপর মা কিছুদিন তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মা মেয়ের কাছেই থাকতে চলে যান। সেই সময় থেকেই চ্যাটার্জিহাটের ওই বাড়িতে সম্পূর্ণ একাই বসবাস করতেন জয়ন্ত। প্রতিবেশীরা জানান, একা থাকলেও জয়ন্ত খুব একটা অন্তর্মুখী ছিলেন না। আশপাশের লোকজনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং মাঝেমধ্যে কথাবার্তাও হত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে তিনি কিছুটা নির্জন হয়ে পড়েছিলেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তিনি একটি জীবনবীমা সংস্থায় কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। নিয়মিত অফিস যাতায়াত করতেন। সেই কারণেই কয়েকদিন ধরে তাঁকে বাড়ির বাইরে না দেখায় বিষয়টি প্রতিবেশীদের নজরে আসে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক মৃত্যু, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও কারণ-সব সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কোনও স্পষ্ট কারণ জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। বাড়ির ভিতরে কোনও ওষুধ, বিষাক্ত পদার্থ বা অন্য কোনও সন্দেহজনক জিনিস পাওয়া গেছে কি না, তাও তদন্তের অংশ। চ্যাটার্জিহাট এলাকায় এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দীর্ঘদিন একা থাকা একজন ব্যক্তির এমনভাবে মৃত্যু অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলছে এবং তাঁদের বক্তব্যও নেওয়া হবে। একই সঙ্গে প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, যাতে শেষ ক'দিনে জয়ন্ত চৌধুরীর আচরণ বা শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে, চ্যাটার্জিহাটে উদ্ধার হওয়া এই মৃতদেহ ঘিরে রহস্য এখনও কাটেনি। কীভাবে, ঠিক কখন এবং কোন পরিস্থিতিতে জয়ন্ত চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে, তার উত্তর দেবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও পুলিশের তদন্ত। ততদিন পর্যন্ত এলাকাবাসীর মনে উৎকণ্ঠা ও প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এসআইআর পর্যায়ের শুনানিতে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশন এবার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের পর এসআইআর পর্যায়ের শুনানি পর্বের উপর নজরদারির জন্য মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-কে পাঠানো চিঠিতে কমিশন জানায়, এই পদে কেন্দ্রীয় সরকারি বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতে হবে। চলতি মাসের ১২ তারিখে রাজ্য থেকে দিল্লিতে কমিশনকে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের জন্য চিঠি পাঠানো হয়েছিল। কমিশন সেই অনুমতি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগে কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্মকর্তা ব্যবহার করতে হবে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই ৩০০০-এরও বেশি মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শুনানি চলাকালে প্রতিটি কক্ষে একজন করে মাইক্রো অবজার্ভার উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের মূল দায়িত্ব হবে ইআরও এবং এইআরওদের কাজের উপর নজর রাখা। শুধু তাই নয়, মাইক্রো অবজার্ভাররা এনুমারেশন ফর্ম, জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র এবং ভোটারদের নথি যাচাই করবেন। পাশাপাশি ভোটার তালিকায় যেকোনো অসঙ্গতি শনাক্ত করা, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা এবং রিপোর্ট তৈরির কাজও তাদের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। অর্থাৎ, নির্বাচনী শুনানি কক্ষে কমিশনের চোখ ও কান হিসেবে কাজ করবে মাইক্রো অবজার্ভাররা। তাদের প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্যের সিইও দপ্তর, এবং চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত তাঁরা সিইও-র অধীনে কাজ করবেন। পারিশ্রমিক হিসাবে তাঁরা এককালীন ৩০ হাজার টাকা পাবেন। যদিও নতুন কর্মী নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শুনানি শুরু হওয়ার সঠিক তারিখ এখনও জানা যায়নি। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, শুনানির জন্য একটি বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। সফটওয়্যার প্রস্তুত না হওয়ায়, এখনও ফর্ম পাঠানো হয়নি এবং শুনানির পুরো প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, শুনানি সম্ভবত আগামী ২৬ বা ২৭ তারিখ থেকে শুরু করা যেতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাংলা ছাড়া দেশের অন্য কোনও রাজ্যে এই ধরনের মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের নজির নেই। বিহারের ক্ষেত্রেও এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে এই কাজের চাপ ইতিমধ্যেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় ৫৮ বছর বয়সী বিএলও প্রভাসকুমার দাস রাত জেগে এসআইআর কাজ করার চাপের কারণে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন। পরিবারের অভিযোগ, ঠান্ডার মধ্যে কাজের অতিরিক্ত চাপই মৃত্যুর কারণ। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারের কালীচরণপুরে তপন মণ্ডল নামে এক বিএলও আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, তবে স্ত্রী-র তৎপরতায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বড়দিনের আগে কলকাতা জুড়ে পুরসভার কড়া ফুড টেস্টিং অভিযান

তন্ময় সাহা, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ২৫ ডিসেম্বর মানেই বড়দিনের আনন্দ, আলো-সাজে মোড়া শহর, আর সেই উৎসবের কেন্দ্রে থাকে কেক। পরিবারের জন্য হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য, কিংবা প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্য-বড়দিনে কেক ছাড়া উৎসব যেন অসম্পূর্ণ। কিন্তু উৎসবের ভিড়, দীর্ঘ লাইন আর তাড়াহুড়োর মধ্যে মানুষ যে কেক কিনে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, তার গুণমান ও স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা কতটা নিশ্চিত-এই প্রশ্নকে সামনে রেখেই এবার কড়া অবস্থান নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। বড়দিনের আগে শহরজুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক ফুড টেস্টিং অভিযান, যার মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কেকের মান নিয়ে একাধিক বিতর্ক ও অভিযোগ সামনে আসার পরই এই বাড়তি সতর্কতা। উৎসবের মরসুমে কেকের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মের বাইরে গিয়ে উৎপাদনের আশঙ্কা থাকে। সেই কারণেই আগাম ব্যবস্থা হিসেবে শহরের বিভিন্ন কেকশপ ও বেকারি থেকে কেকের নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছে কলকাতা পুরসভার ফুড টেস্টিং বিভাগ। স্বাস্থ্য ভবনে কলকাতা ও সংলগ্ন দুই জেলার সমস্ত বেকারি ও কেক প্রস্তুতকারক সংস্থাকে ডেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়। ওই বৈঠকে শহরের নামী-দামি বেকারি মালিকদের পাশাপাশি পার্ক স্ট্রিট ও নিউ মার্কেট এলাকার ঐতিহ্যবাহী কেক শোরুমগুলির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে পুরসভার পক্ষ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়-উসবের মরসুম বলে গুণমানের সঙ্গে কোনও রকম আপস বরদাস্ত করা হবে না। কলকাতা পুরসভার ফুড টেস্টিং বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কেকের আয়ু বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত প্রিজারভেটিভ ব্যবহার মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। একইভাবে, কেককে আরও রঙিন ও আকর্ষণীয় করে তুলতে অতিরিক্ত কৃত্রিম রং ব্যবহার করলেও স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ে। তাই খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত বিধি মেনে কেক তৈরি করা বাধ্যতামূলক বলে বেকারি মালিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিয়ম ভাঙলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও স্পষ্ট করা হয়েছে। বৈঠকের পরেই মাঠে নেমেছে পুরসভার ফুড টেস্টিং টিম। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক কেকশপ ও বেকারি থেকে কেকের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নমুনাগুলি পাঠানো হয়েছে পুরসভার নিজস্ব ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে। সেখানে কেকের উৎপাদান, প্রিজারভেটিভের মাত্রা, রং এবং সামগ্রিক গুণমান খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরীক্ষার রিপোর্টে কোনও অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বেকারির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুর প্রশাসন। তবে শুধু ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষা করেই থেমে থাকছে না পুরসভা। কেক তৈরির পদ্ধতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ফুড ইন্সপেক্টররা বিভিন্ন বেকারিতে আচমকা বা ‘ভিজিট’ শুরু করেছেন। কোথায় কীভাবে কেক তৈরি হচ্ছে, রান্নাঘরের স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে কি না, কর্মীরা সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন কি না, কাঁচামাল কতটা মানসম্মত-এই সমস্ত বিষয় খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। কোথাও গাফিলতি ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক করা হচ্ছে, প্রয়োজনে জরিমানাও করা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে আরও জানা গেছে, কলকাতা থেকে যে সব কেক জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হচ্ছে, কিংবা জেলার বাইরে থেকে যে সব কেক শহরে ঢুকছে, সেগুলিও এই নজরদারির আওতায় থাকবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র শহরের বেকারি নয়, বাইরের কেকও দফায় দফায় পরীক্ষা করা হবে। উৎসবের সময় শহরে বিপুল পরিমাণ কেক আমদানি ও রফতানি হয়, সেখানেও যাতে কোনওভাবেই নিম্নমানের খাবার বাজারে না আসে, সে দিকেই নজর পুরসভার। শুধু কেকেই নয়, বড়দিন থেকে শুরু করে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের সমস্ত হোটেল ও রেস্তরাঁর খাবারও পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়েছে পুরসভা। বছরের শেষের দিকে উৎসব ও পার্টির মরসুমে খাবারের চাহিদা যেমন বেড়ে যায়, তেমনই বেড়ে যায় অনিয়মের আশঙ্কাও। তাই এই সময়ে কোনও রকম ছাড় দেওয়া হবে না বলে স্পষ্ট করেছে প্রশাসন। পুর কর্তাদের মতে, উসবের আনন্দ যেন কোনওভাবেই অসুস্থতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, সেটাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। বড়দিনের আগে কেকের গুণমান নিয়ে পুরসভার এই কড়া পদক্ষেপে স্বস্তি পাচ্ছেন সাধারণ মানুষও। তাঁদের আশা, এই নজরদারির ফলে উসবের টেবিলে ওঠা প্রতিটি কেকই হবে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

বনগাঁ পুরসভায় নেতৃত্ব বদল, নবতম নির্বাচিত পুরপ্রধান দিলীপ মজুমদার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বনগাঁ, ২০ ডিসেম্বর ঃ বনগাঁ পুরসভায় অবশেষে নেতৃত্ব বদল হল। শনিবার পুরসভার বিশেষ বৈঠকে নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হলেন দিলীপ মজুমদার। একইসঙ্গে ভাইস চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পেলেন জ্যোস্না আঢ্য। কুড়ি জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে এই নির্বাচন সম্পন্ন হয় বলে জানান পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোস্না আঢ্য জানান, বনগাঁ শহরের নাগরিকদের উন্নত পরিষেবা প্রদান এবং সামগ্রিক উন্নয়নই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। পুরসভার পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল ও জনমুখী করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পাশাপাশি ১৭ নম্বর ও ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঋতুপর্ণা আঢ্য ও চিরঞ্জিত বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁদের যোগদানে পুরসভার রাজনৈতিক সমীকরণ আরও মজবুত হয়েছে বলে মনে করছে শাসকদল। বনগাঁ পুরসভায় এই পরিবর্তনের নেপথ্যে দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। তৃণমূলের নয় জন কাউন্সিলর প্রাক্তন পুরপ্রধান গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনেন। ভোটাভুটির দিন সকালে গোপালবাবু পদত্যাগ করেন। তারপর আজ, শনিবার নতুন পুরপ্রধান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হল। পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার জানান, কুড়ি জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হল। দীর্ঘদিন ধরেই বনগাঁ শহরে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। জলযন্ত্রণা, পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য সাধারণ মানুষের অভিযোগ ক্রমশ বাড়ছিল। কয়েক মাস আগে তৃণমূল কংগ্রেসে ভোটকুশলী সংস্থার একটি সমীক্ষা রিপোর্টে এই অসন্তোষের চিত্র স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এর পাশাপাশি গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ পুরসভার অন্তর্গত ২২টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতেই তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে জনঅসন্তোষ একটি বড় ফ্যাক্টর ছিল। এই সমস্ত বিষয় সামনে আসার পরই দল বনগাঁ পুরসভায় নেতৃত্ব পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল বলে জানা যায়। তবে সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন তিনি। শুধু তাই নয়, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও তিনি ইস্তফাপত্র জমা দেননি। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তিনি ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্যকে পদ থেকে সরিয়ে দেন। এরপর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গোপাল শেঠকে শোকজ নোটিস পাঠানো হয়। সেই চিঠিতে দলীয় নির্দেশ অমান্য করার কারণ জানতে চাওয়া হয়। পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে পদত্যাগের জন্য সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি গোপাল শেঠ। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছয় যে, অনাস্থা প্রস্তাব এনে তা পাশ করানো হয়। অনাস্থা গৃহীত হওয়ার পরেই অবশেষে শনিবার নতুন চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ২১ সংখ্যা, রবিবার, ৫ পৌষ ১৪৩২

প্রাচীন গণতান্ত্রিক দেশ

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের কথা। প্রাচীন গ্রিসে তখন প্রধানত দুই ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল। এর মধ্যে একটি হলো অলিগার্কি, আর অন্যটি হলো ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। অলিগার্কি মানে অল্প কয়েকজন লোকের শাসন। এই অল্প কয়েকজন লোক হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে উঁচু বংশ এবং সম্পদশালী পরিবারের লোক। প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টা রাষ্ট্রে ছিল এই অলিগার্কি শাসনব্যবস্থা। স্পার্টার মূলত যুদ্ধ এবং সামরিক শক্তির বিষয়েই তাদের বেশিরভাগ সম্পদ খরচ করত। স্পার্টা ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী নগর রাষ্ট্র। স্পার্টা মত আরেক শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল এথেন্স। এথেন্সে আবার চলত ডেমোক্রেট্রিক বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এথেন্সের মূল ফোকাস ছিল সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার দিকে। এক পর্যায়ে এথেন্সও স্পার্টার মত শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পায়। তবে স্পার্টা ছিল প্রতিষ্ঠিত শক্তি, অন্যদিকে এথেন্স ছিল উঠতি শক্তি। এথেন্স সবেমাত্র শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো এবং সে সময়ের ভূ-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু এই অবস্থা বেশিদিন চলতে পারেনি। একসময় গিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিহাসে এই যুদ্ধ পেলোপনেশিয়ান যুদ্দ নামে পরিচিত। আর এই যুদ্ধের মাধ্যমেই গ্রীক সভ্যতার সোনালী যুগের ধ্বংস শুরু হয়ে যায়। এথেন্সের সাথে স্পার্টার এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে অনেক বিশেষজ্ঞই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এদের মধ্যে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডাইডিসের ব্যাখ্যায় একদম মূল কথাটা উঠে আসে। তাঁর মতে, এথেন্স যে নতুন শক্তি হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল, এতে স্পার্টার ভয় হচ্ছিলো। এথেন্স যেন স্পার্টাকে ছাড়িয়ে না যেতে পারে সে ব্যবস্থা করাটাই তখন স্পার্টার একমাত্র মাথাব্যথা। স্পার্টার এই ভয় থেকেই দুই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। এই ঘটনাটা শুধু প্রাচীন গ্রীসেই সীমাবদ্ধ নয়। ইতিহাসে বার বার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সেই উনিশ শতকের শুরুতে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, চীন ঘুমাচ্ছে, তাকে ঘুমাতে দাও। যদি এই ঘুম ভাঙে, সে পুরো পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিবে। নেপোলিয়নের সেই কথার পর কেটে গেছে বহু বছর। এখন ২০২৩ সাল। চীনের ঘুম সত্যি ভেঙেছে। বর্তমান পৃথিবীতে শিল্প ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের চরম মুহূর্ত চলছে। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে আমরা স্পার্টা-এথেন্সের মতো একই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং প্রতিষ্ঠিত শক্তি। অন্যদিকে চীন হলো উঠতি শক্তি। শক্তিশালী দেশ হিসেবে চীনের উত্থান ছিলো আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং নাটকীয়। এই নব্বইয়ের দশকেই চীন ছিল একটা গোবেচারা রাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র কয়েক দশকের ভেতর চীন কৃষিপ্রধান থেকে শিল্পোন্নত দেশ হল

ভারতে নিষিদ্ধ রুশদির বই ?

ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেই দেশে কেন স্বাধীন মত প্রকাশের বিরোধিতা থাকবে সেটা বুঝতে পারা গেল না। স্বাধীন মত প্রকাশ করার অধিকার সবার রয়েছে। ধর্ম সেই স্থানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি এতকাল ধরে আমদানি বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। দেখতে পাওয়া যায় যে বহু বিদেশি ছবিও ভারতে দেখানোর ব্যাপারে আপত্তি ওঠেছে। সেই সব ছবি ভারতে দেখানো হয়নি। কিন্তু বিলেতে কোনও ছবিতে দেখানোর ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। যত বিতর্কিত বই বা ছবি হোক না কেন তার দেখার এবং পড়ার অধিকার সেই দেশের সরকার জনগণকে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে জনগণ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে পারে। যদি ভারতে বহু মামলা রয়েছে সরকারের বিরুদ্ধে। জনগণ সরকারের মতের সঙ্গে একমত পোষন করেনি। তার ফলে আদালতে মামলা হয়েছে। কিন্তু এবারে দেখতে পাওয়া গেল যে সলমন রুশদির বইটিকে আমদানি করার মত দিয়েছে ন্যায় আদালত। তারা মনে করছে যে বইটি সবার পড়ার অধিকার রয়েছে। সলমন রুশদির লেখা 'স্যাটানিক ভার্সেস'কে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইরানের তৎকালীন ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনি। তারপরে লেখকের ওপরে ছুরি দিয়ে হামলা হয়েছে। ফলে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি এখন একটি চোখ দিয়ে লেখা পড়া করেন। এদিকে ভারতের আবার এই বইটি আমদানি শুরু হলে তার ওপরে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ। এই গোষ্ঠীর নেতা বলেছেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে কারোর ধর্মীয় আবেগের ওপরে আঘাত করাটা একটি অপরাধ। বাক স্বাধীনতার নাম করে ধর্ম বিরোধী বইকে বিক্রি করার অধিকার দেওয়াটাকে মেনে নেওয়া যায় না। এটা সংবিধান বিরোধী। অল ইণ্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এই বই ইসলমাকে নিয়ে মস্করা করেছে। ভাবাবেগে আঘাত করেছে। এই বই বিক্রি জাতীয় সংহতিকে আঘাত করবে। ১৯৮৮ সালে রাজীব গান্ধির আমলে বইটিকে ভারতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরাসরি নিষেদ্ধাজ্ঞা জারি না থাকলে বইটিকে আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে ভারতে লোকেরা বইটি পড়া থেকে এতকাল বঞ্চিত ছিল। ব্রিটেনে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। ভারতে বইটিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ৫ অক্টোবর। তারপর থেকে বইটি ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। দিল্লি হাইকোর্ট সরকারের কাছ থেকে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি তলব করে। সরকারের তরফ থেকে সেই বিজ্ঞপ্তি হাজির করা যায়নি। এর পরেই গত মাসে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে নিষেধাজ্ঞার বিজ্ঞপ্তি নেই, সেখানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে কি করে। তারপর থেকে সলমন রুশদির বইটি বাজারে আসতে শুরু করে দিয়েছে। পাঠকেরা এখন বই এর দোকানে ভিড় করছে বইটি কেনার জন্য।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

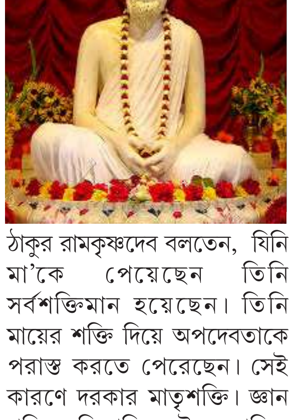

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা।

বীমা করার আগে বীমা সংস্থার সব দিকগুলোকে যাচাই করে তবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি

বীমা সংস্থার অনৈতিক আচরণ রুখতে সকলের সম্মিলিত সচেতনতার আহ্বান। বিগত কয়েক দশকে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো বদলে গিয়েছে। আজ মানুষের হাতে পেনশন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, চিকিৎসা;প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বীমা একটি অপরিহার্য স্থানে পৌঁছেছে। বেসরকারি এবং সরকারি;দুই ক্ষেত্রেরই বীমা সংস্থাগুলি বাজার বিস্তারে প্রতিদিন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসে, নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করে, এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু এর মধ্যেই নানা সময়ে সামনে এসেছে কিছু দুঃখজনক ও উদ্বেগ জনক অভিযোগ;ভুল প্রতিশ্রুতি, অস্পষ্ট শর্তাবলি, দাবি নিষ্পত্তিতে টালবাহানা, গ্রাহকের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মুনাফা বাড়ানোর প্রবণতা। এই সমস্ত অনৈতিক আচরণ শুধু আর্থিক ক্ষতি বাড়ায় না, জনমানসেও বীমার প্রতি এক গভীর অবিশ্বাস তৈরি করে। এর প্রতিকার শুধু আইন বা নীতি নির্ধারকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এতে জড়িত থাকতে হবে আম জনতা, ভোক্তা, সমাজ এবং প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের।

বীমার ধারণা মূলত ঝুঁকি ভাগাভাগি করে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানবসমাজের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে বীমা। কিন্তু আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেক সংস্থাই মুনাফার দৌড়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব ভুলে যাচ্ছেন। বীমার শর্তাবলি এমনভাবে লিখিত থাকে যে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না কোন সুবিধা তাঁর জন্য প্রযোজ্য এবং কোনটি নয়। অনেক ক্ষেত্রে এজেন্টরা কমিশনের লোভে গ্রাহককে অর্ধসত্য তথ্য দেন, কখনও কখনও অতিরঞ্জিত লাভের স্বপ্ন দেখিয়ে ভুল পলিসি বিক্রি করেন। কেউ কেউ আবার দাবি নিষ্পত্তির সময় নতুন নতুন শর্ত দেখিয়ে দেন বা কাগজপত্রে ত্রুটি খুঁজে বের করে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা তো দূরের কথা, অনেক সময় জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলিতে পরিবারের হাতে কিছুই পৌঁছায় না।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা বাড়াতে হবে। শুধু আইন করে বা জরিমানা বসিয়ে সমস্যার মূল নিরসন করা সম্ভব নয়, কারণ অনৈতিকতার জন্ম হয় অজ্ঞতা ও অসতর্কতার ফাঁকে। সাধারণ মানুষের উচিত বীমা নেওয়ার আগে পরিকল্পনাটি ভাল ভাবে পড়ে বোঝা। অনেকেই পলিসি হাতে পাওয়ার পরও শর্তাবলি পড়েন না, কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেন যে সমস্ত কিছু তাদের স্বার্থেই তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। বীমা একটি আর্থিক চুক্তি, এবং প্রতিটি চুক্তির মতোই এর প্রতিটি লাইন বোঝা জরুরি। গ্রাহকদের উচিত নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া;যে কোনও বীমা পরিকল্পনা কেনার আগে শর্ত, সুবিধা, দায়বদ্ধতা, দাবি করার প্রক্রিয়া;সব কিছু সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেওয়া।

তবে শুধু গ্রাহকের সচেতনতা বাড়িয়ে সমস্যার সমাধান হবে না। বীমা সংস্থাগুলোকেও তাদের নৈতিক দায়িত্ব স্মরণ করতে হবে। অর্থ উপার্জন প্রতিষ্ঠান চালানোর মূল লক্ষ্য হলেও, তার মানে এই নয় যে গ্রাহকের আস্থার সঙ্গে প্রতারণা করা বৈধ হয়ে যায়। একটি নীতিবদ্ধ সংস্থার কাজ হওয়া উচিত; সঠিক তথ্য জানানো, পলিসির শর্তাবলি এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বুঝতে পারেন, দাবি নিষ্পত্তির সময় অযথা জটিলতা সৃষ্টি না করা, এবং গ্রাহকের দুঃসময়ে বাস্তব সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বীমার মূল দর্শনই হলো সাহায্য;এটা যদি ব্যবসার আড়ালে হারিয়ে যায়, তবে বীমা শিল্পের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।

এখানে প্রশাসন ও সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বীমা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে আরও কঠোর নজরদারি করতে হবে, যাতে কোনও সংস্থা যেন ভুল তথ্য দিয়ে বা অপ্রকাশিত শর্ত ব্যবহার করে গ্রাহককে ঠকাতে না পারে। দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে, কোন কাগজপত্র লাগবে, কোনও কেস কি ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করা হচ্ছে;সবই নজর রাখতে হবে। সরকারের উচিত ভোক্তা সুরক্ষাবিধিকে আরও শক্তিশালী করা, যাতে আক্রান্ত গ্রাহকরা সহজে ন্যায়বিচার পান।

এছাড়াও, সমাজের মধ্যে সমষ্টিগত সচেতনতা বাড়ানোও প্রয়োজন। বীমা নিয়ে আলোচনা সাধারণত পরিবার, পাড়া বা অফিসের আড্ডায় খুব কমই হয়। অথচ একজন লোক যদি কোনও ভুল পলিসিতে ক্ষতি গ্রস্ত হন, তাঁর অভিজ্ঞতা অন্যদের কাছে সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করতে পারে। প্রতিটি পরিবার বা সম্প্রদায়ের উচিত বোঝা যে বীমা শুধু ব্যক্তিগত সুরক্ষা নয়, এটি এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা। তাই কোনও সংস্থার অনৈতিক আচরণ কারও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য নয়;সমগ্র সমাজের সতর্ক সংকেত।

অন্যদিকে, যাঁরা বীমা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন তাঁদেরও দায়িত্ব আছে। চারদিকে যেভাবে বীমা এজেন্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাড়ছে;ভুল বিক্রি, কমিশনের লোভে গ্রাহককে প্রতারণা, অর্ধসত্য প্রচার;এসব আচরণ পুরো পেশাটিকে কলঙ্কিত করছে। অথচ এক জন সৎ এজেন্ট মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন, কারণ তাঁরা বোঝাতে পারেন কোন বীমা কার জন্য প্রয়োজন, কোনটি লাভজনক, এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই এজেন্টদের প্রশিক্ষণ, নৈতিক শিক্ষা এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ; এগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আজকের দিনে বীমা শুধুমাত্র জীবন বা গাড়ির সুরক্ষা নয়, চিকিৎসা ব্যয় থেকে ব্যবসার ক্ষতি পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। অথচ মানুষের মধ্যে এখনও এক ধরনের অস্বস্তি থাকে; ৎবীমা করালাম ঠিকই, কিন্তু সময় মতো টাকা পাব তো? এই অবিশ্বাস যদি দূর করা না যায়, তবে বীমা শিল্প দেশের আর্থিক অগ্রগতিতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারবে না। কারণ উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হয় যখন মানুষ নিরাপত্তার ছাতার নিচে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

অনৈতিক আচরণ রোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হলো স্বচ্ছতা। যদি প্রতিটি বীমা পরিকল্পনার সমস্ত তথ্য সহজ ভাষায়, সরলভাবে, গ্রাহকের সামনে তুলে ধরা হয়, তবে বিভ্রান্তি বা প্রতারণার সুযোগ অনেকটাই কমে যায়। বীমা সংস্থাগুলিকে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া উচিত; অনলাইন পোর্টাল, অ্যাপ, ডিজিটাল ডকুমেন্ট, সহজ দাবি জমা দেওয়ার ব্যবস্থা;এসবই গ্রাহক-বান্ধব হতে পারে। পাশাপাশি অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা আরও সহজ এবং দ্রুত করতে হবে, যাতে গ্রাহক তাঁর সমস্যার সমাধান দ্রুত পান।

বীমা সংস্থার প্রতি নৈতিক আচরণের প্রত্যাশা শুধু নৈতিকতার কারণে নয়, বাস্তব কারণেও অত্যন্ত জরুরি। কারণ যে কোনও শিল্পের ভিত্তি দাঁড়িয়ে থাকে গ্রাহকের আস্থার উপর। যদি মানুষ মনে করেন যে তাঁরা প্রতারিত হতে পারেন, তবে কেউ বীমার দিকে এগোবেন না। ফলে সংস্থার বৃদ্ধি থেমে যাবে, শিল্প সংকুচিত হবে, এবং বৃহত্তর অর্থনীতির ক্ষতি হবে। তাই সংস্থাগুলিরও উচিত সত্যিকার অর্থে গ্রাহকের সঙ্গেই নিজেদের ভবিষ্যৎ যুক্ত করে দেখা।

সমাজেরও দায়িত্ব আছে এই যে অনৈতিক আচরণকে কোনও ভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেউ যদি বীমা সংক্রান্ত প্রতারণার শিকার হন, সেটি নীরবে মেনে নেওয়া উচিত নয়। এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, অভিযোগ জানাতে হবে, এবং আশপাশের মানুষকে সতর্ক করতে হবে। কারণ একটি অনৈতিক কাজ যদি অনায়াসে থেকে যায়, তবে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে আরও বহু মানুষের জীবনে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং দুঃসময়ে সাহায্য;এই তিনটি মূল স্তম্ভকে ধরে বীমা শিল্প দাঁড়িয়ে আছে। অথচ কিছু অসাধু আচরণের কারণে এই মহৎ ধারণাটিই আজ প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তাই সময় এসেছে বীমা সংস্থাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার; নৈতিকতা শুধু আইন দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না, তা প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের আস্থার মাধ্যমে।

এই আস্থা ভেঙে গেলে তার পুনর্গঠনে বহু বছর লেগে যায়। তাই আমাদের সকলের;সরকার, সংস্থা, এজেন্ট এবং গ্রাহক;একযোগে সচেষ্ট হতে হবে যাতে বীমা শিল্প সৎ, স্বচ্ছ এবং নীতিনিষ্ঠ পথে এগোয়।

সকলকে মনে রাখতে হবে;বীমা শুধু একটি আর্থিক পণ্য নয়; এটি মানুষের জীবনের সুরক্ষা-প্রতিশ্রুতি। আর সেই প্রতিশ্রুতিকে অটুট রাখার নৈতিক দায়িত্ব আমাদের সবার।

সুতরাং বীমা করার আগে সব কিছুই যাচাই করে নেওয়া ভালো। সঠিক স্থান কিনা তা দেখা উচিত।

সেকাল এবং একালের বিবাহ বাড়ির মধ্যে মানসিক ফারাক

রিয়া পোদ্দার নবদ্বীপ

সেকালের আর একালের বিবাহ বাড়ির মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আগেকার দিনে বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে রাধুনি এসে রান্না করতে শুরু করতো। অতিথিরা আগে বাবেই এসে উলস্থিত। তারা প্রায় সাত দিন ধরে হুল্লোড় করতো। এখন ছোট পরিবার ছোট বিবাহ বাসর।

সেকালের বাঙালির বিয়েতে রকমসকম একটু আলাদা ছিল। একে তো কৌলিন্য প্রথার জন্য বাংলাদেশে এক বিচিত্র সমস্যা তৈরি হয়েছিল। কুলীন মেয়েদের বর যোগাড় করা কেমন কঠিন হয়ে গেছিল, ঠিক তেমনই কঠিন ছিল অকুলীনের সমান ঘরের মেয়ে পাওয়া। টাকায় সব কিছু জাস্টিফাই করে। ফলে অকুলীনরা মোটা টাকা বা পণ দিয়ে স্ত্রী কিংবা স্বামী জোগাড় করতেন। উনিশ শতকে বরপণের মত কন্যাপণ-ও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। এই সম্বন্ধ রীতিমত সাক্ষীসাবুদ রেখে রাজদরবারে তৈরি করা হত। পরে এর নামই হয় পাকা দেখা। এই সময় যারা সাক্ষী থাকতেন তাদের খাওয়ানোর রীতি ছিল। ধীরে ধীরে সেটাই আকার আয়তনে বেড়ে বিয়েবাড়ির ভোজের রূপ নেয়।

সবাই যে বিয়েবাড়িতে খাওয়াতেন তা না। খন্যান গ্রামের নিস্তারিণীর বিয়ের খবর দেখি তশুধুমাত্র বিয়েরদিন যারা বাসর জাগবে তাদের ভাত, ব্যাঞ্জন, শুকতো, ডালনা, মাছের ঝোল খাওয়ানো হইল। অন্য লোকজন বরযাত্র কন্যাযাত্রদের খাওয়ানো হইত না, তবে বরের অভিভাবককে খাওয়ানোর নিয়ম ছিল। নিস্তারিণীর দাদার বিয়েতে অবশ্য পাড়ার সবাইকে চিঁড়ে মুড়ি খাইয়েছিলেন তারা।

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝিতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাঙালি বিয়ের ভোজের বর্ণনা পাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায়। এই সময় বিয়েবাড়ির প্রধান ভোজ হিসেবে থাকতো ফলাহার। যার প্রধান উপকরণ ছিল দই,চিড়ে,ঘি,কাঠালি কলা,আম,বাতাসা,মন্ডা ইত্যাদি। সেই সময়ের ব্রাহ্মণেরা অন্য জাতের রান্না করা খাবার না খেলেও বিবাহ অনুষ্ঠানে বসেই মূলত ফলাহার করতো। মরশুমি ফল এবং তার পরিমাণ ও উৎকৃষ্ট দধির উপর নির্ভর করতো গৃহস্থের মান মর্যাদা। বরযাত্রীদের জন্য থাকতো বিশেষ ধরনের মিষ্টি। যদিও তা ছানা থেকে তৈরি হওয়া মিষ্টি নয়,তৈরি হত প্রধানত ময়দা, দুধ ও বাতাসা দিয়ে। যদিও এই সময়ও বেশ কিছু বড়লোক বাঙালির বাড়ির বিয়েতে প্রচলিত নিয়ম বর্হির্ভূত ভাবে নিরামিষ খাবারের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। ১৮২২ সালে এক সদগোপের ছেলের বিয়েতে মোট খরচ হয়েছিল চল্লিশ টাকা চার আনা। এর মধ্যে ছ্য টাকা দশ আনা খরচ হয় ভোজের জন্য। পোলাও রাঁধতে খরচ হয়েছিল ন'আনা আর বারো সের মাছের দাম পড়েছিল সোয়া পাঁচ আনা।

১৮৭০ সাল নাগাদ বাংলায় ময়দার প্রচলন শুরু হয় এবং সেই সাথেই পরিবর্তিত হয় বিয়ে বাড়ির মেনু। মহেন্দ্র দত্ত লিখছেন আমাদের ছেলেবেলা হইতে দেখিতেছি যে লুচির ব্যবহার বে-র রাত্রে, কিন্তু কাজে ভাতের ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে কলাপাতায় বড় বড় লুচি দিত আর আলুনী কুমড়ার হুক্কা ; বড় সুন্দর হইত এবং কলাপাতার এক কোণে একটু শুন দিত। সে রান্নাটা এখনও বড় মিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে সে রকম রান্নার পাকা হাত আর নেই। এখনকার কুমড়ার ঘণ্ট যেন রাবিশ। যাঁহারা সেই আলুনী কুমড়ার ছক্কা খাইয়াছেন তাঁহারা জানেন । তাহার পর খুরি সরা বাহির হইত অর্থাৎ কচুরি, যাহাকে কর্মবাড়ির কচুরি বলিত, বাজারের নয়। সেটা উঠে গেছে। কড়াইডালের পুরে আদা মৌরী দিয়ে কচুরি, নিমৃক্কি, খাজা, চৌকা গজা, মতিচুর এইসব সরাতে থাকিত। খাজা তখন খাবারের ভিতর প্রধান অঙ্গ ছিল আর খুরি করে চার রকমের সন্দেশ থাকিত (তিন রকম ব্যবহার হইত না)। তাহার পর ক্ষীর, দৈ বাহির হইত। তখন রাবড়ি উঠেনি। রাবড়ির প্রচলন লক্ষৌতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে কলিকাতায় আসিয়াছে। রসগোল্লা, তিলকুট তখনও হয় নাই। ১৮৭৩ বা ১৮৭৪ সালে প্রথম রসগোল্লা হয় এবং তিলকুটও সেই সময়কার। আমসন্দেশ, কামরাঙ্গা সন্দেশও প্রায় ঐ সময়েই হয়। আগে ছিল আতা সন্দেশ ও মণ্ডা এবং পেনেটির গুপো সন্দেশ বড় বিখ্যাত ছিল। সেটা দেখতে ছিল দুখানা ফেণী বাতাসা একসঙ্গে জোড় করার মত । তখনকার দিনে গুপো সন্দেশের খুব নাম ছিল, এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। শেষপাতে আসতো দই ও ক্ষীর।

তবে কলিকাতার ইতিবৃত্তের লেখক প্রাণকৃষ্ণ দত্ত উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর বন্ধুর পিসির বিয়ের এক মজার বর্ননা দিয়েছেন। সে বিয়েতে বরযাত্রীর জন্য লুচি চিনির ব্যবস্থা হয়েছিল। অন্যত্র সচরাচর দই চিঁড়েই দেওয়া হত। লুচি চিনি দেখে বরযাত্রীরা কোথায় আনন্দ পাবে, তা না অযথা সেই চিনির অপচয় করতে লাগলেন। কেউ সেই চিনি নিয়ে আসনের নিচে রাখছেন, কেউ জলে গুলে খাচ্ছেন, কেউ মুঠো মুঠো ছড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই। কন্যা কর্তার চিনি খাওয়ানোর দর্পচূর্ণ করা। কন্যা কর্তাও কম বুদ্ধিমান নন। এদিকে কন্যাকর্তা এই অত্যাচার দেখিয়া তারা উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়েছে।

বিশ্বের হিমবাহ গলন মানব সভ্যতার বড় অভিশাপ

বিশেষ প্রতিবেদক

দ্রুতগতিতে হিমবাহ গলন মানব সভ্যতার সামনে আসন্ন বিপর্যয়ের অশনিসংকেত। হিমবাহ;পাহাড়ি রাজ্যের সেই বরফসঞ্চিত স্থির ভাণ্ডারকে বহুকাল ধরে মনে করা হয় পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক রক্ষাকারী। শুধু পানি নয়, জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা, নদী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব;সব কিছুর ওপরই হিমবাহের গভীর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই হিমবাহগুলোর অস্তিত্বই সংকটে পড়েছে। অস্বাভাবিক উষ্ণতা, জলবায়ু পরিবর্তন, মানুষের অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তিমুখী উন্নয়ন;সব মিলিয়ে পৃথিবীর কোথাও আজই আর হিমবাহ নিরাপদ নয়। বরং দ্রুতগতিতে গলে যাচ্ছে পৃথিবীর সব অঞ্চলের হিমবাহ, আর এই গলনযাত্রা মানব সভ্যতার সামনে এমন এক অন্ধকার বাস্তবতা তুলে ধরেছে, যা সামাল দিতে মানবজাতিকে কঠিন লড়াই চালাতে হবে। হিমবাহ গলনের এই অস্বাভাবিক গতি শুধু পরিবেশকে নয়, সভ্যতাকে, অর্থনীতিকে, সমাজের ভবিষ্যৎকে এবং ভূরাজনীতিকেও এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। হিমবাহ পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি সূচক। বরফের স্তর দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি জলবায়ুর পরিবর্তন কোন দিকে এগোচ্ছে। বিগত কয়েক দশক ধরে যে পরিমাণ বরফ গলেছে, তা শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়; এটি মানবজাতির সামনে কঠোর অস্বস্তিকর সত্যের প্রতিচ্ছবি। এই বরফগলন দেখাচ্ছে মানুষ কীভাবে নিজের অস্তিত্বকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেলেই শুরু হয় বরফের ক্ষয়, কিন্তু বর্তমানে যে হারে গলন চলছে, তা প্রাকৃতিক সীমার বহু বাইরে। এখানেই সমস্যা। এখানেই ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বেগ।

হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহগুলোর অবস্থাও সমান উদ্বেগজনক। হিমালয় শুধু ভারতের নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু ও নদী ব্যবস্থার প্রাচীন রক্ষাকবচ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু;এই সব মহিমান্বিত নদীগুলি হিমবাহ থেকেই পানির উৎস পায়। এই নদীগুলির প্রবাহ শুধু কোটি মানুষের জীবনধারণের ভিত্তি নয়, কৃষি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সামগ্রিক অর্থনীতির প্রাণশক্তি। কিন্তু যদি হিমবাহ দ্রুতগতিতে গলে যেতে থাকে, তবে প্রভাব পড়বে প্রতিটি স্তরে। প্রথমে আসবে অতিরিক্ত বন্যা, তারপর আসবে চরম খরা। বরফ গলে গেলে প্রথম দিকে নদীতে পানির পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু কয়েক দশক পর যখন বরফের মজুদ কমে যাবে, তখন নদীর পানির উৎস ফুরিয়ে যাবে। ফলে স্থায়ী জলের সংকট দেখা দেবে, যা দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাবে। হিমবাহ গলনের সঙ্গে যে জিও পলিটিক্যাল সমস্যা তৈরি হচ্ছে, তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর বহু অঞ্চলে নদীপথ ও পানিসম্পদ নিয়ে যে বিবাদ চলছে, তা ভবিষ্যতে আরেক ধাপ সংকট তৈরি করবে। কারণ, যখন প্রাকৃতিক উৎস সংকুচিত হবে, তখন বড় শক্তি সমূহ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য জলকে ব্যবহার করবে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে। বিশ্বের বহু বিশেষজ্ঞই আশঙ্কা করছেন যে আগামী শতকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হতে যাচ্ছে পানিসংকট। আর এই সংকটের মূল উৎসই হিমবাহ গলন।

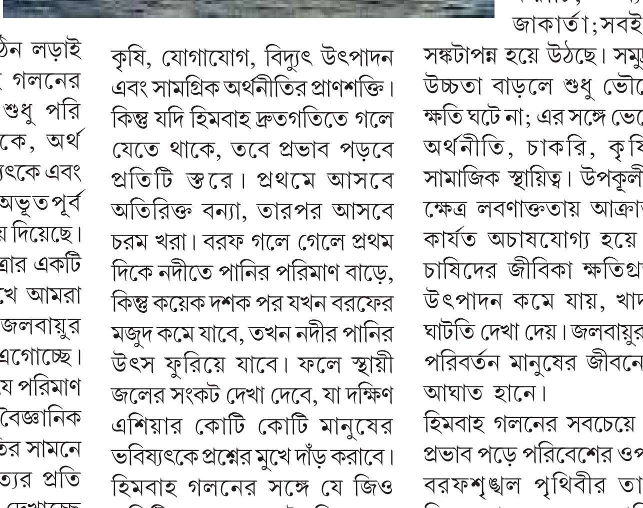

একই সঙ্গে জলোচ্ছ্বাস এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মানবসভ্যতার সামনে আরেক বড় বিপদ ডেকে আনছে। গ্রিনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকা এবং হিমালয়ের হিমবাহগুলো দ্রুত গলে যাওয়ায় সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে এমন গতিতে, যা আধুনিক ইতিহাসের কোনও সময় দেখা যায়নি। উপকূল অঞ্চলের শহরগুলি;যেমন কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, ঢাকা, করাচি, ব্যাংকক, জাকার্তা;সবই ক্রমে সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে শুধু ভৌগোলিক ক্ষতি ঘটে না; এর সঙ্গে ভেঙে পড়ে অর্থনীতি, চাকরি, কৃষি এবং সামাজিক স্থায়িত্ব। উপকূলীয় কৃষি ক্ষেত্র লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে কার্যত অচাষযোগ্য হয়ে পড়ে। চাষিদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উৎপাদন কমে যায়, খাদ্যশস্যে ঘাটতি দেখা দেয়। জলবায়ুর প্রতিটি পরিবর্তন মানুষের জীবনে গভীর আঘাত হানে।

হিমবাহ গলনের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে পরিবেশের ওপর। এই বরফশৃঙ্খল পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। বরফের সাদা পৃষ্ঠ সূর্যের তাপের একটা বড় অংশকে মহাশূন্যে প্রতিফলিত করে। যদি বরফ কমে যায়, তবে ভূমি ও সমুদ্র বেশি তাপ শোষণ করবে। এতে পৃথিবীর উষ্ণতা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ বরফ গললে উষ্ণায়ন বাড়ে, আর উষ্ণায়ন বাড়লে আরও বরফ গলে;এভাবে এক চক্রের মধ্যে পড়ে পৃথিবী ক্রমেই বিপর্যয়ের মুখে এগোতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় জলবায়ুর ধ্বংসচক্রদ, যা একবার শুরু হলে তা থামানো অত্যন্ত কঠিন।

বরফ গলে যাওয়ায় বিপর্যয়ের আরও একটি দিক হলো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের ভাঙন। বহু প্রাণী প্রজাতি যেমন তুষারচিত্তা, আইবেক্স, ইয়াক, ধবলভালুক;এই সব জীবের জীবনধারণের ভিত্তিই মেরুপ্রান্ত বা পর্বতাঞ্চলের বরফনির্ভর পরিবেশ। বরফ কমে গেলে তাদের খাদ্য, আশ্রয় এবং জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক প্রাণী বিলুপ্তির পথে এগোবে। বাস্তুতন্ত্রের এভাবে ধ্বংস মানে প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়া। ফলে পরিবেশে এমন অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় যা মানুষের জীবনেও ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

অন্যদিকে দ্রুত বরফগলন একটি লুকিয়ে থাকা বিপদও বহন করে; হিমবাহ হ্রদের বিস্ফোরণ। বরফ গললে পাহাড়ি অঞ্চলে বিশাল জলাধার তৈরি হয়। অত্যধিক চাপ তৈরি হলে এই জলাধার মুহূর্তের মধ্যে ফেটে পড়ে, পাহাড়ি অঞ্চলে সৃষ্টি করে ধ্বংসাত্মক বন্যা। এর ফলে ভেঙে যায় সেতু, রাস্তা, ঘরবাড়ি, কৃষিক্ষেত্র, প্রাণহানি ঘটে শত শত মানুষের। গত কয়েক বছরে নেপাল, ভুটান, লাদাখ ও উত্তরাখণ্ডে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে। এই বিপর্যয়ের তীব্রতা বাড়ছে কারণ গলন বাড়ছে অবিশ্বাস্য হারে।

মানুষের ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল পরিকল্পনা এবং অতিরিক্ত লোভই এই বিপদের মুখ্য কারণ। দোষী শিল্পায়ন, কারখানা এর জন্য দায়ী।

পাঠকদের দরবার

রাজ রাজাদের সম্পদ

শঙ্করলাল কর্মকার

মোঘল সম্রাট সাজাহানের ময়ূর সিংহাসনের কথা আমরা জানি। জানি তাঁর কোহিনূর হীরের কথা। কিন্তু হীরে এবং নেকলেস-এর দিক দিয়ে কম ছিল না গাওকোয়াড মহারাজারা। তাঁরাও বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। মুক্তোর দাম সম্পর্কে কারোর কোনও স্পষ্ট ধারনা নেই। মুক্তো যখন গলায় ওঠে তখন তার দাম আকাশ ছোঁয়া। সেই প্রাকৃতিক মুক্তোর হার গলায় পরতেন বরোদার মহারাজা খাণ্ডে রাও গায়কোয়াড। সাধারণ মালা নয়, খাণ্ডে রাও এর মুক্তোর ছিল সাত ছড়ার। ১৮৬০ সালে এই মুক্তোর কণ্ঠাহার তৈরি করা হয়েছিল। ১৬৩ বছর পরেও সে হারের জেল্লা রয়ে গিয়েছ অমলিন। বংশের অনান্য মহারাজাও শৌখিন ছিলেন। প্রতাপ সিং তাঁর স্ত্রী সীতা দেবীকে তিন ছড়ার হার কিনে দিয়েছিলেন মহারাজ মলহার রাও। সেই যুগের তার দাম ছিল দুই কোটি টাকা। এই কণ্ঠাহারের অন্যতম আকর্ষন ছিল ১২৮ ক্যারেটের 'স্টার অব সাউথ' হীরে এবং ৭৮.৫ ক্যারেটের ইংলিশ ড্রেসডেন হীরে। একনও বরোদার রাজ পরিবারের বংশ ধরেরা এই সব রত্নের আসল অধিকারী। তবে জানতে পারা গিয়েছে আরও বহু অমূল্য রত্নরাজি ছিল। সেগুলি এক সময়ে দান করে দিয়েছিলেন বরোদার মহারাজার। সেই সব রত্ন দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের রানিকে বা অন্য কোনও দেশের রাজা মহারাজদের। কোন কোন মহারাজাদের ধনরত্ন দেওয়া হয়েছিল তার তালিকা বরোদার রাজ দরবারে রয়েছে দলিল আকার। মহারাজার যে বহু অমূল্য ধনরত্ন দিয়েছিল স্বেচ্ছায় তার কথাও সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে। তার ফলে এখন বরোদার কোনও মহারাজের বংশ ধরেরা বলতে পারবে না এই সব রত্ন তাঁদের। ফেরত দেওয়ার কথা বলতে পারবে না। বরোদার মহারাজার যাকে একবার কোনও কিছু দান করে থাকে তা আবার ফেরত নেন না। দানের জিনিস ফেরত নিতে নেই এই কথাটা তারা বিশ্বাস করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ বরোদার মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। স্বামীজির ভারত প্রীতির কথায় আপ্লুত হয়ে দিয়েছিলেন বরোদার মহারাজ। ভগিনী নিবেদিতাকে বহুবার বরোদায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন মহারাজ। ভগিনী নিবেদিতা বেশ কয়েকবার বরোদাতে গিয়েছিলেন। সেখানেই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে অরবিন্দের পরিচয় ঘটে।

কলকাতার প্রসিদ্ধ মেট্রোপলিটান বিল্ডিং

কলকাতার মেট্রোপলিটান বিল্ডিংটি কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবন হিসাবে গণ্য হয়েছে। এখনও এসপ্লানেড কাছে কলকাতা ময়দানের দিকে মুখ করে তাকিয়ে রয়েছে এই ভবনটি। এই ভবনটি হোয়াইটওয়ে লেইডল ডিপার্টমেন্ট স্টোর হিসাবে পরিচিত। এটি বিখ্যাত হয়েছিল যখন ভারতের ব্রিটিশ শক্তি শাসন চালাচ্ছিল। এখানে একটি ক্লক টাওয়ার রয়েছে যা এক সময়ে কলকাতাবাসীদের সময় নির্দ্ধারণ করে দিত। এই ভবনটির ঠিকানা হচ্ছে সাত নম্বর চৌরঙ্গী রোড। ১৯০৫ সালে এই ভবনটি নির্মাণ করা হয়। এটা আগে মেট্রোপলিটান লাইফ ইন্সিউরেন্স বিল্ডিং নামে খ্যাত ছিল। ১৯৯১ সালে এখানে আগুন লাগে। বার্ন অ্যাণ্ড সেফার্ড ফোটোগ্রাফির কাছে প্রায় একশোর বেশি এই ভবনের ছবি রয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। এই বাড়িটিকে নিয়ে কলকাতার গর্বের শেষ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর 'আয়ুষ' বিভাগের পরিকল্পনায় 'আয়ুষ মেলা'র উদ্বোধন

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর 'আয়ুষ' বিভাগের পরিকল্পনায় ২ দিনব্যাপী 'আয়ুষ মেলা'র

উদ্বোধন হলো। হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর আয়ুষ বিভাগের উদ্যোগ ও আয়োজনে এই মেলার সহযোগিতায় রয়েছে যোগাশ্রী যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল। হাওড়ার বেলুড়ের যোগাশ্রী যোগা এন্ড নাচরোপ্যাথি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল প্রাঙ্গণে শনিবার মেলার উদ্বোধন হয়। আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচার ও প্রসারে আয়ুষ মেলার আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি, হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. কিশলয় দত্ত, যোগাশ্রী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশীষ ঘোষ সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়ক ডা. রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান প্রতিটি মানুষের কাছেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে। আয়ুষ প্রাচীন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা। হাওড়া জেলার আয়ুষ মেলা এখানে আয়োজন করা হয়েছে। এর প্রচার এবং প্রসার হলে সাধারণ মানুষ আয়ুষ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে পারবেন। মানুষ আরও আকৃষ্ট হবেন। সাধারণ মানুষ যাতে এই আয়ুষ সম্বন্ধে জানতে পারেন এবং এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করেন তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক কম। খরচও সাধ্যের মধ্যে। এই চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী। এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি যে চিকিৎসা পদ্ধতিই মানুষ গ্রহণ করুক না কেন তা একে অপরের পরিপূরক। আমরা নিশ্চিত এই মেলা জনমানসে প্রভাব রাখবে।'

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শনে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন ঘুরে দেখলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি অরিজিত ব্যানার্জি। জানা গেছে, আগামী ১৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন করা হবে। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। শনিবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিরা ভবন পরিদর্শন করেন। বিচারপতিদের সঙ্গে ছিলেন হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার ও জেলাশাসক, পুলিশ সুপাররা। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে জলপাইগুড়ি স্টেশন রোড়ে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের ডাক বাংলোতে অস্থায়ীভাবে সার্কিট বেঞ্চ শুরু হয়। বর্তমানে পাহারপুর গ্রামপঞ্চায়েত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে ৪০ একর জায়গায় গড়ে উঠেছে স্থায়ী ভবন। আগামী ১৭ জানুয়ারি হবে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন।

বেলুড় মঠ দর্শনে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ বেলুড় মঠ দর্শন করলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। ব্যক্তিগত সফরে শনিবার সকালে বেলুড় মঠ ঘুরে যান

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। এদিন বেলা ১০টা নাগাদ তিনি বেলুড় মঠে এসে পৌঁছান। প্রথা অনুযায়ী মঠের সন্ন্যাসীরা তাঁকে বরণ করেন। এরপর তিনি বেলুড় মঠের নিজস্ব ব্যাটারিচালিত গাড়িতে করে মঠ ঘুরে দেখেন। প্রথমেই তিনি যান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরে। সেখানে ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করে এরপর একে একে স্বামীজীর বাসভবন, শ্রী শ্রী মায়ের মন্দির, ব্রহ্মানন্দ মন্দির সহ বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন। প্রণাম নিবেদন করেন। এদিন তিনি উপস্থিত সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষের সাথে সৌজন্য বিনিময় করে পরবর্তী কর্মসূচিতে রওনা হন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর আধ ঘন্টার এই সফরে মঠ জুড়ে কড়া নিরাপত্তা গ্রহণ করা হয়।

পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের ব্যাখ্যা, যে প্রযুক্তিকে টোটোগুলো বানানো হচ্ছে, তারমধ্যেই বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে

বনস্পতি দে, হুগলি, ২০ ডিসেম্বর ঃ চলতি মাসের গোড়ায় ব্যান্ডেলের একটি স্কুল থেকে এক পড়ুয়াকে নিয়ে খাদিনামোড়ের দিকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন এক মহিলা। সেই সময় চুঁচুড়া শরৎ সরণিতে একটি টোটো তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। তাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান মহিলা ও শিশুটি। বরাত জোরে দু'জনেই প্রাণে বেঁচে গেলেও দুর্ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে শিশুটি। তার আগে ভদ্রেশ্বর চাঁপদানি ডালহৌসি জুটমিলের গেটে টোটোর ধাক্কায় মহেন্দ্র প্রসাদ (৩৯) নামে জুটমিলের স্পিনিং বিভাগের এক কর্মীর মৃত্যু হয়। এগুলো অবশ্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিশেষ করে জেলা শহর ও মফস্‌সলের দিকে টোটো ক্রমশই চলমান বিভীষিকা হয়ে উঠছে। রাস্তাঘাটে টোটোর দৌরাত্ম্য বেড়ে যাওয়ায় দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ। তার জেরে অনেকেই জখম হচ্ছেন। কখনও আবার প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকদের ব্যাখ্যা, যে প্রযুক্তিকে টোটোগুলো বানানো হচ্ছে, তার মধ্যেই বিস্তর অসঙ্গতি রয়েছে। এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই স্থানীয় কারখানায় টোটো গাড়ি তৈরি করে কিছুটা কম দামে বিক্রি করছেন। এগুলো অনেক কম দামে কিনতে পাওয়া যায় বলে অনেকেই এই টোটো কিনছেন। গাড়ির গ্যারাজ, ঝালাইয়ের দোকান, এমনকী সাইকেল দোকানেও এই ধরনের টোটো তৈরি হচ্ছে। তাতে অনেকে বাইকের পুরোনো ইঞ্জিন লাগিয়ে নিচ্ছেন। কেউ আবার বাইকের চাকা ব্যবহার করছেন। তার ফলে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে অনেক সময় টোটো উল্টে যাচ্ছে। কখনও আবার পাশ কাটাতে গিয়ে অন্য কোনও গাড়িকে ধাক্কা মারছে টোটো। টোটো চালকদের না আছে কোনও ড্রাইভিং লাইসেন্স কিংবা প্রশিক্ষণ। ফলে তাঁরা জানেন না, কী ভাবে টোটো চালাতে হয়। যাঁরা এক সময় পায়ে টানা রিক্সা চালাতেন, তাঁরাই এখন টোটো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন। এই ধরনের টোটোতে কোনও স্পিডোমিটার থাকে না। ফলে সেটা কতটা গতিতে যাচ্ছে, চালক টেরই পান না। টোটোর সামনে-পিছনে এবং দুই পাশে অনেকটা অংশ লোহার ফ্রেম দিয়ে বাড়ানো থাকে। অথচ, কোনও টোটো গাড়িতে লুকিং মিরর থাকে না। তার জেরেই টোটো থেকে আকছার দুর্ঘটনা ঘটছে বলে মনে করছেন পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা। সে কথা মাথায় রেখে বেআইনি টোটো নিয়ন্ত্রণে এ বার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'পরিবহণবান্ধব ই-রিক্সার ক্ষেত্রে পরিবহণ দপ্তর নিয়ম অনেকটাই শিথিল করেছে। সেই কারণেই ই-রিক্সার এত রমরমা। চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে টোটো রেজিস্ট্রেশন চালু হয়েছে। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্যারাজ ও কারখানায় অ্যাক্টের অনুমোদন ছাড়াই বেআইনি ভাবে টোটো তৈরি হচ্ছে। তা থেকে অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে। এই সমস্ত বেআইনি টোটো কারখানাগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বেঙ্গল ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলস অ্যাসোসিয়েশনের (বেভা) সম্পাদক শেখ নাসিরুদ্দিন জানান, রাজ্য পরিবহণ দপ্তর ই-রিক্সা ও টোটোকে দুটি ভাগে ভাগ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো ই-রিক্সা। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, এর রেজিস্ট্রেশন করাবেন সংশ্লিষ্ট ডিলার। কিন্তু টোটোকে সরকার এখন রেজিস্ট্রেশন করালেও তাদের মেয়াদ হবে দু'বছর। তারপর সমস্ত টোটোকেই বাতিল করা হবে। সেই টোটোর সংখ্যা গোটা রাজ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ। তিনি বলেন, 'আমরা চাই, রাজ্য সরকার বেআইনি টোটোর উৎপাদন বন্ধ করুক। সেফ ড্রাইভ ও সেভ লাইফের মতো কর্মসূচিতে টোটো চালকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তা হলে দুর্ঘটনা কিছুটা কমবে।'

জামালপুর কলেজে নবীন বরণ ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঘিরে উৎসবের আমেজ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে জামালপুর মহাবিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো নবীন বরণ ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রঙিন আলো, সুর-ছন্দ আর ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছ্বাসে কলেজ চত্বর হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের সহ-সভাপতি তথা তৃণমূলের রাজ্য মুখপত্র কোহিনুর মজুমদার, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, প্রাক্তন সভাপতি ও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য অতনু হাজরা, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ শিপ্রা ওঝা সহ কলেজের অধ্যাপক -অধ্যাপিকারা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অতিথিবৃন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যাপিকা ড. অমৃতা দাম। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে কলেজের প্রথম সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। দিনের দ্বিতীয় পর্বে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জি বাংলা খ্যাত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী অনিন্দিতা চন্দ। তার সঙ্গে সুরের মূর্ছনায় মঞ্চ মাতান গায়ক পাপ্পু সিং। গানে-বাজনায় তালে তালে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন ছাত্রছাত্রী ও অতিথিরা। অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে দিনরাত পরিশ্রম করেন ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি বিট্টু মল্লিক ও তার সহযোগী অনিশ, সাইফুদ্দিন, রাম, সুমন-সহ গোটা টিম। পুরো অনুষ্ঠানটি সাবলীলভাবে সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সুদীপা সরকার। সার্বিকভাবে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জামালপুর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকল।

খেলনা 'বন্দুক' দেখিয়ে টাকাপয়সা, মোবাইল লুট! গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ খেলনা 'বন্দুক' দেখিয়ে টাকাপয়সা, মোবাইল ফোন লুটের পরেও রেহাই না শেষরক্ষা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই অপরাধীকেই ধরলো শিবপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার লুটের মাল। দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতারের পাশাপাশি লুট হওয়া টাকাপয়সা ও মোবাইল ফোন পুলিশ উদ্ধার করেছে। শনিবার ভোররাত ৪ টে নাগাদ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর নিচে হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকা দীনবন্ধু কলেজের কাছে ওই ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ডোমজুড় এলাকা থেকে কয়েকজন ব্যক্তি পবিত্র জল সংগ্রহ ও পুজোর উদ্দেশ্যে শিবপুর ঘাটে এসেছিলেন। সেসময় দুই দুষ্কৃতী তাঁদের পথ আটকায়। দুষ্কৃতারা নকল 'আগ্নেয়াস্ত্র' তাঁদের কাছ থেকে টাকা লুট করে এবং মোবাইল ফোনও ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। শিবপুর থানার পুলিশ কর্মীরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং স্থানীয় সূত্রের সাহায্যে অপরাধীদের সনাক্ত করা হয়। এরপর এদিন দুপুরে মধ্যেই ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করা হয়। লুট হওয়া নগদ টাকা এবং মোবাইল ফোনগুলিও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ধৃতেরা অপ্রাপ্তবয়স্ক। তারা এই অপরাধে একটি খেলনা বন্দুক ব্যবহার করার কথা স্বীকার করেছে। সেটিও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

'প্রাণের গান, দেশের মান, বন্দেমাতরম'-থিমে শুরু ২৬ তম বর্ধমান পৌর উৎসব ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর ঃ 'প্রাণের গান, দেশের মান, বন্দেমাতরম'-এই ভাবনাকে সামনে রেখে শনিবার থেকে শুরু হলো ২৬তম বর্ধমান পৌর উৎসব ২০২৫। বর্ধমান পৌরসভার উদ্যোগে শহরের শাঁখারীপুকুর উসব মযদানে বর্ণাঢ্য আয়োজনে পৌর উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান উন্নয়ন অথরিটির চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামানিক, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশচন্দ্র সরকার, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মণ্ডল সহ পৌরসভার কাউন্সিলর ও আধিকারিকরা। এদিন মঞ্চে উঠে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বাংলা সিনেমার দুটি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, এই প্রথম বর্ধমানে কোনও মেলা উদ্বোধনে এলাম। শীতকাল মানেই পিকনিক, মেলা আর সাংস্কৃতিক মিলন। বর্ধমান পৌর উৎসবে আসতে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। পাশাপাশি তাঁর অভিনীত নতুন ছবি 'লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল' দেখার জন্য সকলকে আহ্বান জানান তিনি। অভিনেত্রীকে এক ঝলক দেখতে উৎসব ময়দানে উপচে পড়ে দর্শকদের ভিড়। এবার 'বন্দেমাতরম' সংগীতের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই থিম নির্বাচন করা হয়েছে বলে জানান পৌরপতি পরেশচন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, বর্ধমানের উন্নয়নের পাশাপাশি শহরকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে চাই। সেই লক্ষ্যেই নতুন রূপে সাজানো হচ্ছে বর্ধমান টাউন হল। আগামী ১৫-১৬ দিনের মধ্যেই প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার হওয়া বর্ধমান টাউন হলের উদ্বোধন করা হবে বলেও জানান তিনি। উৎসবের সূচনালগ্নে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সমবেত সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে সমবেত নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্য পরিবেশন করেন বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট নৃত্যগুরু ও শিল্পীরা। আগামী ২০ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই পৌর উৎসব। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে নাচ- গানের জমজমাট অনুষ্ঠান। উল্লেখযোগ্য বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে থাকছেন যীশু সেনগুপ্ত, ইমন চট্টোপাধ্যায়, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, জয়তী চক্রবর্তী, বিভবেন্দু ভট্টাচার্য সহ কলকাতার একাধিক খ্যাতনামা শিল্পী। পাশাপাশি প্রতিদিনই প্রায় দেড়শো জন স্থানীয় শিল্পী মঞ্চে তাদের প্রতিভা তুলে ধরবেন। এবারের পৌর উৎসবে থাকছে মোট ১৬৭ টি স্টল। উৎসবের আনুমানিক বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ টাকা। ইতিমধ্যেই পৌর উৎসব উপলক্ষ্যে নানা ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাও শুরু হয়েছে। সার্বিকভাবে বলা যায়, সংস্কৃতি, সংগীত ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে বর্ধমান পৌর উৎসব ২০২৫ শহরবাসীর কাছে এক মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

আগামী মাসে শুরু আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (আইকেএসএফএফ) ২০২৬ শুরু হতে চলেছে। একাধিক জায়গায় টানা ছ'দিন ধরে চলবে সিনেমা-উৎসব। বিশ্বের ৩২ টি দেশের ছবি নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে এই আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, যেখানে জায়গা পেয়েছে ২৫০টিরও বেশি নির্বাচিত ছবি। ফেস্টিভ্যালের সূচনা হবে ২০ জানুয়ারি, অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত থাকবেন সুমন মৈত্র, অনিমেষ গাঙ্গুলী, অশোক রায়, ফেস্টিভ্যাল চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, ডিরেক্টর শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তী- সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও থাকবেন চ্যান্সেলর, ডিন ও অধ্যাপকরা। ওই দিন থেকেই শুরু হবে সেমিনার ও স্ক্রিনিং। ২১ জানুয়ারি, অনুষ্ঠান স্থানান্তরিত হবে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে আয়োজন করা হচ্ছে মাস্টারক্লাস, সেমিনার ও ফিল্ম স্ক্রিনিং। মাস্টারক্লাস নেবেন অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। আলোচনায় অংশ নেবেন নন্দিনী ভট্টাচার্য, অপরাজিতা ঘোষ, অনিমেষ গাঙ্গুলী, অশোক রায়, সৌরভ চক্রবর্তী, শাশ্বতী গুহ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ কর্তারা উপস্থিত থাকবেন। ফেস্টিভ্যালের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ২৩ থেকে ২৫ জানুয়ারি, কলকাতার রোটারি সদনে। এই তিন দিনে চলবে স্ক্রিনিং, সিনিব্রিজ প্রোগ্রাম, ট্রেলার লঞ্চ, বিশেষ প্রদর্শনী এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জমজমাট হতে চলেছে এই পর্ব।

ছুটি বাতিল পুলিশ কর্মীদের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন ও নতুন ইংরাজি বছরের সূচনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রনে রাজ্য সরকার সব স্তরের পুলিশ কর্মীর ছুটি বাতিল করেছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় খুব জরুরী অবস্থা ছাড়া ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারির মধ্যে পুলিশ কর্মীর সঙ্গে ই এফ আর, গোর্খা ও নারায়নী ব্যাটেলিয়ন, র‍্যাফ কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে।

ডিসি-ডিসি চপার কনভার্টারের সফল পরীক্ষা সম্পন্ন

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেল তার ৪১ বছরের গৌরবময় ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোগ করতে চলেছে, কারণ আজ অর্থা ২০.১২.২০২৫ তারিখে নোয়াপাড়া শেডে একটি বগিতে লাগানো দুটি ডিসি ট্র্যাকশন মোটরের উপর ডিসি-ডিসি চপার প্রকল্পের ফিল্ড টেস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। এর আগে কম্পিউটার সিমুলেশন ব্যবহার করে কম্পিউটারে সফলতার পর একটি গবেষণাগারে এর নকশা যাচাই করা হয়েছিল। আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক এবং মেট্রো রেলের রোলিং স্টক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে একটি ডিসি থেকে ডিসি চপার কনভার্টার ইউনিট তৈরি করা হযেছে। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শুভ্রাংশু এস. মিশ্র আজ মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে এই উন্নত ইউনিটটির পরীক্ষার উদ্বোধন করেন।ভ্রবর্তমানে ব্লু লাইনে পরিচালিত বিএইচইএল প্রপালশনযুক্ত তেরোটি আইসিএফ রেক-এর প্রপালশন সিস্টেমকে আরও দক্ষ করে তোলার জন্য মেট্রো রেল আইআইটি খড়গপুরের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এই আইসিএফ রেকগুলো ব্রেকিংয়ের সময় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে। এই রেকগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে কম শক্তি খরচ করবে এবং ওজনে হালকা হবে, কারণ ক্যামশ্যাফট কন্ট্রোলার, ইকুইপমেন্ট বক্স এবং স্টার্টিং রেজিস্টারের কাজ একা এই উন্নত ইউনিটটিই করবে। এই রেকগুলোর ত্বরণ এবং মন্দন মসৃণ ও ঝাঁকুনিবিহীন হবে। মেট্রো জেনারেল ম্যানেজার মেট্রো কর্মকর্তা এবং ডঃ সৌভিক চ্যাটার্জি ও ডঃ গৌতম পোদ্দারের নেতৃত্বে আইআইটি খড়গপুরের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরিবর্তিত প্রপালশন ইউনিটটি একটি ট্রেন চালাতে সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করা। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে, ৩-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর স্থাপনের জন্য বগি পরিবর্তন না করেই বিদ্যমান ডিসি ট্র্যাকশন মোটরের সাহায্যে ৩-ফেজ প্রপালশনের কার্যকারিতা পাওয়া যাবে। এই প্রযুক্তি, যা ১০০ শতাংশ দেশীয়.এবং সম্পূর্ণ ভারতীয়, ভারতের যেকোনো মেট্রো সিস্টেমে প্রথমবারের মতো ব্যবহৃত হবে।

খিচুড়িতে পোকাধরা ডাল! অভিভাবকদের বিক্ষোভে উত্তাল হুগলির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২০ ডিসেম্বর ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পোকাধরা ডাল ব্যবহারের অভিযোগ। অভিভাবকদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হুগলির কানাইপুর কলোনির অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। উত্তেজনার মাঝে নিকটবর্তী অঙ্গনওয়াড়ি থেকে ডাল এনে রান্না শুরু করা হয়। তবে উত্তেজিত জনতার দাবি, অবিলম্বে পদক্ষেপ করতে হবে। জানা গিয়েছে, অন্যান্যদিনের মতোই শনিবার সকালে কানাইপুর কলোনির ওই অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলে খিচুড়ি রান্নার প্রস্তুতি চলছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, সেই সময় ডালে পোকা, ধুলো দেখতে পান কয়েকজন অভিভাবক। তা নিয়ে কথা হতেই অভিযোগ ওঠে, গত বৃহস্পতিবারও এই একই ডাল দিয়ে শিশুদের জন্য খিচুড়ি রান্না করা হয়েছিল। এরপরই উত্তাল হয়ে ওঠে কানাইপুরের ওই অঙ্গনওয়াড়ি। স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বুঝে ওই ডাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না বন্ধ করা হয়। পরে পাশের আরেকটি অঙ্গনওয়াড়ি থেকে ডাল শুরু হয় রান্না। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, কেন ছোট ছোট শিশুদের মেয়াদ উত্তীর্ণ, পোকা ধরা ডাল খাওয়ানো হচ্ছে? এর দায় কার? স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবিলম্বে বিষয়টির তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেই জন্য স্কুলগুলোর খাদ্যের মান নিয়মিতভাবে পরীক্ষা করার দাবি করেছেন তাঁরা।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপছে উত্তর! ঘন কুয়াশায় রেড অ্যালার্ট জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ শীতের আগমনে আজ থেকেই বদলে গেল জলপাইগুড়ির চেনা ছবি। ভোরের আলো ফোটার আগেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল জলপাইগুড়ি শহর সহ ময়নাগুড়ি, বানারহাট, ধুপগুড়ি-সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। দীর্ঘ সময় পর এমন কুয়াশার অনুভূতি পেয়ে শীতের মোটা পোশাক বের করে নিতে বাধ্য হলেন সাধারণ মানুষ। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, এদিন ভোরের তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। উত্তরবঙ্গে শীতের দাপট ধীরে ধীরে বাড়ছে বলেই ইঙ্গিত দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। সকাল থেকে রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে মানুষজন আগুন পোহাতে ব্যস্ত, কেউ গরম চা এ চুমুক দিয়ে খানিক গরম অনুভুতি নেওয়ার চেষ্টা করছেন, আবার কেউ কম্বল জড়িয়ে কাজে বেরোচ্ছেন। সামনেই বড়দিন! ২৫ ডিসেম্বরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন চার্চ সাজতে শুরু করেছে আলোয ও সাজে। শীতের হালকা কামড় আর উসবের আমেজ মিলিয়ে এক অন্যরকম পরিবেশ তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে। শীতের আনন্দ উপভোগ করতে পর্যটকদের ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছে জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে। বনবাংলো, নদীর ধারে পিকনিক স্পট কিংবা ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সবকিছুই যেন শীতের ছোঁয়ায় আরও মনোরম হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে কুয়াশা ও শীতের প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। ফলে সকালে যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে শীতের এই প্রথম পরশে জলপাইগুড়িবাসীর যেমন কাপুনি অনুভূত হচ্ছে , তেমনই উৎসবের আগে একরাশ শীতের আনন্দও স্পষ্ট!

পাচারের আগেই ট্রেন থেকে উদ্ধার শয়ে শয়ে কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২০ ডিসেম্বর ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়েছিল আরপিএফ। ট্রেনের মধ্যেই মিলেছিল একাধিক মুখবন্ধ করা ব্যাগ। সেগুলি খুলতেই চমকে ওঠেন আরপিএফ কর্মীরা। ১০-২০টা নয়, ওই ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় ৭৯০টি কচ্ছপ। কচ্ছপ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চারজনকে। বন্যপ্রাণ পাচারের বিরুদ্ধে রেলের তরফে দীর্ঘদিন

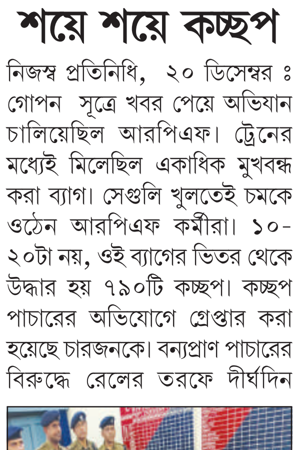

অভিযান চালানো হয়েছে। ওই অভিযানের নাম ' অপারেশন উইলেপ'। শুক্রবার মালদা ডিভিশনে দুই ট্রেনে এই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ওই বিপুল সংখ্যায় কচ্ছপ উদ্ধার হয়েছে। ফরাক্কা এক্সপ্রেস ও ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এই দুটি ট্রেনে করে ওই কচ্ছপ পাচার করা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে আরপিএফের কাছে খবর গিয়েছিল। রেল পুলিশের তরফে শুরু হয় অভিযান। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, বারহাওয়া স্টেশনে ফরাক্কা এক্সপ্রেস থামতেই শুরু হয়েছিল তল্লাশি। একটি কামরায় তিন ব্যক্তিকে দেখে সন্দেহ হয়। তাঁদের সঙ্গে একাধিক ব্যাগও ছিল। জেরা করে কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করতেই বেরিয়ে পড়ে বিপুল সংখ্যায় কচ্ছপ। গ্রেপ্তার করা হয় ওই তিনজনকে। মোট ১৮টি ব্যাগ থেকে ৬৬২টি জীবিত কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়।

বাস টার্মিনাস থেকে গ্রেফতার ৬ দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ শহরের বুকে গভীর রাতে বড়সড় অপরাধের ছক ভেস্তে দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের তপরতা। ভক্তিনগর থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইংয়ের দ্রুত অভিযানে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাসের সামনে থেকে ধারালো অস্ত্র-সহ ছয়জন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হযেছে। পুলিশের এই অভিযানে আপাতত বড়সড় অপরাধের আশঙ্কা থেকে রেহাই পেল শহরবাসী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্র মারফত খবর আসে যে গভীর রাতে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় ১০ থেকে ১২ জন দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে। তাদের হাতে রযেছে ধারালো অস্ত্র এবং কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ছক কষা হচ্ছে বলে আশঙ্কা করা হয়। খবর পেয়েই ভক্তিনগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ দল দ্রুত এলাকায় পৌঁছে যায়। অভিযান চলাকালীন আচমকা পুলিশকে দেখে দুষ্কৃতীরা চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করে। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কয়েকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও পুলিশ ছয়জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। গ্রেফতারের সময.তাদের কাছ থেকে একাধিক ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হযেছে, যা দেখে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শহরে বড়সড় কোনও অপরাধ ঘটানোর পরিকল্পনাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের নাম নেপাল রাজবংশী, তাপস দাস, পরিমল রায়, এম ডি ইসমাইল, বাপ্পি মাহাতো ও সুব্রত সরকার। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের প্রত্যেকেরই অতীতে অপরাধমূলক যোগসূত্র খতিযে.দেখা হচ্ছে এবং তারা কোনও নির্দিষ্ট চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা নিযেও তদন্ত চলছে। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, যেসব দুষ্কৃতী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, তাদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযান শুরু হযেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিভিন্ন থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। এই ঘটনার পর শনিবার ধৃত ছয়জনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হযেছে। পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের জেরা করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী দল।

বর্ধমান স্টেশনে বিহারের নম্বর প্লেটের ৫৫টি বাইক উদ্ধার, তৃণমূল-বিজেপি তরজায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বর্ধমান রেল স্টেশনের পার্সেল অফিসে বিহারের নম্বর প্লেটযুক্ত ৫৫ টি মোটরবাইক উদ্ধার ঘিরে শনিবার তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে শুরু হয় তীব্র তরজা। রেল সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে একটি মালগাড়িতে বিহারের রাজেন্দ্রনগর স্টেশন থেকে বুকিং হয়ে এই ৫৫টি মোটরবাইক বর্ধমান স্টেশন সংলগ্ন পার্সেল গোডাউনে এসে পৌঁছায়। পার্সেল রসিদ অনুযায়ী, বাইকগুলি পূর্ব বর্ধমানের বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্তা-র নামে ইস্যু হযেছে বলে জানা যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বর্ধমান শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি পার্সেল গোডাউনের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান আন্দোলন শুরু করেন। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বিহার থেকে এতগুলি বাইক বর্ধমানে আসার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তন্ময.সিংহ রায় অভিযোগ করে বলেন, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বিহারের নম্বর প্লেটের ৫৫টি বাইক বর্ধমানে ঢোকা মানে স্পষ্টভাবে বাংলায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। আজ বাইক আসছে, কাল হযতো দুস্কৃতী, বোমা-বন্দুক ঢুকবে। বিজেপি পরিকল্পিতভাবে বাংলার বদনাম করতে চাইছে। বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্তা কেন এই বাইক এনেছেন, তার তথ্যসহ উত্তর চাই। অন্যদিকে, তৃণমূলের আরও অভিযোগ, জেলা বিজেপি নেতা খোকন সেন একে একে বাইক ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন, যার পরেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিজেপির তরফে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেন নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র। তিনি বলেন, সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই রেলওয়ে ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে বিহার থেকে বাইকগুলি আনা হযেছে। যথাযথ কাগজপত্র সহ পার্টি অফিসের ঠিকানায় বুকিং করা হযেছে। তৃণমূল নেতারা আইন না বুঝেই চেঁচামেচি করছেন। বিজেপি একটি জাতীয় দল-বিহারে নির্বাচনে ব্যবহৃত বাইকগুলি বাংলায় দলের কর্মীদের সুবিধার জন্যই আনা হয়েছে। এদিকে, বিজেপি নেতা সুনীল গুপ্তার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, কাজের সূত্রে তিনি বর্তমানে বাইরে রযেছেন। অন্যদিকে পার্সেল গোডাউনের রিসিভিং আধিকারিক জানান, শনিবার রাতে মালগাড়িতে ৫৫টি বাইক আসে এবং সেগুলি সুনীল গুপ্তার নামেই ইস্যু করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান স্টেশন চত্বরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও রেল পুলিশ ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণে আসে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত করা হবে।

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত পরিবার, ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২০ ডিসেম্বর ঃ ভরদুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার চাঁচল-২ ব্লকের মানিকনগর গ্রামে। শনিবার দুপুর আনুমানিক দু'টো নাগাদ হঠাৎ অগ্নিসংযোগে একই পরিবারের দুটি ঘর ও একটি রান্নাঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখায় ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র, কাপড় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কর্তা শাহজাহান আলী পেশায় দিনমজুর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। ঘটনাস্থলে পৌঁছান মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন বিধায়ক।

খাবার-দাবার

শীতের স্বাদে বাঙালিয়ানার ছোঁয়াঃ ঘরেই বানান দোকানের মতো নলেন গুড়ের সন্দেশ

শীত এলেই বাঙালির ঘরে ঘরে বদলে যায় আবহ। লেপ-কম্বলের উষ্ণতায় মোড়া দুপুর, কুয়াশা মাখা ভোর আর সন্ধেবেলা চায়ের কাপে ধোঁয়ার নাচ-সব মিলিয়ে শীত মানেই এক আলাদা অনুভূতি। তবে এই ঋতুর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নিঃসন্দেহে নলেন গুড়। খেজুরের রস থেকে তৈরি এই গুড়ের মোলায়েম মিষ্টি স্বাদ আর মোহময় সুবাস বাঙালির রসনাকে যেন শীতের সঙ্গে বেঁধে ফেলে। পিঠে-পুলি থেকে শুরু করে পায়েস, সন্দেশ-নলেন গুড় ছাড়া শীতের মেনু অসম্পূর্ণই থেকে যায়। বাজারে ঢুকলেই শীতের দিনে মিষ্টির দোকানগুলোতে চোখে পড়ে নানান রকম নলেন গুড়ের সন্দেশ। চকচকে সাদা-হালকা বাদামি রঙ, নিখুঁত গ।ন আর সুবাসে ভরা সেই সন্দেশ দেখলেই জল এসে যায় জিভে। তবে প্রতিবার দোকানমুখো না হয়ে যদি নিজের হাতেই তৈরি করা যায় এই শীতের প্রিয় মিষ্টি, তাহলে আনন্দ যে দ্বিগুণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ভালো খবর হল-নলেন গুড়ের সন্দেশ বানানো মোটেই কঠিন নয়। সামান্য উপকরণ আর একটু যত্ন নিলেই ঘরেই তৈরি করা যায় দোকানের মতো স্বাদ আর গন্ধে ভরপুর সন্দেশ। নলেন গুড়ের সংেদশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ছানা। ছানা যত ভালো হবে, সন্দেশের স্বাদ তত নিখুঁত হবে। তাই প্রথম ধাপেই নজর দিতে হবে ছানার মানের দিকে। তাজা দুধ ফাটিয়ে বানানো ছানা হলে সবচেয়ে ভালো ফল পাবেন। ছানা বানানোর পর অবশ্যই পরিষ্কার সুতির কাপড়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, যাতে অতিরিক্ত জল ভালোভাবে ঝরে যায়। জল বেশি থাকলে সন্দেশ নরম হওয়ার বদলে চটচটে হয়ে যেতে পারে। এই রেসিপির জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ২৫০ গ্রাম জল ঝরানো তাজা ছানা, ১০০ থেকে ১২৫ গ্রাম নলেন গুড় (মিষ্টির মাত্রা নিজের রুচি অনুযায়ী কম-বেশি করা যায়), সামান্য এলাচ গুঁড়ো এবং সাজানোর জন্য কিছু কাজু বা কিশমিশ। উপকরণ কম হলেও এখানেই

লুকিয়ে আছে স্বাদের জাদু। ছানা ঝরানো হয়ে গেলে সেটিকে একটি বড় থালায় নিয়ে আসুন। এবার হাতের তালু দিয়ে ধীরে ধীরে কিন্তু ভালো করে মাখতে হবে। এই ধাপটাই সন্দেশের প্রাণ। ছানা যত বেশি মসৃণ হবে, সন্দেশ তত নরম আর মুখে গলে যাওয়া হবে। অন্তত ৮-১০ মিনিট ধরে মাখলে ছানা মাখনের মতো নরম হয়ে আসবে। কোনো দানা বা দানাদার ভাব থাকলে সন্দেশের গ।ন ঠিকমতো আসবে না, তাই ধৈর্য ধরে এই কাজটি করা জরুরি। এবার চুলায় একটি নন-স্টিক প্যান বসিয়ে মাঝারি আঁচে নলেন গুড় দিন। গুড় ধীরে ধীরে গলে তরল হয়ে উঠবে। এই সময় গুড় বেশি জ্বাল দেওয়া যাবে না, কারণ অতিরিক্ত আঁচে গুড় পুড়ে স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গুড় পুরোপুরি গলে গেলে তাতে মাখানো ছানা ও সামান্য এলাচ গুঁড়ো দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে ক্রমাগত হালকা হাতে নাড়তে থাকুন। এই ধাপেই সন্দেশের রং আর গন্ধ তৈরি হয়। নলেন গুড়ের সুবাস ধীরে ধীরে ছানার সঙ্গে মিশে রান্নাঘর ভরে দেবে এক অপূর্ব শীতের ঘ্রাণে। সাধারণত ৭ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে মিশ্রণটি ঘন হয়ে মণ্ডের মতো পাকতে শুরু করে এবং প্যানের গা ছেড়ে আসতে থাকে। এই সময়ই চুলা থেকে নামানোর সঠিক মুহূর্ত। একটু বেশি সময় রাখলে সন্দেশ শক্ত হয়ে যেতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রাখাই ভালো। চুলা থেকে নামানোর পর মণ্ডটিকে সামান্য ঠান্ডা হতে দিন, তবে পুরোপুরি ঠান্ডা নয়। হালকা উষ্ণ থাকতেই হাতে নিয়ে পছন্দমতো আকার দিন-গোল, চৌকো বা ডিম্বাকৃতি। চাইলে বাজারে পাওয়া সন্দেশের ছাঁচ ব্যবহার করেও সুন্দর নকশা বানানো যায়। শেষে উপরে কাজু বা কিশমিশ বসিয়ে সাজিয়ে নিলেই তৈরি আপনার ঘরোয়া নলেন গুড়ের সন্দেশ। এই সন্দেশ খাওয়ার আগে চাইলে ফ্রিজে কিছুক্ষণ রেখে ঠান্ডা করে নিতে পারেন। শীতের বিকেলে গরম চায়ের সঙ্গে বা রাতের খাবারের পর ডেজার্ট হিসেবে পরিবেশন করলে প্রশংসা পেতে বাধ্য। সবচেয়ে বড় কথা, এতে কোনো কৃত্রিম রং বা সংরক্ষণকারী নেই-শুধুই খাঁটি স্বাদ আর ঘরের যত্ন। এই শীতে তাই বাজারের ভি। এড়িয়ে একদিন সময় বের করে নিজেই বানিয়ে ফেলুন নলেন গুড়ের সন্দেশ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিষ্টি বানানোর আনন্দ ভাগ করে নিন, আর শীতের আড্ডা জমুক ঘরে তৈরি টাটকা সন্দেশের মোলায়েম স্বাদে।

শীতের পাতায় পালংয়ের নতুন রূপ মাছ-মাংসে মিশে জমে উঠুক 'হট' স্বাদের বাহারি রেসিপি

শীতকাল মানেই বাজার ভরা টাটকা শাকসবজি। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মটরশুঁটির সঙ্গে যে শাকটি বাঙালির রান্নাঘরে সবচেয়ে নিয়মিত হাজির থাকে, তা হল পালং শাক। পুষ্টিগুণে ভরপুর এই শাক যেমন শরীরের জন্য ভালো, তেমনই স্বাদেও অনন্য। সাধারণত পালং শাক মানেই অনেকের মাথায় আসে সাদামাটা ঝোল, ভাজা বা ডাল দিয়ে রান্না। কিন্তু রোজ রোজ একই স্বাদে খেতে খেতে একঘেয়েমি এসে যেতেই পারে। ঠিক সেই কারণেই শীতের পাতে একটু বদল আনতে পালং শাককে নিয়ে আসুন মাছ-মাংসের নতুন জুটিতে। এক শাক, অথচ রান্নার ধরন অসংখ্য। সঠিক উপকরণ আর একটু কৌশল জানলেই পালং শাক দিয়ে বানানো যায় জমিয়ে দেওয়া মাছ-মাংসের পদ, যা গরম ভাত কিংবা রুটি-দু'য়ের সঙ্গেই সমানভাবে মানানসই। শীতের দিনে শরীর গরম রাখতে এবং স্বাদে বৈচিত্র্য আনতে এমন ' রেসিপি'র জু।ি মেলা ভার। আজ রইল পালং শাক দিয়ে তৈরি দু'টি বিশেষ পদ-পালং শাক ইলিশ ও পালং চিকেন। সহজ উপকরণে, ঘরোয়া কায়দায়, কিন্তু স্বাদে একেবারে আলাদা।--

পালং শাক ইলিশ

ইলিশ আর শীত-এই দু'য়ের মিলনেই বাঙালির রসনা সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত হয়। সরষে ইলিশ তো চিরকালীন ক্লাসিক, তবে তারই একটু ভিন্ন স্বাদের রূপ হল পালং শাক ইলিশ। পালংয়ের হালকা তিতকুটে স্বাদ আর ইলিশের তেলতেলে ঘ্রাণ একসঙ্গে মিশে তৈরি করে এক অনন্য পদ।

উপকরণ-

২ টুকরো ইলিশ মাছ, ১ কাপ পালং শাক কুচি, ৪টি কাঁচালঙ্কা বাটা, আধ কাপ কুচনো পেঁয়াজ, সামান্য হলুদ, ১ টেবিল চামচ সরষে বাটা, আঃ

দাজমতো তেল ও নুন, ফোড়নের জন্য কালোজিরে।

প্রণালী--প্রথমে ইলিশ মাছ ভালো করে ধুয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে নিন। ক।ইয়ে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা করে ভেজে তুলে রাখুন। বেশি ভাজবেন না, এতে মাছ শক্ত হয়ে যেতে পারে। এবার ওই তেলেই কালোজিরে ফো।ন দিন। ফো।নের ঘ্রাণ বেরোতেই কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাজুন। পেঁয়াজ হালকা বাদামি রঙ ধরলে কাঁচালঙ্কা বাটা ও সরষে বাটা দিন। এবার পালং শাক কুচি দিয়ে অল্প আঁচে কষাতে থাকুন। শাক নরম হয়ে এলে সামান্য জল দিয়ে ভাজা মাছগুলো ক।ইয়ে দিন। ঢাকনা চাপা দিয়ে আঁচ কমিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করুন। ঝোল শুকনো হয়ে এলে নামিয়ে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে এই পালং শাক ইলিশ শীতের দুপুরে একেবারে জমে যাবে।

পালং চিকেনঃ রুটি-পরোটার সঙ্গে জমাটি জুটি

যাঁরা মাছের পাশাপাশি মাংসও পছঃ দ করেন, তাঁদের জন্য পালং শাক দিয়ে চিকেন একেবারে আদর্শ পদ। উত্তর ভারতের ' চিকেন'-এর ঘরোয়া বাঙালি সংস্করণ বলা যেতে পারে এই রান্নাকে। মাখনের হালকা ঘ্রাণ আর পালংয়ের মিহি স্বাদে মুরগির মাংস হয়ে ওঠে আরও রসাল।

উপকরণ-মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, পালং শাক ২৫০ গ্রাম, ধনেপাতা বাটা ১ কাপ, পেঁয়াজ ২টি, কাঁচালঙ্কা ৫টি, আদা-রসুন বাটা ১ চামচ, এলাচ ২টি, লবঙ্গ ২টি, গোলমরিচ গুঁ।ো ১ চা চামচ, মাখন ২ চা চামচ, চিনি ২ চা চামচ, নুন স্বাদমতো, তেল পরিমাণমতো, হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ।

প্রণালী--

প্রথমে মুরগির মাংস লেবুর রস, নুন, চিনি, ধনেপাতা বাটা, গোলমরিচ, আদা-রসুন বাটা ও সামান্য হলুদ দিয়ে ভালো করে মেখে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখুন। এদিকে পালং শাক ভালো করে ধুয়ে অল্প জলে সেদ্ধ করুন। পাঁচ মিনিট পর নামিয়ে জল ঝরিয়ে মিক্সিতে দিয়ে মিহি করে বেটে নিন।এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে গোটা এলাচ, লবঙ্গ ও কাঁচালঙ্কা ফো।ন দিন। কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে ভাজুন যতক্ষণ না পেঁয়াজ নরম ও হালকা বাদামি হয়। এরপর আদা-রসুন বাটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিন। এবার ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে ভালো করে কষাতে থাকুন। মাংসের রং বদলালে পালং শাক বাটা যোগ করুন।সবকিছু একসঙ্গে ভালো করে কষিয়ে অল্প জল দিন, নুন ও মিষ্টি সামঞ্জস্য করে ঢাকনা চাপা দিয়ে রান্না করুন। প্রায় সাত মিনিট পর নামিয়ে মাখন ছ।িয়ে দিন। রুটি, পরোটা বা নান-যার সঙ্গেই খান না কেন, এই পালং চিকেন শীতের রাতে মন ভরাবে।শীতের দিনে খাবারে যদি স্বাস্থ্য আর স্বাদের মেলবন্ধন চান, তবে পালং শাকের এই রকমারি পদগুলো অবশ্যই একবার চেষ্টা করে দেখুন। একঘেয়ে শাকের রান্না ভুলে শীতের পাতে আনুন নতুনত্ব, আর পরিবারের প্রশংসা কুড়োন নিজের হাতের রান্নাতেই।

বিকশিত ভারত- জি রাম জি আইন, ২০২৫

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বরঃ বিকশিত ভারত- জি রাম জি আইন, ২০২৫ মনরেগা-র পরিবর্তে বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন বিধিবদ্ধ কাঠামো প্রবর্তন করেছে। গ্রামীণ পরিবারপ্রতি কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে, ফলে আয় সুরক্ষা আরও জোরদার হয়েছে। চারটি অগ্রাধিকার ক্ষেত্র জুড়ে সুস্থায়ী গ্রামীণ পরিকাঠামোর সঙ্গে মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থানের সংযোগ স্থাপন করা হযেছে। বিকশিত গ্রাম পঞ্চাযেত় পরিকল্পনার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা জোরদার করা হয়েছে এবং বিকশিত ভারত জাতীয় গ্রামীণ পরিকাঠামো স্তুপের মাধ্যমে জাতীয় স্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। আদর্শিক অর্থায়ন ও কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত কাঠামোতে রূপান্তরের ফলে, জবাবদিহি এবং কেন্দ্র-রাজ্য অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী হযেছে। ভূমিকা-

২০০৫ সালে প্রণযনের পর থেকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয ়গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চযত়া আইন (মনরেগা) গ্রামীণ এলাকায ়মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয ়স্থিতিশীলকরণ এবং মৌলিক পরিকাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ভারতের কাঠামো ও প্রযে়াজনীযত়ায ়উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আয়ের বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তার এবং জীবিকার বহুমুখীকরণ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের চাহিদার প্রকৃতি বদলে দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সরকার ' ভারত- গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫'-এর প্রস্তাব করেছে, যা বিকশিত ভারত- জি রাম জি আইন, ২০২৫ নামেও পরিচিত। এই বিল মনরেগা-র একটি বিস্তৃত বিধিবদ্ধ পুনর্গঠনকে নির্দেশ করে, যা বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে সংযুক্ত করার পাশাপাশি জবাবদিহি, পরিকাঠামোগত ফলাফল এবং আয় সুরক্ষাকে আরও শক্তিশালী করে। ভারতে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন নীতির পটভূমি- ভারতে মজুরি-ভিত্তিক কর্মসংস্থান উদ্যোগ একাধিক ধাপে বিকশিত হযেছে। ষাটের দশকের গ্রামীণ মানবসম্পদ কর্মসূচি এবং ১৯৭১ সালের গ্রামীণ কর্মসংস্থান সংকট মোকাবিলা প্রকল্প দিয়ে এর সূচনা হয়। পরবর্তী সময়ে আশি ও নব্বই-এর দশকে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচির মতো উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা ১৯৯৩ সালে জহর রোজগার যোজনায় একীভূত হয় ়এবং ১৯৯৯ সালে সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনায় রূপান্তরিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় বাড়ানো। কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প এবং খাদ্যের বিনিময়ে কাজ কর্মসূচির মতো সম্পূরক উদ্যোগ মৌসুমি বেকারত্ব ও খাদ্য সুরক্ষার সমস্যা মোকাবিলা করে। ১৯৭৭ সালের মহারাষ্ট্র কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা কাজের আইনগত অধিকার ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করে। এই অভিজ্ঞতাগুলির পরিণত রূপ হিসেবেই ২০০৫ সালে মহাত্মা গান্ধী জাতীয গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চযত়া আইন প্রণীত হয়, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি দেশব্যাপী আইনগত কাঠামো প্রদান করে।

মনরেগার বিবর্তন ও ধাপে ধাপে সংস্কারের সীমাবদ্ধতা-মহাত্মা গান্ধী জাতীয ়গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন একটি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি হিসেবে প্রতি বছর গ্রামীণ পরিবারগুলিকে অন্তত ১০০ দিনের নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত অদক্ষ শ্রমভিত্তিক কাজের সুযোগ দিযে ়জীবিকা সুরক্ষা জোরদার করার লক্ষ্য নিয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত একাধিক সংস্কারের ফলে, এর বাস্তবাযনে অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা এবং ডিজিটাল শাসনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে।

ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মা ২০২৫ সালে আজীবন সদস্যপদ এবং একাধিক শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কারে ভূষিত

বালুরঘাট ঃ ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিয়ে তাঁর গবেষণা কর্ম এবং বালুরঘাট কলেজে শিক্ষকতার জন্য গবেষণা শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার, মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রীয় গৌরব পুরস্কার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন সম্মাননা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মা বালুরঘাট কলেজের অর্থনীতি বিভাগের একজন কৃতী সহকারী অধ্যাপক, যিনি ইকোনোমেট্রিক্স, উন্নয়ন অর্থনীতি, ভারতীয় অর্থনীতি, কৃষি অর্থনীতি, পাবলিক ফাইন্যান্স, মাইক্রোইকোনমিক্স, ম্যাক্রোইকোনমিক্স, গাণিতিক অর্থনীতি, পরিসংখ্যান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ। তিনি ভারতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে অর্থনীতিতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন, যা সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নীতি বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতার প্রতিফলন। ডঃ শর্মা তাঁর কর্মজীবনে ধারাবাহিকভাবে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করেছেন, অর্থনীতিতে এম.এ. করার সময় একাধিক স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন এবং শিক্ষকতার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পুরস্কার ও বৈজ্ঞানিক সূচকে উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেলসিয়ান কলেজ সহ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁর শিক্ষকতার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং তিনি ইউজিসি-স্পনসরড ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট ও রিফ্রেশার প্রোগ্রামগুলিতে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর গবেষণা অবদানের মধ্যে জার্নাল নিবন্ধ এবং বইয়ের অধ্যায় সহ ১৪টি প্রকাশনা রয়েছে, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, উন্নয়নের সামাজিক-অর্থনৈতিক নির্ধারক, অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময় শিক্ষার প্রভাবের মতো বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। তাঁর কাজ ভারতে ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধির কৌশলগুলিকে বাস্তবসম্মত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাধানের সাথে একীভূত করার উপর জোর দেয়, যা একাডেমিক আলোচনা এবং নীতি কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। এছাড়াও, তিনি সাতটি পেশাদার এবং একাডেমিক সংস্থার আজীবন সদস্যপদ লাভ করেছেন, যা বৃহত্তর গবেষণা ও শিক্ষা সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর সক্রিয় সম্পৃক্ততাকে তুলে

ধরে। তাঁর শিক্ষকতা, গবেষণা এবং প্রকাশনার মাধ্যমে, ডঃ শর্মা অর্থনীতিতে একজন উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন গবেষণায় জ্ঞান ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করছেন। এখানে ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মা ২০২৫ সালে ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চার্স এবং ওয়েলরেড ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত পুরস্কারগুলির একটি যাচাইকৃত সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো, যা তাঁর নিজস্ব পেশাদার পোস্ট এবং সাংগঠনিক রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরিঃ

১. ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চার্স - আজীবন সদস্যপদ এবং গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব (২০২৫)

ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মাকে ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চার্স কর্তৃক আজীবন সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের জন্য গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই সম্মান তাঁর গবেষণা অবদান এবং গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসামান্য কর্মক্ষমতার প্রতিফলন।

২. জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আজীবন সম্মাননা-ওয়েলরেড ফাউন্ডেশন পুরস্কার, যার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। ওয়েলরেড ফাউন্ডেশনের একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্ট অনুসারে, ডঃ জ্যোতি কুমারী শর্মাকে একজন জাতীয় শিক্ষক হিসেবে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা সংস্থাটির পক্ষ থেকে আজীবন সম্মাননা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কারের প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করা হয়েছে। ওয়েলরেড ফাউন্ডেশন নিয়মতভাবে শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং সমাজসেবীদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার প্রদান করে তার এই স্বীকৃতি এই বিভাগের অধীনে পড়ে।

৩. বুক অফ অ্যাওয়ার্ড এক্সেলেন্স ইন রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডস, ২০২৫ সালে, ডঃ শর্মা অর্থনীতি, ইকোনোমেট্রিক্স এবং ফাইন্যান্সে তার শিক্ষাগত ও গবেষণা অবদানের জন্য Book-ofAward.com থেকে একটি এক্সেলেন্স ইন রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন।

৪. নারী ক্ষমতাযন় মহাত্মা গান্ধী নেশন প্রাইড অ্যাওয়ার্ড। ২০২৫ সালে নারী ক্ষমতায়ন-সম্পর্কিত স্বীকৃতি এবং শ্রেষ্ঠত্বের সার্টিফিকেটের জন্য তাকে সামাজিক প্ল্যাটফর্মে সম্মানিত করা হয়েছে।০২৫ সালের স্বীকৃতির সারসংক্ষেপ, পুরস্কার স্বীকৃতি প্রদানকারী সংস্থা বিভাগ,আজীবন সদস্যপদ ও গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চার্স গবেষণা শ্রেষ্ঠত্ব ২০২৫। জাতীয় শিক্ষক জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি ওয়েলরেড ফাউন্ডেশন শিক্ষকতা ও অবদান পুরস্কার। গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব পুরস্কার (অর্থনীতি) বুক অফ অ্যাওয়ার্ড একাডেমিক গবেষণা, নারী ক্ষমতায়নের জন্য সার্টিফিকেট ইনস্টাগ্রাম পোস্ট ক্ষমতায়ন কাজের জন্য স্বীকৃতি।

আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাংকিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া'র সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয় ২০২৫' প্রকাশ

২০ডিসেম্বর ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাংকিং এবং হুরুন ইন্ডিযা ' ফার্স্ট প্রাইভেট অ্যান্ড হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৫' -এর তৃতীয় সংস্করণ চালু করেছে, যা ২০০০ সালের পর প্রতিষ্ঠিত ভারতের ২০০টি সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানির তালিকা। এই কোম্পানিগুলিকে তাদের মূল্য অনুসারে স্থান দেওয়া হয়েছে, লিস্টেড কোম্পানিগুলির জন্য মার্কেট ক্যাপিটালিসেশান এবং নন লিস্টেড কোম্পানিগুলির ভালুয়েশন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এই তালিকাটি পৌঁছানোর শেষ তারিখ ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫। এই তালিকাটি শুধুমাত্র ভারতে সদর দপ্তরযুক্ত কোম্পানিগুলিকে বোঝায় (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি এবং বিদেশী কোম্পানির সহায়ক সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়)। ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৫ তালিকার সমস্ত কোম্পানির সম্মিলিত মূল্য হল ৪২ লক্ষ কোটি টাকা এবং এতে ভারতের ৫১টি শহরের উদ্যোক্তারা রয়েছেন। তালিকাটি শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মতো, ইটারনালের প্রতিষ্ঠাতা দীপিন্দর গোয়েল (৪২) ডিমার্টের আর কে দামানিকে (৭০) ছাড়িয়ে এক নম্বর স্থান অধিকার করেছেন। ৮৮ জন উদ্যোক্তা নিয়ে বেঙ্গালুরু শীর্ষে, তার পর আছে ৮৩ জন উদ্যোক্তা নিয়ে মুম্বাই এবং ৫২ জন নিয়ে নয়াদিল্লি, সব মিলিয়ে এরা তালিকার অর্ধেকেরও বেশি। আর্থিক পরিষেবা খাতের শীর্ষে ৪৭টি কোম্পানি রয়েছে, তারপরে রয়েছে সফটওয়্যার ও পরিষেবা (২৮), স্বাস্থ্যসেবা (২৭) এবং খুচরা (২০)। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১৮৯টি কোম্পানি - তালিকার প্রায় ৯৫ - বহিরাগত বিনিয়োগকারী, বাকিগুলো নতুন বিনিয়োগকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পাক সেনাঘাঁটিতে তালিবানি জঙ্গিদের আঘাত, নিহত একাধিক জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বরঃ ফের রক্তাক্ত হল পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা। বিদ্রোহ, সন্ত্রাস আর অস্থিরতার আগুনে পুড়তে থাকা পাকিস্তানে শুক্রবার ভয়াবহ আত্মঘাতী হামলার সাক্ষী থাকল উত্তর ওয়াজিরিস্তান। খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের এই আফগানিস্তান-সংলগ্ন জেলায় একটি পাক সেনা ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে চালানো হয় পরিকল্পিত ফিদায়েঁ হামলা। ঘটনায় অন্তত চার জন পাকিস্তানি সেনা জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ জন। বিস্ফোরণের ভয়াবহতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের একাধিক বাড়ি ও একটি মসজিদ। নিহতদের তালিকায় সাধারণ নাগরিক, মহিলা ও শিশুর নামও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাক সেনা ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে উত্তর ওয়াজিরিস্তানের একটি সেনাঘাঁটির কাছে আচমকাই বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সেনা ক্যাম্পের বাইরের প্রাচীরে সজোরে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে যায় শক্তিশালী বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের অভিঘাতে সেনা ক্যাম্পের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে প।ে। চারদিকে ধোঁয়া আর ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে পড়ে। পাক সেনার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই হামলার নেপথ্যে ছিল এক আত্মঘাতী জঙ্গি ও আরও তিন জন সশস্ত্র হামলাকারী। বিস্ফোরণের পর সুযোগ বুঝে তিন বন্দুকধারী জঙ্গি সেনা ক্যাম্পের ভিতরে ঢুকে এলোপাথা।ি গুলি চালাতে শুরু করে। ক্যাম্পে থাকা সেনারা পাল্টা গুলি চালালে শুরু হয় তীব্র সংঘর্ষ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা গুলির ল।ইয়ের পর নিরাপত্তা বাহিনী তিন হামলাকারীকেই নিকেশ করতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে প্রাণ হারান চার জন পাক সেনা জওয়ান। আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের অভিঘাতে সেনা ক্যাম্প সংলগ্ন একটি মসজিদ আংশিকভাবে ভেঙে পড়ে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের বেশ কয়েকটি বা।ি। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা প।ে কিছু সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনার পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পাক সেনা।এই হামলার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। একটি বিবৃতিতে টিটিপি দাবি করেছে, পাক সেনার অভিযানের প্রতিশোধ নিতেই এই হামলা চালানো হয়েছে। পাক সেনার পক্ষ থেকে যদিও স্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছে, এই হামলার পরিকল্পনা ও নির্দেশ এসেছে আফগানিস্তান থেকেই। সেনা সূত্রের দাবি, আফগান ভূখণ্ডে বসে টিটিপি নেতৃত্ব এই হামলার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করেছিল। উল্লেখ্য, আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া ও বালুচিস্তান প্রদেশ দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই অঞ্চলগুলিতে টিটিপি-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। পাকিস্তানের অভিযোগ, আফগানিস্তানের মদত ও আশ্রয়েই এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সীমান্ত পেরিয়ে পাক ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে। যদিও কাবুল প্রশাসন বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উত্তর ওয়াজিরিস্তান বিশেষভাবে পরিচিত একটি অশান্ত এলাকা হিসেবে। অতীতে বহুবার এই জেলায় পাক সেনা ও জঙ্গিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। স্থানীয় পশতুন জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও জঙ্গি প্রভাব মিলিয়ে এই এলাকা কার্যত বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ফলে সেনা ছাউনি বা নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা এখানে নতুন কিছু নয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এই অঞ্চল দিয়েই গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি-র একাংশ। পাকিস্তানের কাছে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই খাইবার পাখতুনখোয়া ও সংলগ্ন এলাকাগুলির নিরাপত্তা নিয়ে ইসলামাবাদের উদ্বেগ বহুদিনের। জঙ্গি হামলার মাধ্যমে এই অঞ্চলে অস্থিরতা তৈরি হলে সিপিইসি প্রকল্পও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই হামলার পর ফের একবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সম্পর্কের টানাপো।নে সামনে এসেছে। ইসলামাবাদ সরাসরি কাবুলের দিকে আঙুল তুললেও সীমান্তবর্তী এই অস্থিরতার স্থায়ী সমাধান এখনও অধরা। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের এই রক্তক্ষয়ী হামলা আবারও প্রমাণ করল, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতি কতটা নাজুক এবং জঙ্গি হামলার ছায়া থেকে দেশটি এখনও কত দূরে।

খেলাধুলার বিকল্প নেই ঃ মন্ত্রী টিংকু

কৈলাসহর (ত্রিপুরা), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানালেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী টিংকু রায়। শনিবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত ' জেলাভিত্তিক নেশামুক্ত ত্রিপুরা অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপ'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান, নেশায় আসক্তদের নিরাময় ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, কৈলাসহরে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট নেশামুক্তি কেন্দ্র ও হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই নেশামুক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। তিনি আরও জানান, বিশ্রামগঞ্জে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট নেশামুক্তি কেন্দ্র ও হাসপাতাল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১১০ কোটি টাকা। মন্ত্রী বলেন, যুবসমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে খেলাধুলার বিকল্প নেই।

CHANGE OF NAME

I, SHANKHA SHUVRA NANDI(old Name) S/o Pradip Kumar Nandi residing at Nibedita Sarani, Ward No. 8, P.S. Kotwali, PO & Dist. Jalpaiguri West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) SANKHA SUVRA NANDY (New Name) vide an affidavit No. 194 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri on dated 16/12/2025. SHANKHA SHUVRA NANDI and SANKHA SUVRA NANDY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SHRILAL JATAV(old name) S/o Shri Khairuram residing at Gram Kiroli, Dist-Shivpuri, State-Madhya Pradesh-473551, have changed my name(Shall henceforth be known as) SHRILAL CHOUDHARY (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah dated 16/12/2025. SHRILAL JATAV and SHRILAL CHOUDHARY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUSHIL JATAV(old name) S/o Shrilal Choudhary residing at Gram Kiroli, Dist-Shivpuri, State-Madhya Pradesh-473551, have changed my name (Shall henceforth be known as) SUSHIL CHOUDHARY (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Howrah dated 16/12/2025. SUSHIL JATAV and SUSHIL CHOUDHARY both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, DHANANJOY RANG(old Name) S/o Late Panchu Rang aged about 60 years residing at 126/C, Shyamnagar Road, PO Bangur Avenue, Dist:- North 24 Parganas, Kolkata-700055 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) BHARAT RONG (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on dated 20/12/2025. DHANANJOY RANG(old Name) and BHARAT RONG(New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sampreeti Baidya(old Name) D/o Sandip Kumar Goswami residing at Preeti Apartment, 356/20/1A, N.S.C Bose Road, ICICI Bank, Garia, PO. Naktala, Kolkata-700047 West Bengal, India have changed my name (Shall henceforth be known as) Sampreeti Goswami (New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on dated 20/12/2025. Sampreeti Baidya and Sampreeti Goswami both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি জয়দের বিশ্বাস পিতা ৺ ধর্মদাস বিশ্বাস সাং হরনগর পোষ্ট ঘূর্ণী থানা কোতয়ালী নদীয়া আমার ভোটার কার্ড WB11-075-006763 ও দান পত্র দলিলে 1-9595/ 2017 তে আমার পিতার নাম ধর্মদাস বিশ্বাস আছে। বাড়ির জমির L.R পর্চাতে) নং 213 ধর্মদাস মন্ডল আছে। 15/12/25 (19416 এফিডেভিট নং) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে ধর্মদাস বিশ্বাস ও ধর্মদাস মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, UTTAM SAHA, S/o Lt. Kesto Saha, residing at Vill Bongaon Rail Bazar, P.O. & P.S. Bongaon, Dist. North 24 Pgs shall henceforth be known as Uttam Saha,S/o Gopal Saha as declared before the 1st class Judicial Magistrate at Bongaon vide affidavit No. 16567dt. 18/11/2025. Now Kesto Saha and Gopal Saha both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dhaku Ram Sarkar (Old Name), F/O Dilip Sarkar, residing at Batasagoli, Ward No. 14, P.S. Kotwali, P.O. & Dist. Jalpaiguri, Pin- 735101, (W.B.) shall henceforth be known as Dhaku Sarkar (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide affidavit SL. No. 24563, Dated 17.12.2025 Dhaku Ram Sarkar (Old Name) and DhAaku Sarkar (New Name) both are the same and one identical person.

I, Showheb Shakil, S/o- Md Shakil, R/o – 99, Jaya Bibi, Road, PO-Ghusuri, District- Howrah, West Bengal - 711107, stated that my father name written in my Madhyamik Admit Card & Registration Certificate as Md Shakeel and in all other documents as Md Shakil. I hereby declare that both are same and one identical person and shall be known as Md Shakil for all the purposes.

পর্যটনের মরশুমে পুরুলিয়ায় বাড়তি নিরাপত্তা, চালু বন দফতরের হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ পর্যটন মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ লাল মাটির জেলা পুরুলিয়া। কমবেশি সারা বছরই পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকে এই জেলায়। তবে পর্যটনের মরশুমে রেকর্ড মাত্রায় পর্যটকদের ভিড় দেখতে পাওয়া যায় পুরুলিয়া বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। পর্যটকদের সুবিধার্থে জেলা বন বিভাগ

নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের বামনি ফলস ও মুরগুমা জলাধারে তৈরি করা হয়েছে বন বিভাগের হেল্প ডেস্ক। যাতে পর্যটকদের কোনও অসুবিধার মুখে না পড়তে হয় সেই কারণেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে পুরুলিয়া বনবিভাগের ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, পর্যটকদের সুবিধার্থে এই হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। যদি কোনও পর্যটকের কিছু জিজ্ঞাসা থাকে, তাঁরা এই হেল্প ডেস্ক থেকে সেই সহযোগিতা পাবেন। এছাড়াও এই হেল্প ডেস্কে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকছে। পর্যটনে যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে এই জেলা, সেই কারণেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দিঘা, পুরী, দার্জিলিং এর পরেই ভ্রমণ প্রেমীদের পছন্দের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে সুন্দরী পুরুলিয়া। পর্যটনের মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে ঠাসা থাকে গোটা জেলা। হোটেল, রিসর্ট, হোম-স্টে সবকিছুই থাকে হাউসফুল। তাই পর্যটকদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক তৈরি করেছে জেলা বনবিভাগ। যাতে সুষ্ঠু ভাবে বড়দিন ও নববর্ষ পালন করতে পারেন পর্যটকরা। সেই কারণেই বন দফতরের এই উদ্যোগ।

অপারেশন নানহে ফারিস্তি-তে ৪ নাবালক উদ্ধার

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ অসহায় শিশুদের সুরক্ষার জন্য দ্রুত এবং সহানুভূতিশীল পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) বৃহস্পতিবার 'অপারেশন নানহে ফারিস্তি'-তে অধীনে চার নাবালক ছেলেকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে। হাওড়া, শিয়ালদহ এবং আসানসোল ডিভিশনের আরপিএফ কর্মীরা বিভিন্ন স্টেশনে সমন্বিত উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালীন, হাওড়া এবং ডানকুনি স্টেশনে দুটি নাবালক ছেলেকে লক্ষ্যহীনভাবে চলাচল করতে দেখা যায়। জানা গেছে, ওদের একজন ভুল করে ট্রেন নম্বর ১৩১৫২ ডাউন (কলকাতা এক্সপ্রেস) এ উঠে কলকাতা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। অন্যদিকে পারিবারিক কলহের কারণে অন্য একজন নাবালক বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। উদ্ধার হওয়া চার নাবালককে নিরাপদে আরও যত্ন, পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নিয়ম অনুসারে সংশ্লিষ্ট 'চাইল্ডলাইন' কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ খবর জানিয়ে রেলের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পূর্ব রেল ও আরপিএফ রেলওয়ে প্রাঙ্গণ এবং ট্রেনে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শিশু কল্যাণ সংস্থাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের সুরক্ষা, উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে।

চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলার চেষ্টা, আটক ১২

চট্টগ্রাম, ২০ ডিসেম্বর ঃ চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলার চেষ্টা,আটক ১২, আগুন জ্বলছে বাংলাদেশে। গোটা

বাংলাদেশ জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। ভারত বিরোধী স্লোগান গোটা বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে গেছে। গোটা বাংলাদেশে এখন চিৎকার। বয়স্করা এবং মহিলারা আতঙ্কে ঘর ছেড়ে বেরোতে পারছেন না। গোটা বাংলাদেশ জুড়ে দাঙ্গা পরিস্থিতি, একজন আরেকজনের উপর সরাসরি আক্রমণ করছে। বাংলাদেশে এখন চারিদিকে ভারী বুটের শব্দ । চট্টগ্রাম জুড়ে শূন্যতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিলিটারি বুটের আওয়াজ, এবং সেনাবাহিনীর গাড়ির শব্দ শুনতে পারা যাচ্ছে। পরিস্থিতি যতক্ষণ না স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ বাংলাদেশকে বিপদজনক শহর হিসাবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘ তিনমাস পর খাঁচা বন্দি লেপার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর ঃ চা বাগানে লেপার্ডের আতঙ্কে দিন গুজরান করছিলেন শ্রমিকরা। বসতি এলাকা থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল গবাদিপশু। খাঁচা বসানোর দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করার পর অবশেষে খাঁচাবন্দি হল সেই লেপার্ড। নকশালবাড়ির জাবরা ডিভিশন চা বাগানের খাঁচাবন্দি হয়েছে লেপার্ডটি। উল্লেখ্য, গত তিন মাস ধরে আতঙ্কের মধ্যেই চা পাতা তোলার কাজ করছিলেন চা শ্রমিকরা। সম্প্রতি লেপার্ডের আতঙ্ক অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল চা বাগান এলাকায়। এমনকী লেপার্ডের হানায় জখম হন চা শ্রমিক থেকে শুরু করে গবাদিপশুরা। ফলে লেপার্ডটি খাঁচাবন্দি করার দাবি উঠছিল বারবার। আর অবশেষ তা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত, খাঁচা বসানোর দাবিতে গত ১৩ ডিসেম্বর বন দফতরে স্মারকলিপি পেশ করার পর গত বৃহস্পতিবার খাঁচা বসানোর কাজ করে পানিঘাটা বনদফতর। এদিন শনিবার ভোরে টোপ গিলে ফাঁদে পা দেয় লেপার্ডটি। ফলে খাঁচাবন্দি করা সম্ভব হয়েছে। সকালে চা শ্রমিকরা বিষয়টি দেখে বন দফতরকে খবর দেন। খবর পেয়ে বন দফতরের কর্মীরা এসে খাঁচাবন্দি লেপার্ডটি উদ্ধার করেন। জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া লেপার্ডটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সেটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। বন দফতর সূত্রে জানা গেছে এমনটাই। এই ঘটনায় স্বস্তির হাওয়া শ্রমিক মহলে। যদিও এলাকায় আরও লেপার্ড আছে বলে দাবি স্থানীয়দের। সেগুলিকে ধরতেও খাঁচা পাতার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

ঘন কুয়াশার জেরে দিল্লি বিমানবন্দরে বাতিল ১৩০টি বিমান, ব্যাহত পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ঃ ঘন কুয়াশার জেরে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (আইজিআইএ) বিমান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার অন্তত ১৩০টি বেশি বিমান বাতিল করা হয়েছে। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স একটি ট্রাভেল এডভাইজারি জারি করেছে। তাতে যাত্রীদের বলা হয়েছে, বিমানবন্দরে তাদের বিমানের সাম্প্রতিক অবস্থা জানার জন্য। দিল্লি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কম দৃশ্যমানতার জন্য বিমান চলাচল বিলম্বিত বা ব্যাহতের বিষয়ে সতর্কতা জারি করেছে। । বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ এও জানিয়েছে যে, তাদের গ্রাউন্ড স্টাফরা যাত্রীদের সহায়তা করতে কাজ করছে। এছাড়াও দিল্লি, রাঁচি, জম্মু ও হিন্ডন বিমানবন্দরে কম দৃশ্যমানতার প্রভাব পড়তে পারে এবং যাত্রীদের নিয়মিত ফ্লাইট স্ট্যাটাস যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিনের মতোই শুক্রবার সকালেও রাজধানীর ঘুম ভেঙেছে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে। দৃশ্যমানতাও ছিল প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। কুয়াশার কারণে দিল্লি বিমানবন্দরে অন্তত ১৭৭ টি বিমান বাতিল এবং ৫০০ টির বেশি বিমান বিলম্বিত হয়েছিল। রাজধানী দিল্লি, নয়ডা এবং গাজিয়াবাদে দৃশ্যমানতা পৌঁছেছে ১০০ মিটারের নীচে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির উপর নজর রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

কংগ্রেসের 'ঘরে ফিরলেন' শাহনাজ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্যা শাহনাজ বেগম। শনিবার বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে কংগ্রেসে যোগ দিলেন তৃণমূলের লড়াকু এই নেত্রী। শাহনাজ বেগম একসময় তৃণমূল পরিচালিত মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি এবং জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রীর দায়িত্বভারও সামলেছেন। গত ১৭ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন শাহনাজ বেগম। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় একটি পোস্ট করে পদত্যাগের কথা জেলাবাসীকে তিনি জানিয়েছিলেন। রেজিনগর বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত জেলা পরিষদের আসন থেকে তিনবার জয়ী হয়েছিলেন শাহনাজ বেগম। কংগ্রেসের প্রতীকে জেলা পরিষদের আসনে জয়ী হওয়ার পর ২০১৬ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ ভাঙার সময় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল শাহনাজ বেগমের। সেই সময় শাহনাজ , শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন। এরপর আরও দু'বার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন শাহনাজ। শনিবার কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের একাধিক টেন্ডার দুর্নীতির পরিষদে টেন্ডার বণ্টনের ক্ষেত্রে যে ধরণের 'অনিয়ম' হয়েছে তার নথি সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

অভিযোগ প্রকাশ্যে আনেন তিনি। তবে বেশ কয়েক বছর পর কংগ্রেসের ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আসায় রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে খুশির হাওয়া অধীর গড়ে। শনিবার বহরমপুর কংগ্রেস কার্যালয় চত্বরে অধীর চৌধুরী তৃণমূল দলত্যাগী নেত্রীকে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদান করান। কংগ্রেস যোগদান করার পর শাহনাজ গত কয়েকবছর ধরে মুর্শিদাবাদ জেলা তিনি অভিযোগ করেন এই দুর্নীতির ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ জেলা তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতা মদত দিয়েছেন। দুর্নীতি বন্ধ না হলে আজ তিনি কোর্টে যাওয়ার হুমকিও দেন। শাহনাজ আজ ফের একবার দাবি করেন, তৃণমূলের দুর্নীতির সঙ্গে থাকবেন না বলেই তিনি কংগ্রেস যোগ দিলেন। শাহানাজের সঙ্গে তৃণমূল নেতা জালাল শেখও আজ কংগ্রেসে যোগদান করেন।

বাংলাদেশে আবারও অশান্তির আবহ, কড়া নিরাপত্তা পেট্রাপোল সীমান্তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২০ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশে আবারও তৈরি হওয়া অশান্তির জেরে কড়া নিরাপত্তা ভারত বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে। বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির

মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ফের অশান্ত হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের একাধিক এলাকা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা ও হিংসাত্মক ঘটনার মাঝেই, বেনাপোল সীমান্তে উত্তেজনার আঁচ পৌঁছতেই, পেট্রাপোল সীমান্তে করা নিরাপত্তা জারি করা হয় বিএসএফের তরফে। জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে পেট্রোলিং, বাড়তি নিরাপত্তা লক্ষী মোতায়ন করা হয়েছে সুরক্ষার জন্য। এদিন পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরেও দেখা গেল একই ছবি। গতকাল রাতেই ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে ওসমান হাদির মরদেহ। আজ তাঁকে সমাধিস্থ করার কথা। শুক্রবার রাতে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পাশের তাঁকে সমাধিস্থ করা হবে। মুহম্মদ ইউনূসেরও ওই আয়োজনে হাজির থাকার কথা। প্রতিবেশী দেশ অশান্ত হয়ে ওঠায়, কাঁটাতারের ওপারে চাষাবাদ করতে যাওয়া আপাতত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এদিন সকলে পেট্রাপোল সীমান্তের নো-ম্যান্স ল্যান্ডের ওপারে বাংলাদেশের বেনাপোল এলাকায় একদল মানুষ জড়ো হয়ে হাদির মৃত্যুর জন্য ভারতকে দায়ী করে ভারত-বিরোধী ও প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী স্লোগান দেয়। এতে সীমান্ত এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দ্রুত পেট্রাপোল সীমান্তে অতিরিক্ত বিএসএফ মোতায়েন করা হয়। উত্তেজনার জেরে বেনাপোল বন্দরে আটকে থাকা ভারতীয় ট্রাকচালকদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। পণ্য নিয়ে বহু ভারতীয় ট্রাকচালক বর্তমানে বন্দরের ভিতরেই রয়েছেন। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কার্তিক চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় ট্রাকচালকদের বন্দরের বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। সরকারি ভাবে বাণিজ্য বন্ধ ছিল। শনিবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় কি না, তার উপর বাণিজ্যের প্রভাব নির্ভর করবে। এ দিকে, দুই দেশের মধ্যে যাতায়াতকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যেও আতঙ্ক স্পষ্ট। অনেকেই জরুরি কাজ সেরে দেশে ফিরে গিয়েছেন।''

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ এগোচ্ছে দ্রুতগতিতে! জলযন্ত্রণার অবসানে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ ডিসেম্বর ঃ ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের কাজ এখন কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এগিয়ে চলেছে। শিলাবতী নদীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে যে বন্যা ও জলযন্ত্রণা ঘাটাল, দাসপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিল, সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই এই মাস্টারপ্ল্যান। বর্তমানে শিলাবতী নদীর বুকে জমে থাকা পলি, বালি ও মাটির স্তর কেটে সরানোর কাজ চলছে জোরকদমে। নদীর স্বাভাবিক গভীরতা ফিরিয়ে আনাই এই পর্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রশাসনের তরফে জানান হয়েছে, বর্ষার আগেই যাতে নদীর জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো যায়, সেই লক্ষ্য নিয়েই প্রতিদিন একটানা কাজ চলছে। বহুদিন পরে নদী সংস্কারের এই দৃশ্য দেখে নতুন করে আশার আলো দেখছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই মাস্টারপ্ল্যানের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখতে শিলাবতী নদী এলাকা পরিদর্শনে আসেন কংসাবতী প্রজেক্টের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক। তাঁদের উপস্থিতিতে কাজের অগ্রগতি, খননের গভীরতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। শিলাবতী নদীর ওপর পরপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্রসবাঁধ তৈরি করা হয়েছে। দাসপুর ব্লকের শিমুলতলা, বড় অংশ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে বর্ষার সময় নদীতে জল নামার গতি বাড়বে এবং জল উপচে পড়ার আশঙ্কা অনেকটাই কমবে

রামদেবপুর এবং সুজানগর এলাকায় এই ক্রসবাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ নদীতে হঠাৎ করে জল প্রবেশ আটকান এবং খননের কাজ নির্বিঘ্নে চালানোর জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি এলাকায় ভারী যন্ত্রের সাহায্যে নদীগর্ভ থেকে পলি ও বালি তুলে ফেলা হচ্ছে। প্রশাসনের আধিকারিকদের মতে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোলে আগামী বর্ষার আগেই মাস্টারপ্ল্যানের একটি বলে আশা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্যার আতঙ্কে থাকা ঘাটাল ও দাসপুর এলাকার মানুষজন এই কাজের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, মাস্টারপ্ল্যান পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর বর্ষা এলেই যে দুর্ভোগ নেমে আসে, তার অবসান ঘটবে। প্রশাসনের তরফে জানান হয়েছে, কাজের মান ও সময়সীমা, দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে মাস্টারপ্ল্যান এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ভুল অস্ত্রোপচারের কারণে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে বিক্ষোভ রোগীর পরিজনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর ঃ বাম পায়ের বদলে ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করায় চিকিৎসার গাফিলতিতে শুক্রবার বিকেলে উত্তাল হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বর। চিকিৎসায় এই মারাত্মক ভুলে রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হাওয়ায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর পরিজনেরা। রোগীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সুতির ছাপঘাটি মোল্লাপাড়ার বাসিন্দা রেনু বিবি (৬২) বুধবার বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ায় তার কোমর এবং বাম পায়ে গুরুতর আঘাত লাগে। বুধবার রাতেই তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে এক্স-রে করার পর বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ তার পায়ে অস্ত্রোপ্রচার হয়। কিন্তু ভুলবশত ডাক্তারেরা তার বাম পায়ের বদলে ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করে প্লেট ঢুকিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ফলে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। পরিস্থিতি সামাল দিতে চিকিৎসকরা সেই বৃদ্ধাকে অন্য হাসপাতালের স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। ফলে চিকিৎসকদের সঙ্গে শুরু হয় রোগীর পরিবারের বচসা। রেনু বিবির নাতি আব্দুল সেলিম জানিয়েছেন, 'আমার ঠাকুমার বাম পায়ে চোট লেগেছিল । কিন্তু বাম পায়ের পরিবর্তে ডাক্তাররা ভুল করে ডান পায়ে অপারেশন করে দিয়েছে। এরপর আমার ঠাকুমা আর হাঁটতে পারবে না। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী চিকিৎসকরা। আমরা এর বিচার চাই।' হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বাম পায়ের পরিবর্তে রোগীর ডান পায়ে ট্রাকশন দেওয়া ছিল। তাই ডান পায়ে অস্ত্রোপচার করে রড ঢোকানো হয়েছে। কিন্তু ভুল বোঝার পর আবার বাম পায়ে ট্রাকশন দেওয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু রোগীর পরিবারের অভিযোগ, ভুল অস্ত্রোপচারের কারণে কথা বন্ধ হয়ে গেছে রোগীর এবং তার শারীরিক অবস্থারও অবনতি ঘটেছে। মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপার ডাক্তার অনাদি রায় জানান, 'লিখিত অভিযোগ পেলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।' ইতিমধ্যেই রেনু বিবির ছেলে রহিম উদ্দিন চিকিৎসার গাফিলতিতে বহরমপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর সভার ভিড়ের মাঝে ট্রেন দুর্ঘটনা! তাহেরপুরে মৃত্যু ৪, আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ এসআইআর আবহের মধ্যেই শনিবার নদীয়ায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাহেরপুরে তাঁর সভার কারণে এলাকায় জনস্রোত ক্রমশ বাড়তে থাকে। শনিবার সকাল ১০ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। এদিন নদীয়ার তাহেরপুরে তাঁর একাধিক প্রশাসনিক সভা এবং জনসভা করার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। এ ছাড়াও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করার কথা ছিল। কিন্তু, ব্যাঘাত ঘটালো কুয়াশা। ফলে দমদম বিমানবন্দরে ফিরে আসেন প্রধানমন্ত্রী। এরই মাঝে ঘটে যায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নদীয়ার তাহেরপুর স্টেশনের কাছে ট্রেনের ধাক্কায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছেন। গুরুতর অবস্থায় একজনকে শক্তিনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিহত ও আহত সবাই মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা। তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভায় যোগ দিতে শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ার তাহেরপুর এসেছিলেন। ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেল ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার পরিস্থিতি তদারকি করেন। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনা ঘটেছে তাহেরপুর স্টেশনের কাছে সকালে। নিহতদের মধ্যে কয়েকজন ভোরবেলা রেললাইনের ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় ধেয়ে আসা ট্রেনের ধাক্কায় চারজন লাইনে ছিটকে পড়ে মারা যান। আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল যে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, আরও একজন গুরুতর আহত ব্যক্তি বর্তমানে স্থানীয় শক্তিনগর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রাথমিক তদন্তে ধারণা করা হচ্ছে, ঘন কুয়াশার কারণে সকালের দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে গিয়েছিল। ট্রেনের আগমনের সময় তা বুঝতে না পারায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। তবে তদন্তকারীরা অন্যান্য সম্ভাব্য কারণও খতিয়ে দেখছেন। জানা গেছে, নিহতদের সবাই বড়ঞার সাবলদহ গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতেই তারা মোদীর সভায় যোগ দিতে মুর্শিদাবাদ থেকে তাহেরপুর এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে আরও অনেকে এসেছিলেন। সকালেই কিছুজন প্রাতঃকৃত্য করতে রেললাইনের কাছে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন। নদীয়ার তাহেরপুর, যা স্থানীয়ভাবে মতুয়াগড় হিসাবেও পরিচিত, এই সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সভা এবং জনসমাগমে চরম চাপে ছিল। মোদীর সভাকে ঘিরে ক্রমশ জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় এলাকায় নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ব্যস্ততার মধ্যে ট্রেন দুর্ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে।

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু? খসড়া ভোটার তালিকা ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২০ ডিসেম্বর ঃ এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পর নাম উঠেছিল খসড়া ভোটার তালিকায়। কিন্তু সেই তালিকায় এক গুরুতর ত্রুটি ধরা পড়ে। ভোটারের বাবার নামের জায়গায় লেখা রয়েছে শ্বশুরের নাম। এই ভুল সংশোধনের জন্য কয়েকদিন ধরে একাধিক দপ্তরে ছোটাছুটি করছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামের বাসিন্দা ভাস্কর মুখোপাধ্যায় (৫৪)। সেই অবস্থার মধ্যেই শনিবার সকালে নিজের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যা এবং এসআইআর নিয়ে প্রবল মানসিক চাপে ভুগছিলেন ভাস্করবাবু। তাঁদের মতে, সেই আতঙ্ক থেকেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, পারিবারিক অশান্তির কারণেও এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি হুগলির চন্দননগর। তিনি আউশগ্রামের কল্যাণপুর গ্রামে স্ত্রীয়ের পরিবারের সঙ্গেই থাকতেন। ২০০৪ সালে কল্যাণপুর গ্রামের বাসিন্দা সুবিমল সরকারের মেয়ে সোমাদেবীর সঙ্গে বিয়ে হয় ভাস্করবাবুর। সুবিমলবাবু অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক। সোমাদেবী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন। গ্রামে একটি মুদিখানা দোকান চালাতেন ভাস্কর। আজ শনিবার সকালে শাশুড়ি শান্তিলতাদেবী ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁর জামাইয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়ের বাবার নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নাম হিসেবে লেখা হয়েছে সুবিমল মুখোপাধ্যায়। অর্থাৎ, শ্বশুরের নামই বাবার নাম হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। এই ভুল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগে ছিলেন ভাস্করবাবু। মৃতের ছেলে উল্লাস বলেন, ওই নাম সংশোধনের জন্য আগে চারবার আবেদন করা হয়েছিল। এসআইআর চালুর পর বাবা তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। নাগরিকত্বের জন্য যে ১১ দফা তথ্যের কথা বলা হয়েছে তাও বাবার ছিল না। কারণ চন্দননগরে গিয়েও বাবা তা জোগাড় করতে পারেননি। তাঁর অভিযোগ, এই চাপই বাবাকে চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে।

বাঁকুড়ায় উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতির দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২০ ডিসেম্বর ঃ বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধ দম্পতির মৃতদেহ। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাসের কুশমুড়ি গ্রামে। মৃত ওই দম্পতির নাম দীনবন্ধু কুণ্ডু ও লক্ষ্মী কুণ্ডু। ইন্দাস থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। দুটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দীনবন্ধু কুণ্ডুর বয়স ৮৬ বছর। লক্ষ্মীর বয়স ৭৬। দীনবন্ধুবাবু প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন। ছেলে অসিত কুণ্ডু ও পুত্রবধূ সুস্মিতা ওই বাড়িতেই থাকেন। তাঁরা দু'জনেও পেশায় শিক্ষক বলে খবর। আজ, শনিবার সকালে ওই বৃদ্ধ দম্পতির ঘর ভিতর থেকে বন্ধ দেখা যায়। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেলে দু'জনকে ডাকাডাকিও করা হয়। ভিতর থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে শেষপর্যন্ত দরজা ভাঙা হয়। ভিতরে ঢুকতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। দেখা যায়, ঘরের ভিতর পড়ে রয়েছে বৃদ্ধা লক্ষ্মী কুণ্ডুর নিথর দেহ। ওই ঘরেই সিলিং থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখা যায় বৃদ্ধের দেহ। সেই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় ইন্দাস থানার পুলিশকে। তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই দুই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই পরিবারে বেশ কিছুদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গে ওই বৃদ্ধ দম্পতির বিবাদ থানা-পুলিশ পর্যন্ত গিয়েছিল বলেও অভিযোগ। ওই বৃদ্ধ দম্পতিকে সেভাবে পরিবারের সদস্যরা সময় দিতেন না! এই বিষয়ে ওই দম্পতির ছেলে অসিত কুণ্ডু জানিয়েছেন, কয়েক সপ্তাহ আগে একটি পারিবারিক সমস্যা হয়েছিল। থানাতে অভিযোগও করা হয়েছিল। পরে থানাতেই ওই বিষয়টির মীমাংসা হয়। এখন পরিবারে কোনও সমস্যা ছিল না। তাহলে কী কারণে এই ঘটনা ঘটল? বৃদ্ধ দম্পতি কি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন? নাকি অন্য কোনও কারণ? উঠছে নানা প্রশ্ন। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শিয়ালদহ-লালগোলা যাত্রীবাহী ট্রেনের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর ঃ শিয়ালদহ বিভাগের ধুবুলিয়া ও মুরাগাছা স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওই অংশে সাময়িকভাবে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। রেলের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০ /২১.১২.২০২৫, ২১/২২.১২.২০২৫ এবং ২২/২৩.১২.২০২৫ তারিখে ২৪০ মিনিট (রাত ১১.১৫ থেকে রাত ১১.১৫ পর্যন্ত) ট্র্যাফিক ব্লকের । ফলে, ৫৩১৮১ শিয়ালদহ - লালগোলা যাত্রীবাহী ট্রেনের সময়সূচী ২০.১২.২০২৫, ২১.১২.২০২৫ এবং ২২.১২.২০২৫ তারিখে ৬০ মিনিটের জন্য বদলানো হবে। চলাচল করবে কৃষ্ণপুর পর্যন্ত।

OFFICE OF
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT--22/25-26,
The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for CONSTRUCTION OF CONCRETE ROAD from the reputed and resourceful contractor/firm/ Public Sector undertaking/ Government Company. Bid submission start date (online) **19/12/2025 at 6.00 pm.** Bid Submission end date (online) **15/01/2026 at 6.00 pm.** Bid opening date for Technical Proposals (online)- **19/01/2026 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল মনোজ কুমার শর্ম্মা পিতা-সত্যনারায়ন শর্ম্মা গত ৩০।০৯।২০, ০৪।০৪।২৪, ১৯।১২।২২, ০২।০৯।২৪, ৩০।১১।২১, ১১।০৮।২৩ তারিখে হাওড়া A.D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-4792, I-3585, I-13998, I-9568, I-11191, I-8351 (বুক নং- 1) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমোক্তানামা দলিল বলে 1) প্রশান্ত দাস পিতা-গনেশ দাস, 2) দিলিপ পাজা পিতা-সন্তোষ পাজা, 3) তরুন মন্ডল পিতা-নিমাই মণ্ডল 4) নিবেদিতা কয়াল স্বামী-সৌমিত্র কয়াল 5) দুলাল চন্দ্র ঘোষ পিতা- ভোলানাথ ঘোষ নিকট হইতে চামরাইল মৌজা হাল 1387, 1384, 1385, 1388 দাগ হাল 1477/1, 1052, 267, 5218, 5217, 722, 5216 নম্বর খতিয়ানে, কমবেশি ৬৭ শতক জমি বিক্রয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L & L.R.O অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

Office of the
Block Development Officer
Suti-I Development Block
Tender Notice
Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: **1. NIT No:- 25/APAS/2025/Dev., Date: 19.12.2025** under APAS, vide Memo No: 4926(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 20.12.2025, Total No. of Scheme **13 (Thirteen) nos.** Last date of Application : **27.12.2025 upto 4.00 pm. 2. NIT No:- 26/APAS/2025/Dev., Date: 19.12.2025** under APAS, vide Memo No: 4927(40)/APAS/Eng./Dev., Dated: 19.12.2025, Total No. of Scheme **09 (Nine)** nos. Last date of Application : **27.12.2025 upto 5.00 pm** Details visit the web site **https://tenders.wb.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.
Sd/- Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল সুরজিত দাস, পিতা অনিল দাস সাং ও পোঃ- নাবঘড়া, থানা সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া বিগত ইংরাজী- ১৮.১২.২০২৫ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০৬৫৩১ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা সমীর পাত্র, পিতা গৌরাঙ্গ পাত্র দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন ভগবতীপুর মৌজায় জে. এল.- ০৭ নং ভুক্ত, এল. আর. ৪৮০ নং খতিয়ানে এল, আর. ৩৭০ নং দাগে শালি ০২.৫৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১৮.০২.২০২১ তারিখে হাওড়া-২ নং রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫১৩০১৬৩৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতা গনের পক্ষে অনিরুদ্ধ সিং, পিতা রাধানাথ সিং, সাং- ভগবতীপুর, পোঃ- চর্তুভূজকাটী, থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোনপ্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. অ্যান্ড এল, আর, ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।
Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

OFFICE OF
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
SHORT NOTICE INVITING ELECTRONIC TENDER NO. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT--23/25-26,
The PRODHAN, DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT, Howrah invites e-Tender for 6 (Six) different works from the reputed and resourceful contractor/firm/Public Sector undertaking/Government Company. Bid submission start date (online) **20/12/2025 at 6.00 pm**. Bid Submission end date (online) **15/01/2026 at 6.00 pm.** Bid opening date for Technical Proposals (online)-**19/01/2026 at 12.00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

বিজ্ঞপ্তি
রামপুরহাট ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
Misc. Sucenion- 3/2024
দরখাস্তকারী-
১। সাহানাজ বেগম স্বামী মৃত-আব্দুর রহমান
২। সজিবুর রহমান
৩। রাজিবুর রহমান
৪। সানজিদা ইয়াসমিন
২-৪ নং পিতা- মৃত-আব্দুর রহমান
সর্ব সাং +পোঃ- ডুরিয়া থানা- মুরারই জেলা- বীরভূম
এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে থানা মুরারই অধীন ডুরিয়া সাকিমের আব্দুর রহমান পিতা মৃত আব্দুর রহিম এর Birbhum District-Central Co-operative Bank ltd এর Murarai Branch, Br. Code BiRB10 account No. 112002244619-এ Abdur Rahaman Election expenses account 2021-এ গত ইং 31.03.2022 তারিখ অবধি Rs. 2584992+ upto interest রক্ষিত আছে। উক্ত টাকার- sucession certificate পাইবার জন্য দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত মিস সকসেশন মোকদ্দমা দায়ের করিয়া ১ নং দরখাস্তকারীর অনুকূলে sucession certificate পাইবার নিমিত্ত উপরোক্ত মোকদ্দমা করিয়াছেন। যদ্যপি উক্ত টাকার ব্যাপারে কাহারও কোনরূপ-দাবী দাওয়া- বা আপত্তি থাকে তাহা হইলে পত্র বিজ্ঞপ্তিকারীর ৩০ দিনের মধ্যে জ্ঞাত করাইবেন, অন্যথায় আইনানুগ-আদেশ হইবে।
অনুমত্যানুসারে
রিম্পা চ্যাটার্জ্জী
সেরেস্তাদার-
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
রামপুরহাট, বীরভূম

OFFICE OF THE CHITMU GRAM PANCHAYAT
At-Pogro, PO-Khatanga, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Notice Inviting Tender No: 02/CGP/2024-25
Pradhan, Chitmu Gram Panchayat invites Tender for 16(Sixteen) Nos. different works. Source of Fund: 15 th FC. Date of Sale of Tender Form on any working day from **10/12/2025 to 26/12/25 from 12.00 AM to 3.00 PM.** Last date of dropping of Sealed Tender Form on or before 29/12/2025 up to 2.00 PM. Date of Opening of Tender **30/12/2025 at 1.00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Chitmu Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
Sonakhali, Paschim Medinipur
NOTICE INVITING e-TENDER (Two Cover System)
Memo No.977 Date: 17.12.2025
e-NIT No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-30 (25-26) (2nd Call)
The Executive Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites tender from qualified bidders 28 Nos Construction of Concrete road work. under Daspur-II Panchayat Samity under Rastashree Fund. Details may be accessed and dully respond through **https://www.wbtenders.gov.in on and from 18/12/2025 (Thursday) at 11.00 Hours. to 13/01/2026 (Tuesday) upto 13.00 Hours.**
Sd/-Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity.

অ্যাশেজের অ্যাডিলেড টেস্টে জনসনকে পেরিয়ে লিলির পরে কামিন্স

অ্যাডিলেড, ২০ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ অ্যাশেজের অ্যাডিলেড টেস্টের শনিবার চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের প্রথম উইকেটটি নিয়ে জনসনের ৩১৩ স্পর্শ করেন কামিন্স। এরপর দ্বিতীয় উইকেট নিয়ে তিনি তাকে ছাড়িয়ে যান। চোটের কারণে এবার সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে কামিন্স খেলেননি। অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক হয়ে চতুর্থ টেস্টে মাঠে ফেরেন তিনি। শনিবার ৩০৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচটি শুরু করেন তিনি। প্রথম ইনিংসে তিনটি উইকেট নেওয়ার পর ছাড়িয়ে যান ব্রেট লির ৩১০ উইকেট। ম্যাচের চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয় ৩৪৯ রানে। ইংল্যান্ড জয়ের জন্য লক্ষ্য পায় ৪৩৫ রানের। ইনিংসের দ্বিতীয় আর নিজের প্রথম ওভারেই বেন ডাকেটকে ফিরিয়ে জনসনের উইকেট সংখ্যা ছুঁয়ে ফেলেন কামিন্স। একটু পর অলিভার পোপকে ফিরিয়ে নিজেকে তিনি নিয়ে যান এক ধাপ ওপরে। ৭৩ টেস্টে ৩১৩ উইকেট নিয়ে কেরিয়ার শেষ করে বাঁহাতি জনসন। কামিন্সের এটি ৭২তম টেস্ট। বোলিং গড়, স্ট্রাইক রেট, ওভারপ্রতি রান, সবকিছুতেই বেশ এগিয়ে কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিদের তালিকায় কামিন্স এখন আছেন ছয় নম্বরে। পাঁচ নম্বরে উঠতে আরও বেশ কিছু দূর যেতে হবে তাকে। কারণ ৭০ টেস্টে ৩৫৫ উইকেট নিয়ে পাঁচে আছেন সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারদের একজন ডেনিস লিলি। এই অ্যাডিলেড টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস শুরুর সময় মিচেল স্টার্কের উইকেট সংখ্যা ৪২১টি। ৫৬৩ উইকেট নিয়ে তিন নম্বরে আছেন গ্লেন ম্যাকগ্রা। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসেই তাকে ছড়িয়ে ৫৬৪ উইকেটে আছেন ন্যাথান লায়ন। ৭০৮ উইকেট নিয়ে সবার ওপরে লেগ স্পিনের জাদুকর শেন ওয়ার্ন।

অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী বক্সার বুনজুমনং থাইল্যান্ডের কারাগারে গেলেন

ব্যাংকক, ২০ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ লটারি জালিয়াতির অভিযোগে আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হয়ে পলাতক থাকা অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী একজন পলাতক বক্সারকে থাইল্যান্ডের পুলিশ খুঁজে বের করে গ্রেফতার করেছে।পুলিশ শুক্রবার জানিয়েছে যে তারা নন্থাবুরি প্রদেশের একটি আস্তানায় থেকে ৪৫ বছর বয়সী মানাস বুনজুমনংকে খুঁজে পেয়েছে এবং গ্রেফতার করেছে। প্রতারণার দুটি অভিযোগে আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে খুঁজছিল পুলিশ।২০০৪ সালের এথেন্স অলিম্পিকে স্বর্ণ এবং চার বছর পর বেইজিংয়ে রৌপ্য পদক জয়ী এই লাইট ওয়েলটারওয়েট বক্সার ২০২১ সালে সরকারি লটারির টিকিট কোটায় ২০ লক্ষ বাট (৬৪,০০০ মার্কিন ডলার) প্রতারণা করে ভুক্তভোগীদের হাতিয়ে নিয়েছিলেন। দুই বছর ন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে। এই বছরের শুরুতে তার সাজা ঘোষণার সময় তিনি আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হন। শুক্রবার, আদালত তাকে ব্যাংকক রিমান্ড কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দেয়।

সেমিফাইনালে ইন্টার মিলানকে পেনাল্টিতে হারিয়েছে বোলোনা

রিয়াদ, ২০ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ শুক্রবার ৯০ মিনিটে ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র হওয়ার পর পেনাল্টিতে ইন্টার মিলানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ইতালীয় সুপার কাপের ফাইনালে নাপোলির মুখোমুখি হবে বোলোনিয়া। পেনাল্টি শুটআউটে বেশ কয়েকটি মিস করা প্রচেষ্টার পর সিরো ইমোবাইল বোলোনাকে ফাইনালে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার এসি মিলানের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয় পাওয়ার পর সোমবার বোলোনা নেপোলির মুখোমুখি হবে। কিং সৌদ ইউনিভার্সিটি স্টেডিয়ামে শুরুতেই ইন্‌র গোল করে, দ্বিতীয় মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনি ক্রস থেকে মার্কাস থুরাম দৌড়ে এসে জালে বল পাঠান। তবে, ইন্টারের আধিপত্য সত্ত্বেও, ৩৫তম মিনিটে ডিফেন্ডার ইয়ান বিসেকের হ্যান্ডবলের ফলে বোলোনা পেনাল্টি পায়। ফরোয়ার্ড রিকার্ডো ওরসোলিনি স্পট থেকে কোনও ভুল করেননি এবং দলকে সমতায় ফিরিয়ে আনেন। এরপর দুটি দল গোল করার সুযোগ পায়, কিন্তু কোনও দলই জাল খুঁজে পায়নি। যার ফলে ম্যাচটি সরাসরি পেনাল্টি শুটআউটে যায়, যেখানে ইমোবাইল নির্ণায়ক প্রমাণিত হয়।

হার্দিক পান্ডিয়া ভারতীয় হিসেবে দ্বিতীয় দ্রুততম টি-২০ ফিফটি করলেন

আহমেদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.)ঃ শুক্রবার আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটসম্যান হার্দিক পান্ডিয়া দ্বিতীয় দ্রুততম টি-টোয়েন্টি ফিফটি হাঁকিয়েছেন। ভারতের ইনিংসের ১৭তম ওভারে করবিন বোশের বোলিংয়ে একটি ছক্কা মেরে ১৬ বলে নিজের অর্ধশতক পূর্ণ করেন এই অলরাউন্ডার। তার ইনিংসে ছিল চারটি চার এবং পাঁচটি ছক্কা। হার্দিকের চেয়ে কম বলে ফিফটি হাঁকানো একমাত্র ভারতীয় হলেন যুবরাজ সিং, যিনি প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। সেই খেলায় বাঁহাতি এই ব্যাটসম্যান স্টুয়ার্ট ব্রডকে এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মেরে বিখ্যাত হয়েছিলেন। টি-টোয়েন্টিতে ভারতীযদের দ্রুততম অর্ধশতক যুবরাজ সিং - ১২ বল-ভারত বনাম ইংল্যান্ড-২০০৭ হার্দিক পান্ডিয়া- ১৬ বল-ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা-২০২৫। অভিষেক শর্মা-১৭ বল-ভারত বনাম ইংল্যান্ড-২০২৫।কেএল রাহুল-১৮ বল-ভারত বনাম স্কটল্যান্ড - ২০২১। সূর্যকুমার যাদব - ১৮ বল - ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা - ২০২২।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ভারত

আহমেদাবাদ, ২০ ডিসেম্বর(হি.স.)ঃ শেষ টি-টোয়েন্টি তে ৩০ রানের জয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে সুরিয়াকুমারের দল। আহমেদাবাদে ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে শুক্রবার ২০ ওভারে ভারত করে ২৩১ রান। জবাবে এই রান সামনে রেখে প্রথমদিকে জয়ের দিকে এগোচ্ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। একাদশ ওভার পর্যন্ত তাদের রান ছিল ১ উইকেটে ১২০ রান। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পথ হারিয়ে ৮ উইকেটে ২০১ রানের বেশি করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচের সর্বোচ্চ ৭৩ রান করেন তিলাক। তার ৪২ বলের ইনিংসটিতে ছিল ১০ চার ও একটি ছক্কা। আর ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি তে দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়ে ৫টি করে চার ও ছক্কায় ২৫ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন পান্ডিয়া। তাদের চতুর্থ উইকেট জুটিতে ১০৫ রান আসে ৪৪ বলে। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৯ চার ও ৩ ছক্কায় ৩৫ বলে ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার কুইন্টন ডিক কক। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩১ রান করতে পারেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। ৫৩ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ভারতের সফলতম বোলার রহস্য স্পিনার বরুন চক্রবর্তি। চার ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন পেসার জাসপ্রিত বুমরাহ। ডি ককের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনিই। খুনে ব্যাটিংয়ের পর বল হাতে একটি উইকেট নিয়ে ম্যাচ-সেরার পুরস্কার জেতেন পান্ডিয়া।

গিল ব্রাত্য, ‘ওয়াইল্ড কার্ডে’ প্রত্যাবর্তন ঈশানের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ১৫ জনের দল ঘোষণা

সংবাদসংস্থা, ২০ ডিসেম্বরঃ অবশেষে সমস্ত জল্পনা, বিতর্ক আর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঘোষণা হয়ে গেল টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতের চূড়ান্ত দল। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হতে চলা কুড়ি-কুড়ির বিশ্বযুদ্ধের আগে শনিবার প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর ও ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিলেন ১৫ সদস্যের স্কোয়াড। প্রত্যাশিত নামের পাশাপাশি দলে জায়গা করে নিয়েছেন একাধিক চমকপ্রদ ক্রিকেটার। আবার কিছু ব। নামের বাদ পড়াও নজর কেড়েছে ক্রিকেটমহলে। সবচেয়ে বড় চমক নিঃসন্দেহে শুভমান গিলের বাদ পা।। সাম্প্রতিক সময়ে তিন ফরম্যাটেই নিয়মিত মুখ হওয়া সত্ত্বেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাননি তিনি। অন্যদিকে ‘ কার্ড এন্ট্রি’ হিসেবে দলে ফিরেছেন ঈশান কিষান। দীর্ঘদিন জাতীয় দলে অনিয়মিত থাকা এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার নির্বাচকদের আস্থায় ফের জায়গা করে নিয়েছেন। পাশাপাশি কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরুণ পেসার হর্ষিত রানার অন্তর্ভুক্তি দলের বোলিং বিভাগে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে থাকছেন সূর্যকুমার যাদব। আগ্রাসী ব্যাটিং স্টাইল ও আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর মানসিকতা নির্বাচকদের পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছে। সহ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। মাঝের ওভারে ব্যাট-বল দু'দিকেই কার্যকর এই অলরাউন্ডার দলের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলেই আশা। ব্যাটিং বিভাগে অভিজ্ঞতার

পাশাপাশি তরুণদের উপর ভরসা রেখেছেন নির্বাচকরা। ওপেনিংয়ের জন্য দলে আছেন অভিষেক শর্মা, যিনি আইপিএলে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের সুবাদে নিজের জায়গা পাকা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মধ্যক্রমে রয়েছেন তিলক বর্মা, শিবম দুবে ও রিঙ্কু সিংয়ের মতো আক্রমণাত্মক ব্যাটাররা। বিশেষ করে রিঙ্কু সিংয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রত্যাশিতই ছিল-শেষের দিকে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে আলাদা করে তুলে ধরেছে। হার্দিক পাণ্ডিয়া দলের অন্যতম ভরসা। ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বড় ম্যাচের অভিজ্ঞতা ও চাপ সামলানোর ক্ষমতার জন্য তাঁকে বাদ দেওয়ার ঝুঁকি নেননি নির্বাচকরা। প্রয়োজনে পেস বোলিংয়ের দায়িত্বও সামলাবেন হার্দিক। উইকেটরক্ষক হিসেবে দলে রাখা হয়েছে দুই ক্রিকেটারকে-ঈশান কিষান ও সঞ্জু স্যামসন। ঈশানের প্রত্যাবর্তন যেমন চমক, তেমনই সঞ্জুর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স তাঁকে দলে জায়গা করে দিয়েছে। ম্যাচ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী দু'জনের মধ্যে যে কাউকে খেলানোর সুযোগ থাকছে, যা টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে বাড়তি বিকল্প তুলে দিচ্ছে। বোলিং বিভাগে ভারতের শক্তি বরাবরের মতোই পেস আক্রমণ। জশপ্রীত বুমরাহ ও অর্শদীপ সিং নতুন বল ও ডেথ ওভারে মূল ভরসা। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন হর্ষিত রানা, যিনি গত আইপিএলে গতি ও আগ্রাসন দিয়ে নজর কা।নে। স্পিন বিভাগে অভিজ্ঞ কুলদীপ যাদবের সঙ্গে রয়েছেন রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। দু'জনের বৈচিত্র ভারতকে মাঝের ওভারে ব। অস্ত্র দেবে।অলরাউন্ড স্পিনার হিসেবে দলে আছেন অক্ষর প্যাটেল ও ওয়াশিংটন সুন্দর। দু'জনেই ব্যাটিংয়ে গভীরতা যোগ করার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত বোলিং করতে সক্ষম। ভারতের পূর্ণ স্কোয়াড (১৫ জন)- সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পাণ্ডিয়া, শিবম দুবে, রিঙ্কু সিং, অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), ঈশান কিষান (উইকেটরক্ষক), সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), জশপ্রীত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, ওয়াশিংটন সুন্দর।

খেলবেন মাত্র দু'টি ম্যাচ! বোর্ডের নির্দেশ মেনে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেও ‘শর্ত’ রোহিতের

মুম্বাই, সংবাদসংস্থা, ২০ ডিসেম্বরঃ জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে হলে ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলা কার্যত বাধ্যতামূলক-এমনই এক অলিখিত বার্তা বোর্ডের অন্দরমহলে ঘুরছে। বিশেষ করে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সিনিয়র ক্রিকেটারদের ম্যাচ প্র্যাকটিসে রাখতেই এই কড়া অবস্থান। সেই প্রেক্ষিতেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির খেলা নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন করে আলোচনা। প্রথমে জানা গিয়েছিল, বিজয় হাজারে ট্রফির শুরুতে রোহিত শর্মাকে পাওয়া যাবে না। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই টুর্নামেন্টের জন্য মুম্বই যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল, সেখানে রোহিতের নাম ছিল না। একইভাবে স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়েছিল যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, অজিঙ্ক রাহানে ও শিবম দুবের মতো পরিচিত মুখদের। প্রথম দু'টি ম্যাচের জন্য তুলনামূলকভাবে তরুণদের নিয়েই দল গড়া হয়েছিল। তবে শুরু থেকেই একটি শর্ত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মুম্বই দলের প্রধান ানির্বাচক সঞ্জয় পাটিল। তিনি জানিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে রোহিত শর্মা বা সূর্যকুমার যাদবের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের যেকোনও সময় দলে ফেরানো যেতে পারে। আর সেই পথেই হাঁটল মুম্বই। সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য ঘোষিত দলে রাখা হয়েছে রোহিত শর্মাকে। যদিও তিনি পুরো টুর্নামেণ্ট নয়, আপাতত দু'টি ম্যাচের জন্যই দলে থাকছেন। এই স্কোয়াডে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শার্দূল ঠাকুরকে। তাঁর পাশাপাশি দলে রয়েছেন সরফরাজ খান, মুশির খান ও তরুণ প্রতিভা অঙ্গকৃষ রঘুবংশী। গ্রুপ পর্বে মুম্বইয়ের প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গোয়া ও হিমাচল প্রদেশ।অন্যদিকে দিল্লি দলের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলবেন বিরাট কোহলি। সেই দলের অধিনায়কত্ব করবেন ঋষভ পন্থ। সব মিলিয়ে সিনিয়র তারকাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরার ছবি স্পষ্ট। উল্লেখ্য, আগামী বছরের শুরুতেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ওয়ানডে সিরিজ রয়েছে। ১১ জানুয়ারি শুরু সেই সিরিজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ হবে যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ জানুয়ারি। বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ পর্বের ম্যাচ শেষ হবে ৮ জানুয়ারির মধ্যেই। ফলে নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে রোহিত শর্মা প্রয়োজনীয় ম্যাচ প্র্যাকটিস পেয়ে যাবেন।সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে, ভবিষ্যতের ব। লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় দলে জায়গা ধরে রাখতে ঘরোয়া ক্রিকেট এখন আর ‘ নয়-বরং তা হয়ে উঠছে বাধ্যতামূলক।

ভেজা পিচে বাধা প্রস্তুতি, বিজয় হাজারে ট্রফির আগে প্রথম দিন অনুশীলনই হল না বাংলার

২০ ডিসেম্বরঃ রনজি ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত দুরন্ত ফর্মে বাংলা। গ্রুপ শীর্ষে থেকে লাল বলের ক্রিকেটে নিজেদের শক্তির প্রমাণ দিয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। তবে সাদা বলের মঞ্চে ছবিটা একেবারেই আলাদা। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে বাংলা দলকে। সেই হতাশা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবার পুরো মনোযোগ বিজয় হাজারে ট্রফিতে। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই প্রস্তুতিতে বাধার মুখে পড়ল বঙ্গ ব্রিগেড। শুক্রবার বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি)। একইসঙ্গে সকাল থেকেই অনুশীলন শুরু করার কথা ছিল দলের। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, প্রথম দিন পুরোদমে অনুশীলনই করতে পারল না বাংলা। কারণ-সল্টলেকের জেইউ সেকেন্ড ক্যাম্পাসে প্র্যাকটিস পিচ ভিজে থাকায় ব্যাটিং-বোলিং অনুশীলন কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বিজয় হাজারে ট্রফি। তার আগে হাতে সময় খুব বেশি নেই। সেই কারণে শুক্রবার সকালেই ক্রিকেটারদের মাঠে ডেকেছিলেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। কিন্তু দল মাঠে পৌঁছেই হতাশ হতে হয়। নেটে ব্যবহৃত প্র্যাকটিস উইকেট এতটাই ভিজে ছিল যে সেখানে ব্যাটিং বা বোলিং করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দল নির্বাচন সংক্রান্ত বৈঠকের পরই সিএবি থেকে সল্টলেক মাঠের দায়িত্বপ্রাপ্তদের জানানো হয়েছিল শুক্রবার অনুশীলনের কথা। কিন্তু তার আগেই নেটে নিয়মমাফিক জল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। শীতকাল হওয়ায় উইকেট দ্রুত শুকোয়নি। ফলে সকালে মাঠে পৌঁছে বাংলার ক্রিকেটাররা দেখেন, নেটে অনুশীলনের কোনও উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই বিকল্প পরিকল্পনায় যেতে হয় টিম ম্যানেজমেন্ট কে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল ড্রিল এবং ফিল্ডিং অনুশীলন করেই মাঠ ছাড়েন

ক্রিকেটাররা। ব্যাট হাতে বা বল হাতে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগই পাননি আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, অভিষেক দাসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটাররা। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি র ব্যর্থতার পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে ঘুরে দাঁড়ানোই ছিল বাংলার মূল লক্ষ্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি অনুশীলন বিঘ্ন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ধাক্কা বলেই মনে করছেন ক্রিকেট মহলের একাংশ। যদিও বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি বাংলা দলের কেউই। সিএবির পক্ষ থেকেও এই নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শনিবার ফের একই মাঠে অনুশীলনের সূচি রয়েছে বাংলার। সেদিন পিচ শুকোবে বলেই আশাবাদী টিম ম্যানেজমেন্ট। রবিবার রাজকোটের উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলা দল। সেখানেই গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ খেলবে তারা। উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। দলে রয়েছেন ভারতীয় পেস আক্রমণের বড় নাম মহম্মদ শামি। যদিও শুক্রবারের অনুশীলনে শামি উপস্থিত ছিলেন না। তাঁর সরাসরি রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা। অন্যদিকে শাহবাজ আহমেদ জাতীয় দলের ব্যস্ততার কারণে অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন। সব মিলিয়ে, টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতির গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন কার্যত নষ্ট হয়ে গেল বাংলার। সময় কম, লক্ষ্য বড়-এই অবস্থায় পরবর্তী অনুশীলন সেশনগুলো কতটা কার্যকর হয়, তার দিকেই এখন তাকিয়ে বাংলা শিবির। বিজয় হাজারে ট্রফিতে কি সাদা বলের হতাশা ভুলিয়ে নতুন গল্প লিখতে পারবে বাংলা? উত্তর মিলবে মাঠেই।

পারফরম্যান্স দেখেই বিশ্বকাপে দল বাছাই আগরকরদের

২০ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে জয় পেয়েছে ভারত। সামনে নিউজিল্যান্ড সিরিজ। তবে সকলের পাখির চোখ অবশ্য আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ট্রফি কি ধরে রাখতে পারবে টিম ইন্ডিয়া? বোঝা যাবে ফেব্রুয়ারি-মার্চে। তার আগে অবশ্য শনিবার মুম্বইয়ে বিসিসিআই হেড কোয়ার্টারে ঘোষণা হয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দল। অফ ফর্মে থাকা সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে বিশ্বকাপে খেলবে টিম ইন্ডিয়া। তবে বড় অর্জনের জন্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে এক্ষেত্রে হাত কাঁপেনি টিম ম্যানেজমেনেন্টর। বাদ পড়েছেন চূড়ান্ত ছ ন্দহীন থাকা শুভমান গিল। কুড়ি-কুড়ির বিশ্বকাপ দলে ফিরলেন রিঙ্কু সিং। ‘ কার্ড এন্ট্রি’ পেলেন ঈশান কিষান। ক্রিকেটমহল মনে করছে, ঠেকে শিখেছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। শিখেছেন আগরকররাও। সেই কারণেই বড় নাম ছেঁটে ফেলার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন তাঁরা। এই মুহূর্তে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিটি ম্যাচ, প্রতিটি ইনিংসকে মাপা হচ্ছে আগামী বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতির নিরিখে।

হিংসায় উত্তাল বাংলাদেশ, বাতিল বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিদেশি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশজু।ে অশান্তির আবহে ব। প্রশ্নের মুখে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় আসর-বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। সাম্প্রতিক হিংসাত্মক ঘটনার জেরে ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। বিদেশি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এই পরিস্থিতিতে আদৌ কি নির্ধারিত সময়েই শুরু হবে বিপিএল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। উল্লেখ্য, ২৬ ডিসেম্বর সিলেটে শুরু হওয়ার কথা বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন মরশুম। কিন্তু তার আগেই দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে রাজধানী ঢাকা-সহ একাধিক জায়গায় ড়িয়ে পড়েছে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা। একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি ক্রীড়ামহলেও। সম্প্রতি ময়মনসিংহে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে আন্তর্জাতিক মহলেও। সেই সঙ্গে দেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমের অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠছে-এমন অস্থির পরিস্থিতিতে কি

আদৌ একটি আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট লিগ আয়োজন করা সম্ভব? এই অস্থিরতার সরাসরি প্রভাব প।ছে বিপিএলের উপর। নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। ক্রিকেট মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে, পুরো টুর্নামেন্টই কি পিছিয়ে যেতে পারে? কেউ কেউ মনে করছেন, অন্তত এক সপ্তাহ পিছোতে পারে বিপিএল। তবে এই সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। বোর্ডের

সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নির্ধারিত সূচি অনুযায়ীই বিপিএল শুরু হবে। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে বিপিএল নিয়ে কোনও সংশয় নেই। ২৬ ডিসেম্বর থেকেই টুর্নামেন্ট শুরু হবে। তিনি আরও জানান, নিরাপত্তা নিয়ে বোর্ড কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। সরকারের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সাখাওয়াত হোসেন বলেন, মাঠ পুরোপুরি প্রস্তুত, আমরাও প্রস্তুত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলছে। নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না বলেই আমরা আশাবাদী। তবে বিসিবির আশ্বাস সত্ত্বেও বাস্তব চিন্তা থেকেই যাচ্ছে বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিয়ে। বিপিএল মানেই একাধিক দেশের তারকা ক্রিকেটারদের উপস্থিতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা বাংলাদেশে এসে খেলতে রাজি হবেন কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিদেশি ক্রিকেটারদের পরিবার ও সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলিও নিশ্চয়ই পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখছে। এই বিষয়ে ঢাকা ক্যাপিটালস দলের এক কর্মকর্তা আতিক ফাহাদ জানান, শুরুতে কিছুটা উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল ঠিকই, তবে এখন তারা আশাবাদী। তাঁর কথায়, কিছু সমস্যার কারণে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু আমরা আত্মবিশ্বাসী যে টুর্নামেন্ট ঠিকঠাকভাবেই হবে। ২১ ডিসেম্বর থেকে আমাদের অনুশীলন শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিদেশি ক্রিকেটারদের টিকিট থেকে শুরু করে অনুশীলনের মাঠ, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা-সব কিছুই আগেভাগে পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিরাপত্তা নিয়েও দলের পক্ষ থেকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। সব মিলিয়ে, একদিকে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা, অন্যদিকে ক্রিকেটপ্রেমী দর্শকদের প্রত্যাশা-এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে বিপিএল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com